সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬৪

গোরক্ষ-বিজয়

শেখ ফয়জুল্লা মরহুম-প্রণীত

মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ দ্বারা প্রকাশিত

কলিকাতা
১৩২৪

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে—৷০
শাখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে—৷৵০
সাধারণ পক্ষে—৸০

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—সং ৬৪

গোরক্ষ-বিজয়

সেখ ফয়জুল্লা-প্রণীত

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত

পরিষদের অকৃত্রিম বান্ধব
রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা
১৩২৪

ভূমিকা

"মহীপাল যোগীপাল গোপীপাল গীত।
ইহা শুনিয়া যত লোক আনন্দিত॥
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥"

চৈতন্য-ভাগবতের এই বর্ণনায় বুঝা যায়, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, বিষহরির গান ও পালরাজাদের সম্বন্ধীয় গাথাগুলি তৎকালে বাঙ্গালা দেশে বড়ই জনপ্রিয় ছিল। মঙ্গলচণ্ডীর গীত উত্তর-বঙ্গে এবং বিষহরির গান পূর্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। মহীপাল ও যোগীপালের গীত অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই বটে, কিন্তু গোপীপালের (চাঁদের) অনেক গাথা পাওয়া গিয়াছে। গোপীচাঁদের গাথা শুধু বঙ্গদেশে নহে, সমস্ত ভারতবর্ষেই বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

সম্ভবতঃ এক সময়ে বাঙ্গালার নাথ-সম্প্রদায় বাঙ্গালী রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অদ্ভুত সন্ন্যাসের কাহিনী, পরম যোগী গোরক্ষনাথ ও মীননাথ প্রভৃতির অলৌকিক কীর্ত্তি-গাথার সহিত মিশাইয়া দেশ-দেশান্তরে গাহিয়া বেড়াইত। তাহাতেই বোধ হয়, তাঁহাদের কীর্ত্তি-কলাপের কথা সমস্ত ভারতে প্রচারিত ও লোক-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এই গীতি-কবিতাসমূহ যে পূর্ব্ব-কালে যুগীদিগের দ্বারা দেশ-বিদেশে মুখে মুখে গীত হইত, তাহা লোকমুখ হইতে সংগৃহীত "মাণিকচাঁদের গান" প্রভৃতি হইতে

সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অদ্যাপি চট্টগ্রামের মুসলমান ও হাড়িদিগের মুখে গুরু মীননাথ ও গোরক্ষনাথের গান এবং "দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও" প্রভৃতির মত গীত সময়ে সময়ে শ্রুত হইয়া থাকে। সেরূপ একটি গান এখানে পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি,—

"গুরু মীননাথ রে উল্টা উল্টা ধারা।
পুকুর মুরে ধান শুকাইয়া উগারতলে বাড়া॥
গুরু হে আম গাছে নৈলের পোনা বগায় ধরি খায়।
তা দেখিয়া খুঁদ পীপড়া পক্ষ লইয়া যায়॥
গুরু হে পাঁচ পণ দিয়ে কিনলাম নাও নয় বুড়ি তাঁর জলই।
কচু বনে রাখিলাম নাও বেংএ গিলিল গলই॥
গুরু হে একটি কথা শুনেছিলাম ত্রিপিনীর ঘাটে।
মরা মানুষে ভাত রান্ধে জীতা মানুষের পেটে॥
গুরু হে এরালি বনে করালির ছানা বাঘিনী গেল চাইতে।
কোলা বেঙে খাপ দি' রৈছে বাঘিনীরে খাইতে॥"

আমাদের এই "গোরক্ষ-বিজয়"ও সেইরূপই একটা গান।

ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ সাহেবের প্রচারিত "ময়নামতীর গান," দুর্লভ মল্লিক-বিরচিত "গোবিন্দচন্দ্রের গীত," শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়-সংগৃহীত "ময়নামতীর গাথা," ভবানী দাস-রচিত "ময়নামতীর পুথি," আবদুল স্কুর মোহাম্মদ কৃত "ময়নামতীর গান," সহদেব চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম্মমঙ্গল," শ্যামদাস সেনের "মীন-চেতন" এবং এই "গোরক্ষ বিজয়" একই শ্রেণীর গ্রন্থ। রমাই পণ্ডিতের "শূন্যপুরাণ"কেও কতকটা এই শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই সব প্রত্যেক গ্রন্থই নাথ-ধর্ম্মের ও ধর্ম্ম

পূজার প্রসঙ্গ লইয়া বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই সহিত প্রত্যেকের অল্পবিস্তর সম্পর্ক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। "ময়নামতীর গান"গুলিতে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও হাড়ফার প্রসঙ্গ দেখা যায়। "গোরক্ষবিজয়ে" মীননাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহার পুনরুদ্ধার-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা নাথ-ধর্মের একখানি প্রধান উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। ইহা হইতে বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা ও ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

"বর্ত্তমান কালে "যুগী" বলিয়া পরিচিত ও নাথ ধর্ম্মাশ্রিত জন-সম্প্রদায় এক সময়ে একটা বিশিষ্ট জাতিরূপে পরিগণিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয় নাই। নাথ-ধর্ম্ম লইয়া এখনও কোন ঐতিহাসিক গবেষণার হলচালনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহো-দয়ের "বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম" নামক ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকায় (এবং সম্প্রতি পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত "হাজার বছরের বৌদ্ধগান" নামক গ্রন্থের ভূমিকায়) প্রসঙ্গক্রমে নাথধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ আলো-চনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নাথ-ধর্ম্মের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরে, কিন্তু কালক্রমে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়া-ছিল। তাঁহার এরূপ মতবাদের ভিত্তি কি, জানি না; তবে নাথ-মার্গ, বজ্রযান-মার্গ, মন্ত্রযান মার্গ, সহজ-সাধনা ইত্যাদি ধর্ম্মপন্থা একই গোষ্ঠীভূত,—একটি হইতে আর একটিকে গণ্ডী টানিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষিত করা সম্ভবপর নহে। চৈতন্যদেবের প্রেম-

বন্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাখা-প্রশাখাগুলি ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু নাথ উপাধিধারী জনসমূহ এখনও সগৌরবে তাহাদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিতেছে। নাথ-ধর্ম্মের জীবনী-শক্তির ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে? বল্লাল-চরিতে যুগীগণের পুরোহিতদিগকে "রুদ্রজ ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে। যুগীগণ অদ্যাপি "শিবগোত্র" বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করে। যুগীদের নাথগণ শিব-অংশে সম্ভূত বলিয়া বিখ্যাত। ভারতের ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলনে তাহাদের গুরুগণের হস্ত-চিহ্ন সুস্পষ্ট বিদ্যমান।" * 'গোরক্ষ-বিজয়' এই যুগী গুরুগণেরই কীর্ত্তি-কথা লইয়া বিরচিত।

সমালোচ্য পুঁথিখানিকে "ময়নামতীর পুঁথি"র আদিকাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং ইহা যে উক্ত পুথির সম-সাময়িক প্রাচীন, তাহাতেও কোন সন্দেহ করা যায় না। ইহাতে ও "ময়নামতীর পুঁথিতে" উক্ত হাড়িফা,† কানফা, পানফা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের জন্মবিবরণ এবং ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ময়নামতী যতি গোরক্ষনাথের এবং তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র হাড়িফার মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। ভাবে, ভাষায় ও কবিত্বে এই গ্রন্থ প্রায় "ময়নামতীর

* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সম্পাদিত "ময়নামতীর পুঁথি"র ভূমিকা।

† ত্রিপুরার রাজগণের আদি-পুরুষগণেরও 'ফা' উপাধি দৃষ্ট হয়। মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরের জন্ম 'শিবঅংশ-সম্ভূত' বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ত্রিপুরার রাজগণ বহুকালাবধি শৈব ছিলেন। তাঁহাদের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা আধুনিক। হাড়িফা ও কানফার 'ফা' উপাধির সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব আছে কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পুঁথি"র সমশ্রেণীভুক্ত; এমন কি, উভয় পুঁথিতে কোন কোন ছত্রের আশ্চর্য্য রকম মিল পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে শ্যামদাস সেনের রচিত বলিয়া কথিত "মীন-চেতন" নামক যে পুঁথির নামোল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয়ের সম্পাদকতায় ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের মতে উক্ত পুঁথি ও সমালোচ্য "গোরক্ষবিজয়" অভিন্ন পুথি বই আর কিছুই নহে। পুঁথি দুইখানি পাশাপাশি রাখিলে স্বতঃই তাহাদিগকে যমজ বলিয়া পাঠকবর্গের ভ্রম হইবে। বাঙ্গালা হাতের লেখা পুঁথির স্বভাবসিদ্ধ পাঠ-পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে দুই পুথিরই প্রায় সব স্থলেই ভাবে ও ভাষায়, এমন কি, কোন কোন স্থলে ছত্রে ছত্রে ও অক্ষরে অক্ষরে পর্য্যন্ত মিল দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উভয় পুঁথিই একই মূল গ্রন্থের নকল মাত্র। এ স্থলে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমরা অনর্থক ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠকগণ পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন, আমাদের এই "গোরক্ষবিজয়ে"র নাম এক প্রতিলিপিতে "মীননাথ-চৈতন্য গোরক্ষবিজয়" লিখিত রহিয়াছে। তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ আদৌ পুথিখানির পূর্ণ নাম "মীননাথ-চৈতন্য-গোরক্ষবিজয়" অথবা "গোরক্ষ-বিজয় মীনচেতন" ছিল। হয় ত সংক্ষিপ্ত হইয়া তাহাই অবশেষে কোথাও "গোরক্ষ-বিজয়" নামে এবং কোথাও বা "মীনচেতন" নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ উভয় নামেরই বিস্তর সার্থকতা রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। ঢাকার পুঁথিতে উহার নাম যে একরূপেই "মীনচেতন" হইয়া গিয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা লইয়া এখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। "মীনচেতনে" দেখা যাইতেছে, উহা শ্যামদাস সেন নামক কবির রচিত, আর "গোরক্ষ-বিজয়ে" দেখা যাইতেছে, উহা কবীন্দ্র দাস, সেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেনের রচিত। এ অবস্থায় ইহার প্রকৃত মীমাংসা একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা বুঝিয়াছি, গ্রন্থের ভণিতা ও অন্যান্য কয়েকটি কথা লক্ষ্য করিয়া আমরা এ স্থলে সমস্যাটির বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমার আদর্শ "গোরক্ষবিজয়ে" নিম্নলিখিত ভণিতাগুলি আছে,—

(১) কহেন কবিন্দ্র অন্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ॥—১০ পৃষ্ঠা।

(২) (ক) কহেন কবিন্দ্র দাসে শুন নরগণ।
সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী শুন বিবরণ ॥

(খ) কবিন্দ্র বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ॥—১৫০ পৃষ্ঠা।

(৩) গোর্খের বিজয়কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গীত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ॥—১৫৩ পৃষ্ঠা।

আমার অবলম্বিত ২য় পুথির ভণিতাগুলি এই,—

(১) বলে হীন ভীমদাসে মনে অনুমানি।
শুনিয়া রচিলা সিদ্ধার সঙ্কেত যে বাণী ॥

(২) কহে মির ফজুল্লাএ শুন রাজা মিন রায়
এবে আপনারে রক্ষা কর।

কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খ বাক্য পিণ্ড রক্ষা কর ॥—১১৫ পৃষ্ঠা—
পাদটীকা।

(৩) কহিলেক ফজুল্লাএ মনেতে ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া ॥—১৩০ পৃষ্ঠা—
পাদটীকা।

(৪) কহে সেখ ফজুল্লায় বিচারিয়া পাজী।
স্ত্রীর বিষম মায়া বান্দি স্বার বাজী ॥—১৫৩ পৃষ্ঠা—
পাদটীকা।

আমার অবলম্বিত ৩য় পুথির ভণিতাগুলি এই,—

(১) বোলে কবি ভীম দাসে মনে অনুমানি।
শুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধা সবের কাহিনী ॥ *

(২) কহে সেখ ফাজুল্লাএ শুন গুরু মীন রায়
এবে আপনা চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খবাক্য পিণ্ড রক্ষা কর ॥—১১৫ পৃষ্ঠা।

(৩) কহে সেখ ফাজুল্লাএ মনেত ভাবিআ।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিআ ॥—১৩০ পৃষ্ঠা—
পাদটীকা।

(৪) কহ সেখ ফাজুল্লাএ বিচারি মন পাজি।
স্ত্রীর বিষম মায়া আনে হাসি বাজি ॥—১৫৩ পৃষ্ঠা—
পাদটীকা।

আমার চতুর্থ পুথির ভণিতাগুলি এই,—

---

* ভীমদাসের এই ভণিতা দুইটি ভ্রমক্রমে আমার "গোরক্ষবিজয়ের" পাদটীকায় যথাস্থানে প্রদর্শিত হয় নাই।

(১) কহে হিন্দু ভিম দাসে মনে অনুমান।
সুনিআ আসিলাম আমি সিঙ্কার জবানি॥

(২) কহে সেক ফজুল্লা বিচারি মন পাজি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জ্ঞানে হাসি বাজী॥

আমার ৫ম পুথির ভণিতাগুলি এই,—

(১) সেন শ্যাম দাসে কহে প্রভু র ভাবিয়া।
কহে গোর্খনাথে প্রভু স্থির কর হিয়া॥

(২) কহে মির ফজুল্লা বিচারিয়া পাজি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জেন হাসি বাজি॥

আমার ৬ষ্ঠ পুথিতে এই ভণিতাটি আছে,—

কহে সেক ফজুল্লাএ সুন গুরু মীন রাএ
আপনার চিন্তা কর সার।
কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোর্খবাক্য পিণ্ড রৈক্ষা কর॥

আমার ৭ম পুথিতে এই ভণিতাটি আছে,—

কহে হিন ফজুল্লাএ মনে অনুমানি।
* রচিল সিদ্ধার সঙ্গীত জে বাণী॥

আমার ৮ম পুথিতে এই ভণিতা দুইটি আছে,—

(১) কহে সেক কুমলাএ (ফজুল্লাএ) সুন গুরু মিন রাএ
জবে আপনা চিন্তা সার।
কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কতুক কৈলা
গোর্খবাক্য পুনি রৈক্ষা কর॥

(২) কহে সেক কুজল্লাএ (ফজুল্লাএ) বিচারি মন পাজী।
স্ত্রীর বিসম মাআ জান হাসি বাজী॥

"মীনচেতনে" কেবল নিম্নলিখিত দুইটি ভণিতা আছে,—

(১) কহে সেন শ্যামদাসে প্রভুকে ভাবিয়া।
কহেন যে গোর্ক্ষনাথে স্থিরতা করিয়া॥—২৪ পৃষ্ঠা।

(২) সেন সামদাসে কহে গোর্ক্ষ মহাশয়।
আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয়॥—৩৭ পৃষ্ঠা।

"মীনচেতন" সহ নয়খানি * পুঁথিতে যে ভণিতাগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। তৎসমুদয় আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, গ্রন্থখানি কবীন্দ্র দাস, সেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন—এই কবিচতুষ্টয়েরই রচিত। কিন্তু চারি জন কবি মিলিত হইয়া এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, উক্ত চারি জনের মধ্যে অবশ্য এক জনেই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই একজন কে, এখন আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "কবীন্দ্র" উপাধিক এবং মীর্জ্জা ফয়জুল্লা নামক কবি বিদ্যমান আছেন, কিন্তু ভীমদাস বা শ্যামদাস সেনের নাম ইতিপূর্ব্বে আর কখনও শুনা যায় নাই। এক কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খাঁর আদেশে মহাভারত রচনা করিয়া গিয়াছেন। মীর্জ্জা ফয়জুল্লার রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত অনেক বৈষ্ণব পদাবলী পাওয়া গিয়াছে। উক্ত কবীন্দ্র পরমেশ্বর গৌড়ের সম্রাট্ হোসেন সাহের (১৪৯৪-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) আমলের লোক এবং সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। মীর্জ্জা ফয়জুল্লা

* আমার সংগৃহীত আটখানি পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরিশিষ্ট ভাগে দ্রষ্টব্য।

সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক,—যে যুগে অধিকাংশ পদাবলী-লেখক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস নিশ্চিত জানা না গেলেও তিনি খুব সম্ভব চট্টগ্রামবাসীই ছিলেন। ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন কোথাকার ও কখন্‌কার লোক, জানিবার উপায় নাই। তবে সম্ভবতঃ তাঁহারাও চট্টগ্রামবাসী লোক ছিলেন।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর, মীর্জ্জা ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন চট্টগ্রামবাসী হইলেও সমসাময়িক লোক ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু দেখি না। আবার এক সময়ের লোক বলিয়া ধরিলেও তাঁহারা এক গ্রামবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় আমরা বলিতে পারি, বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন দেশের চারি জন লোক মিলিয়া এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ সমালোচ্য পুঁথিখানি রূপান্তরিত হইতে হইতে যতই আধুনিক প্রতিভাত হউক না কেন, পূর্ব্বোক্ত কবিচতুষ্টয়ের আনুমানিক আবির্ভাব-কালের অনেক পূর্ব্বের রচনা বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণে আমরা উহাকে "পরাগলী মহাভারত"-রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বা বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তা মীর্জ্জা ফয়জুল্লার রচিত বলিয়া অবধারিত করিতে পারি না। সুতরাং কবীন্দ্র দাস ও সেখ ফয়জুল্লা তাঁহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ অনুমানও অসঙ্গত বোধ হয় না। একটি ভণিতায় ফয়জুল্লার নামের সঙ্গে "মীর" উপাধির সংযোগ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা যে বৈষ্ণব কবি মীর্জ্জা ফয়জুল্লার দেশ-বিশ্রুত নামের সাদৃশ্য হইতে অজ্ঞ লিপিকর কর্ত্তৃক কল্পিত হয় নাই, তাহাই বা কে

বলিবে? সেখ ও মীর্জ্জা ফয়জুল্লা উভয়ে চট্টগ্রামের লোক ছিলেন বলিয়াও এরূপ গোলযোগ ঘটা বিচিত্র নহে।

দুইখানি পুঁথিতে শ্যামদাস সেনের যে তিনটি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা অপর কাহারও ভণিতার সহিত মিলে না। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, অন্যান্য গ্রন্থের মত "গোরক্ষবিজয়ে"র প্রারম্ভভাগে কোন দেব-দেবীর বন্দনা নাই। কোনরূপ বন্দনা ভিন্ন প্রাচীন কবিগণ প্রায়ই কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। শ্যামদাস সেনও বা এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিবেন কেন, মোটেই বুঝা যায় না। উহাতে যে সামান্য বন্দনাদিক আছে, তাহা হিন্দু কবির বন্দনা কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আবার এতগুলি পুঁথির মধ্যে কেবল দুইখানিতে মাত্র তাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হয় কেন, তাহারও কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সব কারণে—বিশেষতঃ ভণিতাগুলির অল্পতা দেখিয়া তাঁহাকে কিছুতেই এই গ্রন্থের মূল রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বস্তুতঃ তিনি ইহার প্রকৃত রচয়িতা নহেন—তাঁহার নামটি কোনরূপে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

ভীমদাস সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক সেই কথা। তিনখানি পুথিতে তাঁহার যে তিনটি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কবীন্দ্র দাসেরই ভণিতার অনুরূপ। দেখিবামাত্রই বুঝা যায় যে, ভণিতাগুলিতে কবীন্দ্র দাসের নামের স্থলেই ভীমদাসের নাম বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লিপিকরের অনবধানতা বা অজ্ঞতাবশতঃ "কবীন্দ্র দাস" নামের "ভীমদাস" নামে পরিণত হওয়াও কিছু অসম্ভব বোধ হয় না।

কবীন্দ্র ও সেখ ফয়জুল্লা—এই দুই জনের মধ্যে কে এই

গ্রন্থের প্রণেতা, এখন আমাদের তাহাই বিচার্য্য। "কবীন্দ্র" শব্দকে সেখ ফয়জুল্লার 'উপাধি' বলিয়া মনে করিতে পারিলে সব গোল চুকিয়া যাইত বটে (যদিও সে কালে মুসলমানের ঐরূপ উপাধি থাকার কথা জানা যায় না)। কিন্তু "কবীন্দ্র" শব্দের সহিত "দাস" শব্দের সংযোগ দেখিয়া কিছুতেই ঐরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। সুতরাং বলিতে হইবে, কবীন্দ্র ও ফয়জুল্লা এক ব্যক্তি নহেন।

এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, পরম শ্রদ্ধাস্পদ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ মহাশয় অনুমান করেন, "ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্যামদাসের ভণিতাযুক্ত "মীন-চেতন" পুস্তকের প্রকৃত রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী সেখ ফয়জুল্লা, শ্যাম-দাস সেন নহেন।" *

আমাদের নিকট "গোরক্ষবিজয়ে"র যে আটখানি হাতের লেখা পুথি আছে, সেইগুলি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র আদর্শ পুথিতে ভিন্ন অন্য কোন পুথিতেই কবীন্দ্র দাসের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। সেই পুথিতে তাঁহার মোট ভণিতা তিনটি মাত্র, কিন্তু উক্ত আটখানি পুথিতে সেখ ফয়জুল্লার নামে যথাক্রমে ১+৩+৩+১+১+১+১+২=১৩টি ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। এখন, অধিক সংখ্যক পুথিতে অধিক সংখ্যক ভণিতা যাঁহার পাওয়া যাইতেছে, এই গ্রন্থখানি যে তাঁহারই রচিত, অন্য প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবল ইহা দ্বারাও তাহা দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে। সেখ ফয়জুল্লা ইহার প্রকৃত রচয়িতা না হইলে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক লিখিত এতগুলি

* Dacca Review ও সম্মিলন—১৩২৩ সন, ভাদ্র—আশ্বিন সংখ্যা।

প্রতিলিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যাইবে কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। এই কথা—বিশেষতঃ গ্রন্থমধ্যে অন্যান্য যে সকল প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, সেখ ফয়জুল্লাই এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

পক্ষান্তরে সত্যের অনুরোধে আমরা এ কথাও বলিতে বাধ্য যে, ভণিতাগুলির ভাষা দেখিয়া বিচার করিতে গেলে কবীন্দ্র-দাসকেই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া স্থির করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু তাহা সত্য হইলে এতগুলি প্রতিলিপির মধ্যে কেবল একখানিতেই তাঁহার নাম পাওয়া যায় কেন? এক দিকে গ্রন্থে ফয়জুল্লার ভণিতাধিক্য এবং উহার রচনায় মুসলমানের হস্তচিহ্ন ও অপর দিকে কবীন্দ্র দাসের এরূপ ভাবের ভণিতা—উভয়ে মিলিয়া সমস্যাটিকে বড়ই জটিল করিয়া তুলিয়াছে। আমার আদর্শ পুথির একত্র-অবস্থিত ২ (ক) ও (খ) ভণিতা দুইটি দ্বারা এই সূচিত হয় যে, কবীন্দ্র দাসের বচন শুনিয়াই ফয়জুল্লা মীননাথের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। আবার উক্ত পুথির ৩য় ভণিতা হইতে জানা যায় যে, কবীন্দ্র দাস গোরক্ষনাথের এই বিজয়গাথা রচনা করিয়া তাহা সঙ্গীত-পাঁচালী আকারে (দেশময়) প্রচারিত করিয়া দিয়াছিলেন। এরূপ দ্বিবিধ উক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিয়া আমরা ইহাই বুঝি, এই গাথার আদি প্রচারক বা রচয়িতা কবীন্দ্র দাস এবং ফয়জুল্লা তাঁহারই প্রচারিত গাথা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ-খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কেবল এই একমাত্র (আদর্শ) পুথিতেও যদি ফয়জুল্লার নাম না থাকিত, তথাপি অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ভণিতার ভাষা মাত্র দেখিয়াই আমরা কবীন্দ্র দাসকেই সমালোচ্য গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া স্থির

করিতে পারিতাম। কিন্তু প্রত্যেক পুথিতেই যখন ফয়জুল্লার ভণিতা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহাকেই সমালোচ্য পুথির প্রকৃত প্রণেতা বলিয়া মানিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। অন্য কথায় বলিতে গেলে, আমরা কবীন্দ্র দাসকে এই গাথার আদি প্রচারক বা রচয়িতা ভিন্ন সমালোচ্য পুথির রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে একমাত্র সেখ ফয়জুল্লাকেই এই গ্রন্থের প্রকৃত প্রণেতা বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। ইহা যে হিন্দু কবির রচনা হইতে পারে না, সে কথা আমরা আরও পরে প্রদর্শন করিতেছি।

এই গোরক্ষবিজয়-কাহিনী এক সময়ে "গাজীর গানের" পালার মত লোকমুখে গীত হইত। তাহার প্রমাণ এখনও কতকটা পাওয়া যায়। চেষ্টা করিলে আজও এ দেশের বৃদ্ধ লোকের পাকস্থলী হইতে ইহার অনেকাংশ নিষ্কাশিত করা যাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, কবীন্দ্র দাস এই (মৌখিক) গাথার আদি রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু সেখ ফয়জুল্লাই তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থে আপনাদের গুরু বা আদেষ্টার নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা সে কালের কবিগণের একটা স্বভাবসিদ্ধ রীতি ছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। "গোরক্ষ-বিজয়ে" কবীন্দ্র দাসের নামোল্লেখও সম্ভবতঃ এই কারণেই ঘটিয়া থাকিবে। পাঠকগণ আর একটি কথা লক্ষ্য করিবেন, "মীন-চেতনের" মত আমার আদর্শ পুথি, ২য় ও ৫ম পুথিগুলি হিন্দু লেখকের এবং ৪র্থ পুথিখানি একজন মঘের হাতের লেখা। আমার ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পুথিগুলি অসম্পূর্ণ বলিয়া তাহাদের লিপিকরের নাম জানা যায় নাই বটে, কিন্তু তন্মধ্যে

একখানি মঘের ও অপর দুইখানি হিন্দুর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। আমার ৩য় পুথিখানি মাত্র "চান গাজী" নামক জনৈক মুসলমানের হাতের লেখা। যদি ফয়জুল্লাই ইহার প্রকৃত রচয়িতা না হইবেন, তবে হিন্দু ও মঘ লেখকেরা তাঁহার নাম কোথায় পাইবেন, অথবা স্ব স্ব গ্রন্থে তাঁহার নাম বজায় রাখিবেন কেন, তাহার কোন উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। সুতরাং কেবল ইহা দ্বারাও স্থির করা যায় যে, সেখ ফয়জুল্লা ভিন্ন ইহার প্রকৃত রচয়িতা আর কেহই নহেন। নচেৎ প্রত্যেক প্রতিলিপিতেই বা তাঁহার নাম পাওয়া যাইতেছে কেন, তাহারও কোন সদুত্তর মেলা কঠিন।

"মীনচেতন" পুথিতে কেবল প্রণেতার নামটি প্রক্ষিপ্ত, এমন নহে; ইহার স্থানে স্থানে আরও প্রক্ষিপ্ত রচনা কিছু কিছু দেখা যায়। ইহার শেষাংশের "জ্ঞানাঞ্জনক্ষণ" প্রসঙ্গের সহিত "যোগ-কালন্দর"ধৃত উক্তির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। "গোরক্ষ-বিজয়ে"র এতগুলি প্রতিলিপি আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাতেই "মীনচেতনে"র মত এত পাঠ-বিপর্যায় পরিলক্ষিত হয় না। তা সে-সব কথা যাউক, সমালোচ্য গ্রন্থখানি যে কোন হিন্দু কবির রচিত নহে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত বন্দনাংশ হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে,—

"প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন।
নানারূপে কেলি করে না জাএ লক্ষণ॥
তবে প্রণামিয়ে তান নিজ অবতার।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার॥"

এরূপ 'বন্দনা' সাধারণতঃ মুসলমান কবিরাই করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের রচিত কাব্যরাজি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আমাদের মনে হয়, "নিজ অবতার" অর্থে (যদিও ঠিক মোহাম্মদীয় শাস্ত্র-সম্মত নহে) এখানে "হজরত মোহাম্মদ"কেই লক্ষ্য করা গিয়াছে।* হিন্দু কবিগণের রচিত গ্রন্থে এরূপ 'বন্দনা' কোথাও আছে কি না, আমরা জানি না। "প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার" ইহা মুসলমান কবিরই নিজস্ব উক্তি। নানা মুসলমান কবির রচনা উদ্ধৃত করিয়া প্রোক্তরূপ উক্তিসমূহের সমর্থন করা যাইতে পারিত, কিন্তু একে আমাদের স্থানাভাব. তাহাতে আবার কথাগুলিও এতই সত্য ও সন্দেহ-বিরহিত যে, তৎসম্বন্ধে আর অন্য প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ না।

ইহা ছাড়া গ্রন্থে মুসলমানী ভাব ও ভাষার অত্যল্প যে সামান্য ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় যে, ইহা মুসলমান ভিন্ন হিন্দু কবির রচনা হইতে পারে না। "গোরক্ষবিজয়" ও "মীনচেতন" উভয় গ্রন্থেই 'সয়াল', 'মজুরা' ও 'খাক' প্রভৃতি মুসলমানী শব্দের ব্যবহারও ইহাকে মুসলমান কবির রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। 'সয়াল' ('সকল' অর্থ-বাচক) শব্দটি চট্টগ্রামের মুসলমান কবিগণের নিজস্ব সৃষ্টি। বহু কবির রচনায় ইহার ভূরি

* সেখ পরাণ-কৃত একখানি সুপ্রাচীন নামহীন (সম্ভবতঃ 'নুরনামা' নামক) গ্রন্থেও আমরা এই ভাবের কথা পাইতেছি; যথা,—

আছিল গোপতে সে নৈরূপ আকার।
নিজ রূপে নিরঞ্জন হইল প্রচার॥
পুনর্ব্বার নিরঞ্জন দেখি একাকার।
নিজ অংসে প্রচারিল নুর অবতার॥

মুসলমানগণের বিশ্বাস, হজরত মোহম্মদ খোদার নুর (জ্যোতিঃ) হইতেই সৃষ্ট; এ জন্য তিনি নুর নবি ও নুর মোহম্মদ নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উপস্থিত "কেফায়তোল-মোছল্লিন" নামক একখানি মুসলমানী পুথি হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম,—

"শুদ্ধ মোহাম্মদ সখা প্রধান আল্লার।
যার প্রেমে সৃজিলেক জঞ্জাল সংসার॥"

'মন' অর্থে 'মন্থুরা' ও 'মনাই' শব্দের বহুল প্রয়োগ এই গ্রন্থে দেখা যায়। এগুলি খাঁটি মুসলমানের সম্পত্তি। আরবী 'মন্‌বরা' হইতে বাঙ্গালায় 'মন্থুরা' হইয়াছে। সমগ্র হিন্দু সাহিত্যেও এই শব্দদ্বয়ের একটা দৃষ্টান্ত কোথাও মিলিবে কি না, সন্দেহ আছে। 'খাক্' শব্দটি যে মুসলমানের সম্পত্তি, তাহা একটা বালকেও জানে। "খাকেত মিলিব খাক রৈব মাত্র সার"—এরূপ উক্তিও সমগ্র হিন্দু-সাহিত্যে বিরল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

এই গ্রন্থকে মুসলমান কবির রচনা বলিবার পক্ষে এতদধিক প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে যোগ-তত্ত্ব বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, নানা মুসলমান কবির রচনায় ঐরূপ কথা বিস্তর পরিদৃষ্ট হয়। আলি রাজার "জ্ঞান-সাগর", সৈয়দ সুলতানের "জ্ঞানপ্রদীপ", মোহম্মদ সফির "নুরকন্দিল", আলাওলের কাব্যরাজি এবং মুসলমান কবিগণের ভাটিয়াল গান আমাদের এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এইরূপে কবির ভণিতা এবং গ্রন্থের ভাব ও ভাষা বিচার করিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমরা এখন দীনেশবাবুর সুরে সুর মিলাইয়া অসঙ্কোচে বলিতে পারি, শ্যাম দাস সেন, ভীম দাস বা কবীন্দ্র দাস কেহই এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা নহেন, চট্টগ্রাম-বাসী সেখ ফয়জুল্লাহ ইহার একমাত্র ও প্রকৃত রচয়িতা।

এই গ্রন্থের সৃষ্টি-পত্তন বৃত্তান্তটি ইস্লাম-শাস্ত্রানুমোদিত নহে ও

ইহাতে হিন্দু যোগশাস্ত্রের অনেক কথা আছে। তাহা দেখিয়া আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মুসলমান কবি হইলে এরূপ সৃষ্টিপত্তন লিখিবেন কেন ও হিন্দু যোগের এত কথাই বা জানিবেন কিরূপে? তদুত্তরে আমরা সবিনয়ে বলিতেছি, এই গ্রন্থখানি যে আদৌ একখানি হিন্দু পুরাণ (আদ্য পুরাণ) অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, এ কথা কবি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে এরূপ সৃষ্টি-পত্তন ও হিন্দু যোগের কথা আছে বলিয়া বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। "যোগের" কথা বলিতে হইলে, মুসলমানী ও হিন্দু যোগের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য অতি সামান্য বলিয়াই আমরা জানি। বিশেষতঃ যোগশাস্ত্র-বিষয়ে প্রাচীন মুসলমান কবিগণ যত বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, হিন্দু কবিগণ তত গ্রন্থ লিখিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। আলি রাজার "জ্ঞানসাগর", সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান-প্রদীপ' ও 'জ্ঞানচৌতিশা', মোহম্মদ সাফর 'নুরকন্দিল', মুরসিদের 'বারমাস্যা, 'যোগকালন্দর' ও 'সত্য-জ্ঞান-প্রদীপ' প্রভৃতির মত গ্রন্থ হিন্দু কবিগণ রচনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। এই হিসাবেও সমালোচ্য পুথিখানিকে মুসলমান কবির রচনা বলিয়া সহজেই অবধারিত করা যাইতে পারে।

পাঠকগণ দেখিবেন, পুথিখানি "ওঁ হরি। নমো গণেশায় নমঃ। বেদে রামায়ণে চৈব" ইত্যাদি হিন্দু কবির ব্যবহৃত বাক্যাবলী দ্বারাই আরম্ভ করা গিয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ঐ কথাগুলি যে কেবল মূল কবিই লিখিয়া থাকেন, তাহা নহে; নকলনবিশ-

গণও তাহা লিখিয়া দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রেও যে তাহা হিন্দু নকলকারকগণেরই কার্য্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

আরও একটা কথা এখানে বিবেচ্য। "গোরক্ষ-বিজয়ে"র যতগুলি প্রতিলিপি আমরা পাইয়াছি, সবগুলিই হিন্দুর বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি মুসলমানের এবং একটি বৌদ্ধের লেখা; আর সবগুলিই হিন্দু প্রতিলিপিকারকের হস্ত-লিখিত। হিন্দু লেখকেরা হিন্দু কবি কবীন্দ্র দাসের নামের স্থলে একজন মুসলমানের নাম বসাইয়া দিবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। ইহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, ইহা কবীন্দ্র দাসের রচনা নহে। অতএব আমরাও মাননীয় দীনেশ বাবুর মত এই গ্রন্থের প্রকৃত "আদি রচয়িতা" বলিয়া সেখ ফয়জুল্লার কণ্ঠেই জয়মাল্য পরাইয়া দিতেছি।

তিনখানি পুঁথির সাহায্যে "গোরক্ষবিজয়" সম্পাদিত হইয়াছে। আদর্শ পুঁথিখানি ১১৮৪ "সম (সন (?)) সাকএ (?) বাসরে" লিখিত বলিয়া জানা যায়। উহা বঙ্গাব্দ কি শকাব্দ, তাহা কিছুই ঠিক বুঝা গেল না। উহাকে শকাব্দ ধরিলে (১৮৩৭—১১৮৪ =) ৬৫৩ বৎসর পূর্ব্বে এবং বঙ্গাব্দ ধরিলে (১৩২৩—১১৮৪ =) ১৩৯ বৎসর পূর্ব্বে পুঁথিখানি প্রতিলিখিত হইয়াছিল বলিয়া অবধারণ করিতে হয়। তবে প্রথমোক্ত কাল গ্রহণ করিবার বিপক্ষে একটা কথা আছে। এ দেশে সাধারণতঃ কাগজ দুই তিন শত বৎসরের অধিক দিন স্থায়ী হয় না। অন্ততঃ সেরূপ প্রাচীন কোন কাগজ বা পুঁথি এ পর্য্যন্ত আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। এই কারণে উক্ত কাল গ্রহণ করিতে আমাদের স্বতঃই একটা দ্বিধা জন্মি-

তেছে। দ্বিতীয় কাল গ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। বরং পুথির কাগজের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ১৩৯ বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাচীন বলিয়াই অনুমান করা যায়। ঐরূপ কোন কাল দেওয়া না থাকিলে কাগজ দেখিয়া আমরা উহাকে অন্ততঃ দুই শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করিতাম।

দ্বিতীয় পুথিখানি একটা প্রাচীন পুথির নকল—১২৫৬ মঘী সনে লিখিত। উহার বয়স (১২৭৮—১২৫৬=) ২২ বৎসর মাত্র।

তৃতীয় পুথিখানি খণ্ডিত,—তারিখাদি নাই। কাগজ দেখিয়া উহাকে শতেক বৎসরের কম প্রাচীন বোধ হয় না।

আদর্শ পুথির প্রতিলিপিকারক শ্রীডোমন পাট্টারীর (?) নিবাস "ভট্টাচার্য্যের তালুক য়াইনর মস্তার" (?) * কোথায়, জানা যায় নাই। পুথিখানি ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার কোন গ্রাম হইতে আমাদের জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। ২য় পুথির লেখকের নিবাস চট্টগ্রাম বাঁশখালী থানার অন্তর্গত বাণী গ্রামে। ৩য় পুথিখানি চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত ডেঙ্গাপাড়া নিবাসী জনৈক হাড়ির বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছিল।

"মীনচেতন" পুথিখানি সন ১২২৪ মাহে ২৮ চৈত্রের লেখা। উহার লেখক "শ্রীতহুরাম দেব দায় সদাএ গুরুপদে য়াস—মোকাম ভানি।" ভানি কোথায়, বলিতে পারি না। এই পুথির বয়স (১৩২৩—১২২৪=) ৯৯ বৎসর মাত্র।

"গোরক্ষ-বিজয়ের" বর্ণিত ঘটনারাজি অনেক পূর্ব্বের—মুসলমান আমলেরও পূর্ব্বের বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু পুথি-

* শব্দগুলি ঠিক পড়িতে পারা যায় নাই।

খানি কখন্ রচিত হইয়াছিল, কে বলিবে? কালে কালে রূপান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও পুঁথির ভাষায় প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। সে সমস্ত আমরা পরিশিষ্টভাগে "প্রাচীন শব্দ-তালিকা" অংশে প্রদর্শন করিব। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয়, এই পুঁথিখানি অন্যূন পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। দীনেশ বাবু ইহাকে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

দুর্গার শাপে গোরক্ষনাথের গুরু পরম যোগী মীননাথের কদলী-নগরে গমন ও যোগ-ভ্রষ্ট হইয়া তথায় ১৬ শত কদলী-রমণী-গণের সহিত বিহার ও অদ্ভুত প্রকারের সংসারাশ্রম এবং পরে গোরক্ষনাথ-কর্ত্তৃক বহু কষ্টে তাঁহার উদ্ধার-সাধন, এই পুঁথির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

গ্রন্থের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে,—উপ-ভোগ করিবারই বস্তু। আমরা পাঠকবৃন্দকে গ্রন্থখানি একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই গ্রন্থে বাঙ্গালার ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা-যোগ্য অনেক কথা আছে। "ময়নামতীর পুঁথি"তে দেখিয়াছিলাম,—

"চারি সিদ্ধাএ শাপ পাইল দুর্গাদেবীর পাশে।
মীননাথ চলি গেল কদলীর দেশে॥
গোর্খনাথ চলি গেল ডাহুকার সহরে।
কাণফা চলিয়া গেল বহুবীর ঘরে॥
হাড়িফা পাইল বর তোমা সেবিবারে।
তেকারণে হীন কর্ম্ম করে তোমার ঘরে॥"

এই কথা বলিয়া রাণী ময়নামতী পুত্র গোপীচাদ রাজার সহিত

সিদ্ধাগণের অলৌকিক কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থেও সেই সব কথার প্রতিধ্বনি আছে ; যথা,—

"তবে সিদ্ধা চলি গেল যার জেই ঘর।
প্রথমে কাণফা গেল বহড়ির ঘর॥
হাড়িফা চলিয়া গেল ময়নামতি পুরী।
তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি॥
গাভুর সিদ্ধাই গেল আপনার দেশ।
মীননাথ চলি গেল কদলী উদ্দেশ॥
কদলীত দেখে যুবতী সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা॥" ২৩-২৪ পৃষ্ঠা।

(ক) হাড়িফার কাম্যকলাপ ও মেহারকুলে (ত্রিপুরায়) গমন করিয়া রাণী ময়নামতীর গৃহে হাড়ির কর্ম্ম করার কথা "ময়নামতীর পুঁথি"তে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে ; সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

(খ) কাণফা 'ডাহুকা' নামক স্থানে 'বহরীর' ঘরে গমন করিয়াছিলেন। এই 'ডাহুকা' (পাঠান্তরে ডাহুরা বা ডউকা) কোথায়? 'ডাহুকা'কে 'ডবাক' মনে করিলে তদ্দ্বারা 'ঢাকা' বুঝাইতে পারে কি? 'বহরী' শব্দকে কোন রমণীর নাম বলিয়া মনে করিবার পূর্ব্বে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। 'বধির' শব্দের অপভ্রংশে চট্টগ্রামে পুংলিঙ্গে 'বহরা' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'বহরী' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয়, 'বহরী' শব্দে এখানে ঐরূপ কোন বধিরা রমণীকেই নির্দ্দেশ করা গিয়াছে। 'মীন-চেতন' পুঁথিতে 'বহরী' স্থলে 'আবরী' পাঠ এবং আমাদের প্রাপ্ত আটখানি পুঁথিতেই 'বহরী' পাঠ দৃষ্ট হয়।

(গ) গাভুর সিদ্ধার "আপনার দেশ" কোন্‌টি, তাহার কোন উল্লেখ পুথিতে দেখা যায় না। পাঠকগণ জানেন, এক "পূর্ণচন্দ্রের" কাহিনী লইয়া নাট্য-সম্রাট্‌ ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় 'পূর্ণচন্দ্র' নামক এক নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত নাটকে তাঁহাকে 'শ্যালকোট' রাজ্যের রাজা 'শালিবানের' পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই গাভুর সিদ্ধাই ঐখানে 'পূর্ণচন্দ্র' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। 'গোরক্ষবিজয়ে'রই অন্য এক স্থানে গাভুর সিদ্ধাকে 'সাল্লবানের বেটা' বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই; যথা,—

"তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাটা।
তথাপিহ হই আমি সাল্লবানের বেটা॥"

'গাভুর' বা যুবক অবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যোগ সাধনে গুরুর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার 'গাভুর সিদ্ধা' নামকরণ হইয়াছিল। উক্ত নাটকে তিনি গোরক্ষ-নাথের মন্ত্র-শিষ্য বা মানস পুত্র ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"আজ্ঞা দিল ভবানী পাইলা তুমি আশ।
বর পাইলা চল তুমি সত মাএর পাশ॥
সতমাএ ভজিব তোমে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তুমি পাইবা অপমান॥"

এই কথাগুলিতে "গোরক্ষবিজয়ে" যে ঘটনার আভাস দেওয়া গিয়াছে, "পূর্ণচন্দ্র" নাটকে সংমার ব্যবহার ও তৎকর্তৃক পূর্ণচন্দ্রের লাঞ্ছনায় তাহাই পরিস্ফুট করা হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহোদয়ের প্রচারিত "শ্রীচন্দ্রদেবের

তাম্রশাসন" হইতে জানা যায়, পূর্ণচন্দ্র নামক এক মহানুভব ব্যক্তির সুবর্ণচন্দ্র নামক এক পুত্র ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র বঙ্গান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপের রাজপদ লাভ করেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তিনি তথা হইতে তাম্রশাসন প্রচারিত করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের অপর পুত্র মাণিকচন্দ্র রাণী ময়নামতীর স্বামী ও গোবিন্দচন্দ্রের বা গোপীচাঁদের পিতা এবং পাটিকারা বা মেহারকুলের রাজা ছিলেন। দুর্লভ মল্লিকের "গোবিন্দচন্দ্রের গীতে" উক্ত আছে,—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা ॥"

'ধাড়ি' শব্দের 'বৃহৎ', সুতরাং 'পূর্ণ' অর্থ করিয়া কেহ কেহ "ধাড়িচন্দ্র" অর্থে "পূর্ণচন্দ্র" ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, প্রাগুক্ত তাম্র-শাসনোক্ত পূর্ণচন্দ্রই "চন্দ্ররাজ"-বংশের আদিপুরুষ ছিলেন। "গোবিন্দচন্দ্র-গীতে"র উদ্ধৃত পদানুসারেও ধাড়িচন্দ্রের (পূর্ণচন্দ্রের) পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এবং তৎপুত্র মাণিকচন্দ্র বলিয়া জানা যায়, কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তৎপুত্র শ্রীচন্দ্রদেব ও মাণিকচন্দ্র। এই বৈষম্যের সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকের "পূর্ণচন্দ্রের" সহিত চন্দ্ররাজবংশের উক্ত আদিপুরুষ "ধাড়িচন্দ্রের" বা পূর্ণচন্দ্রের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহারও একটা মীমাংসা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) গুরু গোরক্ষনাথের ভারত-ব্যাপী প্রভাব ছিল বলিয়া বোধ হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'গোরক্ষ' শব্দ-যুক্ত অনেক স্থানের নাম হইয়াছে এবং গোরক্ষনাথের 'জলন্ধরী' উপাধি দেখিয়া

মনে হয়, পঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধর নগর তাঁহার জন্মস্থান ছিল। তা যাহাই হউক, তিনি যে এই শস্য-শ্যামলা, মলয়জ শীতলা বঙ্গ-ভূমিকেই তাঁহার প্রধান কার্য্যক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ অনেক স্থলেই দেখিতে পাই। "মীন-চেতনে" স্পষ্টভাবে—

"গোর্খনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন"

বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। "গোরক্ষবিজয়ে" তাঁহার পুনঃ পুনঃ বিজয় নগর ও বকুলতলায় গমনের উল্লেখ দেখা যায়। ত্রিপুরা জেলায় এক বিজয় নগর আছে, কিন্তু পুথিতে উক্ত বিজয় নগর ইহা বলিয়া বোধ হয় না। রাজসাহীর অদূরে প্রসিদ্ধ বিজয় সেনের রাজধানী এক বিজয় নগর আছে। সম্ভবতঃ তাহাই পুথির উক্ত স্থান হইবে। 'বকুলতলা' সত্য সত্যই কোন স্থানের নাম কি না, বলিবার উপায় নাই। "ময়নামতীর পুথি"তে তাঁহার "ডাড়ার" সহর বা রাঢ় দেশে গমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পুথির এক জায়গায় তাঁহার চারি স্থানে চারিটি সাধন-পীঠ থাকারও উল্লেখ দেখা যায় ; যথা,—

"আদ্য মাটি আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটি আছে কিন্তু বিক্রমপুর সহরে॥
আর আছে আদ্য মাটি তরপের দেশ।
চাটিগ্রাম পূর্ব্ব মাটি জানিবা বিশেষ॥"

এই উক্তি দ্বারা বিক্রমপুর (ঢাকা), মেহারকুল (ত্রিপুরা), তরপের দেশ (শ্রীহট্ট) এবং চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম)—এই কয়টি দেশই তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই সকল পীঠ-স্থান কোথায়, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই।

এ বিষয়ে আমাদের ঐতিহাসিকদিগের দৃষ্টি পতিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(ঙ) মীননাথ যে "কদলী নগরে" গিয়া যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ অনেকগুলি গ্রন্থেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এ 'কদলী নগর' কোথায়? এ সম্বন্ধীয় পুথিগুলিতে অন্যান্য যে সকল স্থানের নামোল্লেখ আছে, তাহার সবগুলির নির্দ্দেশ আজও হয় নাই সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে একটি স্থানও কল্পিত বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় "কদলী নগর"কে একটা কল্পিত নাম বলিয়া একবারে উড়াইয়া দেওয়া কত দূর যুক্তি-সঙ্গত হইবে, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় "কদলী নগর" অর্থে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মণিপুর বা ব্রহ্মদেশ অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার এরূপ অনুমানের ভিত্তি কি, জানি না। তবে "কদলী নগর" যে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ" বলিলে সে কালে একমাত্র প্রাচীন কামরূপকেই বুঝাইত বলিয়া বোধ হয়। কারণ, আর কোন দেশের স্ত্রীজাতি ঐ দেশের নারী জাতির মত স্বাধীনা ছিল না আজও লোক-প্রবাদে সে কথা ঘোষিত হইতেছে। দেশের বর্ণন করিতে যাইয়া গোরক্ষনাথ এক স্থানে বলিতেছেন,—

"নাথে বোলে এহি রাজ্য বড় কএ ভালা।
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা॥
কোকৈর পিখন (দেখে) পাঠের পাছড়া।
প্রতি ঘর চালে দেখে সোনার কোমড়া॥
কার পুখরির পানি কেহ নাহি খাএ।
মণি-মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখাএ॥

এক রাউলের ঘরে দুই চারি রাই।
ষোল শয় কদলী একুলা মীনের ঠাই॥
স্থানে স্থানে দেখে সব অমরা নগর।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
সকল দেশের লোক রতনে ভূষিত॥
রাজ্যের সকল দেখে ভাল তার রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ॥
ধন্য ধন্য রাজ নগর করিয়া বাখানি।
সুবর্ণের কলসে সর্ব্বলোকে খাএ পানি॥"—৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা।

"ময়নামতীর পুঁথি"তেও মাণিকচাঁদের রাজ্যের (মেহারকুলের) ঠিক উক্তরূপ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।* কদলী দেশ-বাসিগণ যে নাথ-ধর্ম্মবিশ্বাসী যুগী জাতীয় ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। গোরক্ষনাথ যখন তাঁহার গুরু (মীননাথের) উদ্দেশে "কদলী নগরে" উপস্থিত, তখন তিনি তাঁহার মীননাথের খনিত এক অতীব রমণীয় সরোবর-তীরে † বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। সেই সময়ে এক নগর-যুগিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। যুগিনী গোরক্ষনাথের রূপ-লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রেম-ভিক্ষা করিতে গিয়া বলিতেছে,—

* এই বর্ণনা হইতে ইহা প্রাগুক্ত পুথির আগের, কি পরের রচনা, তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও ইহা দ্বারা যে দেশের তাৎকালিক অবস্থার সম-সাময়িকতা প্রতিপন্ন হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

† ময়নামতীর "সাগরদীঘির" ন্যায় কোচবিহার রাজ্যেও এক বিস্তীর্ণ ও প্রাচীন সাগরদীঘি থাকার কথা জানা যায়। উহাই মীননাথ কর্ত্তৃক খনিত দীঘি কি না, তাহা ঐতিহাসিকদিগের অনুসন্ধানের বিষয়।

'যুগী ব্যতীত যোগী জাইবা, অন্ন জলে তৃপ্তি পাইবা
কিবা আর হইবেক ব্যয়।
তুমি আমি জ্ঞাতিজন, এক গোত্রে উৎপন
তাতে কিছু দোষ নাই হএ॥"

তাহারা যে ব্যবসায়েও বস্ত্র বয়ন-কারী ছিল, তাহার প্রমাণও এই গ্রন্থে আছে। উক্ত যুগিনীই বলিতেছে,—

"কাটিমু চিকন সুতি, তুমিহ বুনিবা ধুতি
হাটেতে নিবা জে বেচিবার।"

এই যুগী জাতীয়েরা যে অদ্যাপি বস্ত্র-বয়নে লিপ্ত, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

"তবে সে সমাজে জাইবা, মদের ঘটি আগে পাইবা
কথা কইবা দুই হাত নাড়ি।"

এই উক্তিও কোন পার্ব্বত্য জাতীয়কেই নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। সামাজিক হিসাবে দেখা যায়, পার্ব্বত্য জাতীয়েরাই উৎসবাদিতে সকলে একত্র হইয়া কলসী কলসী মদ্য পান করিয়া থাকে। এই গ্রন্থমধ্যে বহু স্থলেই তাহাদিগকে "যুগী রাউল" বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে; যথা,—

"মোরে তুলি খোটা দিব তোর যুগী রাউলে।"
"হাসিয়া বোলান দিব তোর যুগী রাউলে।"

এই 'রাউল' শব্দটি কোন্ অর্থ-বোধক ও কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন, ঠিক বলিতে পারি না। চট্টগ্রামে 'রাউলী' শব্দের খুব প্রচলন আছে। "রাউলী" অর্থে 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে' বুঝায়। "রাউলীর নিকট ছেলে চাওয়া" বলিলে "অসম্ভব প্রার্থনা করা" বুঝিতে হয়। কারণ, 'রাউলীর' ছেলে হয় না,—সে কি করিয়া

ছেলে দিবে? "ভাল কথা রাউলের কি গো কহিছ বচন"—ইত্যাদিরূপ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এই 'রাউল'গণ একবারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ছিল না,—পরন্তু তাহাদের পুত্র-কলত্রাদি ছিল। এই হিসাবে বৌদ্ধ 'রাউলী' শব্দের সহিত এই 'রাউল' শব্দের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও অর্থগত কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাদিগকে 'গৃহস্থ যোগী' বলিয়াই অনুমান করিয়াছি।

মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির মত এই 'রাউল' যোগীরাও নাথ সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল, সন্দেহ নাই। উক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত যোগীরা যে মাগিয়া খাইতেন, তাহা মীননাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। গোরক্ষনাথের বিবিধ প্রবোধবচনেও যখন কামিনী-কাঞ্চনের মায়া-মোহ ত্যাগ করা মীননাথের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতেছিল, তখন তিনি বলিতেছেন,—"আমার আশা ত্যাগ কর। আমি অধঃপাতে গিয়াছি। তথাপি অনুরোধ করি, আমাকে—

মাগনিয়া যুগী বলি নাহি দিও খোটা।
অনন্ত শিষ্যার মধ্যে না বলিও ঝুটা॥"

এবং মরিলে—

"(কাঁথা ঝুলি নেও পুত্র স্কার লাউয়া লাঠি।)
মুষ্টেক তোমার হস্তে মোরে দিও মাটি॥"

আজও যুগীদিগকে মৃত্যুর পর গর্ত্তের ভিতর বসাইয়া মাটী দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

"ময়নামতীর পুথির" মত এই গ্রন্থেও "কার পুখরির পানি কেহ নহি খাএ"—এরূপ উক্তি আছে। পুকুরের কথা বলিতে

গেলে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় যত পুকুর আছে, বাঙ্গালার বা তার বাহিরের আর কোন দেশে তত পুকুর আছে কি না, বলিতে পারি না। উক্ত তিন জেলাবাসী লোকের মত আর কোন্ দেশের লোক এমন গর্ব্ব করিয়া ঐরূপ উক্তি করিতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই। এক সময়ে 'কোচ' জাতীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া দেশের নানা স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিল। অদ্যাপি ত্রিপুরা জেলার স্থানে স্থানে তাহাদের খনিত পুষ্করিণীপুঞ্জ ('পুঞ্জ' বলিলাম; কেন না, একই স্থানে রাশি রাশি পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে) "কোচের কাটা পুকুর" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ইহারা কাহারও পুষ্করিণীর জল কেহ খাইত না। তাই এই পুষ্করিণীপুঞ্জের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা সন্ন্যাসি-বেশে থাকিত এবং অনাহূতভাবে গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিত। তাহাদের অন্য কোন ব্যবসায় ছিল না। কোন কোন স্থানে তাহাদের বংশধরেরা এখনও বাঙ্গালীভাবে বাস করিতেছে। ইহাদিগকে 'ফিরাঙ্গী,' 'কপালগন্না' এবং 'খেলাও যোগী' বলিয়াও বলা হইয়া থাকে। তাহারা দেশে দেশে ফিরিয়া লোকের কপাল বা ভাগ্য গণনা করে,—'এ বার খুব তুফান হইবে' 'আগুনের ধূম বেশী হইবে' ইত্যাদি আজগবি কথা বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি মহিষ-শৃঙ্গ থাকে,—পরিধান গেরুয়া। প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া তাহারা এই শিঙ্গাতে এক একবার ফুঁ দিয়া থাকে। তাহাতে নাকি গৃহস্থের কল্যাণ হয়। আলোচ্য গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠায় কবি এক স্থলে উহাদিগকে "মাগনিয়া যোগী" অর্থাৎ পেটের দায়ে যোগী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় "কদলীনগর" অর্থে স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ কামরূপ, মণিপুর বা ব্রহ্মদেশ অনুমান করিয়াছেন, সেই কথা পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি। আমরা জানি, পার্ব্বতীয় সকল জাতির মধ্যেই স্ত্রী-স্বাধীনতা অদ্যাপি প্রবল রহিয়াছে। কোচবিহার বা কামরূপ কোমতা বিহার রাজ্যে এক সময়ে কুহকিনী রমণীগণের বিশেষ প্রভাব ছিল। তথায় আজও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবল এবং স্ত্রীলোকেরাই প্রায় সকল কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা নানাপ্রকার তন্ত্র-মন্ত্র ও মোহিনী বিদ্যা অবগত ছিল। তৎকালে সে দেশে পুরুষের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহা না হইলে নারীগণের এত প্রাধান্য হইবে কেন? "একেক রাউলের ঘরে দুই চারি মাই" এই উক্তি দ্বারা স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্যই বুঝাইতেছে। এই জন্যই বোধ হয়, উহাকে সাধারণতঃ "নারী-রাজ্য" বলা হইত। এই পুথিতেও দেখা যায়,—

"কদলীত দেখে যুবতী সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা।"

এখনও সাধারণের বিশ্বাস যে, কামরূপ গেলে পুরুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখা হয়। সম্ভবতঃ মীননাথের সেই দশাই হইয়াছিল। তাঁহার পতনের পর হইতেই বোধ হয়, ঐ প্রবাদ বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কামরূপ দেবী ভগবতীর যোনি-পীঠ। এই স্থানে নিষ্কামভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে সিদ্ধ যোগী হওয়া যায়। প্রায় তীর্থক্ষেত্রেই সাধকের পরীক্ষার জন্য প্রেতের বাস আছে। কেন না, ধর্ম্মের পথ কণ্টকাকীর্ণ; সাধন-পথে অনেক বাধা—অনেক বিঘ্ন। আমাদের মনে হয়,

ভগবতী দুর্গা দেবী স্বয়ংই তাঁহার কামরূপিণী সহচরীগণের সহায়তায় যোগী মীননাথের তপঃপ্রভাব পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মীননাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। এই যোনি-পীঠে গোরক্ষনাথেরও পরীক্ষা-গ্রহণের সংকেতবাণী এই গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। গোরক্ষনাথ মাতৃভাবে ভাবিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু মীননাথের পতন হইয়াছিল। তাঁহারই উদ্ধারের জন্য গোরক্ষনাথের প্রয়াস, আর তাহারই ফলে এই "গোরক্ষ-বিজয়—মীন-চেতন" গ্রন্থ।

আমাদের উক্তরূপ অনুমানের স্বপক্ষে আরও কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। প্রচলিত শিব-কীর্ত্তনে প্রথমেই আমরা "কুচনী নগরের" উল্লেখ পাই। "কুচনী নগর" বলিলে কোচ জাতিকে তাহার বহির্ভূত মনে করা যায় কি? পাঠকগণ দেখিয়াছেন, মীননাথ দুর্গা দেবীর নিকট শাপ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর দিকে গিয়াছিলেন; যথা,—

"পূর্ব্বে গেল হাড়িফা দক্ষিণে কানফাই।
পশ্চিমে গেলেন্ত গোর্খ উত্তরে মীনাই॥"

এখন কথা হইতে পারে, মীননাথ কোন্ স্থান হইতে উত্তর দিকে গিয়াছিলেন? প্রথম,—হাড়িফার গন্তব্য স্থান "ময়নামতী" বা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহারকুল, তাহা আমরা জানি। এই "ময়নামতী" হইতে পশ্চিম এবং গোরক্ষনাথের গন্তব্য স্থান আলোচ্য পুথিমতে "ভাড়ার সহর" বা রাঢ় দেশ এবং শ্যামদাসের "মীনচেতন" মতে "বঙ্কনিকেতন" হইতে পূর্ব্ব—ইহার মধ্যে একটি স্থানকে কেন্দ্র ধরিলে তথা হইতে উত্তরে কোচবিহার বা কামরূপ কোমতা বিহার রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর কানফার

গন্তব্য "ডাহকা" যদি ডবাক বা ঢাকা প্রদেশ হয়, তবে মীননাথের গন্তব্য স্থান যে প্রাগুক্ত স্থান হয়, তাহাতে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় "মীন-চেতনের" আলোচনায় গোরক্ষনাথের গন্তব্য স্থান রাঢ় দেশান্তর্গত রাজসাহীর "বিজয়নগর" বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যদি তাঁহার এ অনুমান সত্য হয়, তবে আমাদের এই আনুমানিক ক্ষেত্রের সহিত উহার বেশ একটা সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নোদ্ধৃত অংশে সম্ভবতঃ শৈব ধর্ম্মের আদি-গুরু মহাদেবের বিহার-শৈল কৈলাশের (হিমালয়ের) পাদমূলবাসী কোচদিগকেই শিব-বংশ-সম্ভূত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে,—

*　　*　　*　　*

কৈলাসেত হর গৌরী আছে সেই ঠাই॥
তবে যদি হর-গৌরী ক্রীড়া কুতূহল।
তান বংশ হোতে ক্ষিতি ভরিল সকল॥"

শৈব ধর্ম্ম যে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ অনার্য্য কোচ, ত্রিপুরা, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে আর্য্যধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, এ কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। নাথ যুগীরা যে এরূপ অনার্য্য জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোচজাতীয়েরা শৈব ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিল। এখনও কোচবিহার রাজ্যে (প্রাচীন কামরূপ কোমতা-বিহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষে) বহুতর প্রাচীন শিব মন্দিরাদি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

আগেই বলিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বড় বেশী নাই। এ কথাও বটে এবং বিষয়ের বিচিত্রতায় ও কবির সহজ

সরল বর্ণনার গুণে এই গ্রন্থখানি সুন্দর—বড়ই সুন্দর। ইহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লেখনী-মুখে বুঝান অপেক্ষা অনুভব করাই অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহার কবি যেমন শিক্ষিত ও পণ্ডিত ছিলেন, তেমন অসাধারণ ভাবুক ও জ্ঞানীও ছিলেন। মুসলমান কবির পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভাবুকতা দেখিয়া পাঠকগণ যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত হইবেন। বিষয়ের কাঠিন্যবশতঃ অনধিকারী পাঠকের পক্ষে তাহার ভাব-গ্রহ কঠিন বোধ হইতে পারে, কিন্তু কবির লেখা সর্ব্বত্রই জলের মত তরল। কবি যে সকল উপমা দিয়াছেন, তাহা ঠিক গ্রাম্য সরল-প্রাণ কবির লেখনীরই উপযুক্ত। বাঙ্গালী-হৃদয়ের এমন খাঁটি কথা অতাল্প গ্রন্থেই পাওয়া যায়। গম্ভীর সাধন-তত্ত্বের কথাগুলি আমরা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু গ্রন্থখানি যত বার পড়িয়াছি, তত বারই উহা নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া প্রত্যেক বারই মনে বিমল সুখ ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের মাতৃভাষায় মুসলমান কবির এমন সুন্দর গ্রন্থ আছে, এ কথা ভাবিলে হৃদয় আনন্দ-প্লুত হইয়া উঠে।

"ময়নামতীর পুথি"র সহিত "গোরক্ষবিজয়ে"র কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা এই ভূমিকায় অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে। সেই পুথিখানিও পরিষদ্-গ্রন্থ-শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে বিশেষ ভাল হইত। ঢাকা-পরিষদের সংস্করণটি নানাকারণে মনের মতন হয় নাই। তাহাতে বহুল প্রমাদ ও অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। ভাষাতত্ত্বালোচনায় বিশেষতঃ প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্বালোচনার পক্ষে এই দুই গ্রন্থের উপযোগিতা অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পরিশেষে বক্তব্য, এই ভূমিকা লিখিতে গিয়া আমরা কয়েকটি

স্থলে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস, পরমশ্রদ্ধেয় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহোদয়গণের লেখার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাসগুপ্ত ও শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু কানুনগো মহাশয়-দ্বয় আমাদিগকে বিশেষ ভাবে উপকৃত করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের সকলেরই নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। এই সুদুর্ল্লভ অমূল্য গ্রন্থের প্রকাশভার গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তজ্জন্য পরিষৎও সকলের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

চট্টগ্রাম।
১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৪ সাল।

আবদুল করিম

গোরক্ষ-বিজয়

[ওঁ হরি । নমো গনেসায় নমঃ ॥

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার ।
নিয়মে স্থজিলা প্রভু সকল সংসার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল স্থজিলা ত্রিভুবন ।
নানারূপে কেলি করে না জাএ লক্ষণ ॥
তবে প্রণামিয়ে তান নিজ অবতার ।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার ॥
প্রথমে আছিলা প্রভু ন চিনি আপনা ।
জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা ॥
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার ।
আকার দেখিয়া তান জর্ম্মিল বিকার ॥
এথা কোন জন হয়ে আছে মোর পাশ ।
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ ॥

চৌদিগে বাড়াই * যদি ধরিতে নারিলা ।
অতি ক্রোধে তবে তারে চাপিয়া ধরিলা ॥
সাত পাক দিয়া আগে আপনা ধরিলা ।
নখে ক্ষেত করি তার অঙ্গ বিদারিলা ॥
প্রেমরস করিয়া আহুতে হৈল ধুয়া ।
আকাশে স্থাপন কৈল শরতের খোয়া ॥ (?)
রক্তে এক চন্দ্র হৈল তারা হৈল আর ।
বৃক্ষে স্থাপনা কৈলা ক্ষিতি অবতার ॥ ১০
অচৈতন্য হইয়া আছিলা কতক্ষণ ।
চৈতন্য পাইয়া পুনি কৈলা নিরক্ষণ ॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি হাসিতে লাগিল ।
ভাবিতে ভাবিতে পুনি বিস্ময় জন্মিল ॥
আপনাত দেখি পুনি আপনে পাইলা ।
ভাবের ভামিনী যদি ভাবিতে লাগিলা ॥
হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হৈল মুখে ।
আপনা আকার তবে রাখিলা সম্মুখে ॥
আদ্য অনাদ্যারূপে কৈল নিরক্ষণ ।
ভাবের অনলে ধর্ম্ম ঘর্ম্মিত তখন ॥ ১৫
সেই ঘর্ম্মে পরাক্রমা হই গেল যখ ।
সেই ঘর্ম্মে জন্মিল মহামন্ত্র কখ ॥

বাড়াই—লাক্ত বাড়াইয়া অথবা বেড়াইয়া ।

সেই ঘর্ম্মে দেবগণ কথেক জর্ম্মিল।
আনল ব * * * মৃত্তিকা সৃজিল॥
এ সকল একে একে সৃজিল নির্ম্মিল।
নিরাশ্রয় পুরী রহিলেক সকল॥
সেই ঘর্ম্মে হৈল স্বর্গ নরক সৃজন।
সেই ঘর্ম্মে স্থান স্থিত হৈল উতপন॥
আকাশ পাতাল মর্ত্ত্য সৃজন করিয়া।
আদ্য আছেন্ত অনাদ্য আহুতিয়া॥ ২০
সৃষ্টিকে স্থাপিয়া আদ্য অনাদ্যের বেশে।
যোগ পরিচয় হেতু এক স্থানে বৈসে॥
আদ্য বোলে অনাদ্য তোমাকে বুঝাই।
উৎপত্তি প্রলয় সমর্পিলা কার ঠাই॥
তোমা সমর্পিয়া সব আমি হৈছি ভিন্ন।
তোমার আমার জ্ঞান এক অংশে চিন॥
বোলে কহি দেয় মোর সয়নের (সয়ালের ?) স্থিতি।
কেমনে সংযোগে হয় কায়ার উৎপত্তি॥
কোথা হোতে আইসে পুনি কোথা চলি যায়।
শুনিবারে বিবরণ কহিতে যুয়ায়॥] * ২৫

* বন্ধনীমধ্যস্থ অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত হইল। উহা আদর্শ পুথিতে নাই। ৩য় পুথিতেও ঐরূপ কিছু ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উহার ১ম পত্র নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা কিরূপ ছিল, বলা যায় না। "নমো . গনেসায়। আদো বোলে সুন কহি তোক্ষার বিদিত" ইত্যাদিতে আদর্শ পুথিখানির আরম্ভ হইয়াছে।

আদ্যে বোলে শুন কহি তোহ্মার বিদিত।
আহ্মার সঙ্গে সব বুঝিতে উচিত ॥[১]
সঙ্গেত আছএ জ্ঞান সঙ্গেত ব্যাপিত।
সকল আছএ তবে ঘঠ বিবর্জ্জিত ॥[২]
গাছ মৈধ্যে বীজ জেন বীজ মৈধ্যে গাছ।
এহি মত ব্রাহ্মজ্ঞান শুন মোহারাজ ॥[৩]
ঘোল দধি মথনে হইয়া গেল ননি।
দুই কাষ্ঠ ঘসিলে জে জ্বলএ আগিনি ॥[৪]

১। আদ্য বলে শুন কহি অবধান করি।
অক্ষর সংযোগে সব বুঝিলে সে তরি ॥—২য় পুথি।
২। সংগোপ্ত আছয়ে সব সংকেত ব্যাপিত।
সকল আছয়ে প্রাণ ঘঠে বিপরীত ॥—২য় ঐ
সংগীত আছএ সব সংগীত ব্যাপিত।
সকল সঙ্গেত আছে ঘঠ বিবর্জ্জিত ॥—৩য় ঐ
৩। বীজমধ্যে বৃক্ষ যেন বৃক্ষমধ্যে বীজ।
এই তত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞান ঘরে আছে বীজ ॥—২য় ঐ
যেন গাছমধ্যে বীজ বীজমধ্যে গাছ।
এই তত্ত্ব ব্রহ্মাজ্ঞান সকল জ্ঞান সাছ* ॥—৩য় ঐ
৪। গোরস মথিয়া যেন উঠয়ে লবনী।
দুই কাষ্ঠ ঘসিলে জে উঠয়ে আগুনি ॥—২য় ঐ
গোরস মথিলে তাহারে উঠে ননি।
দুই কাষ্ঠে ঘসিলে জে জ্বলএ আগুনি ॥—৩য় ঐ

---

* সাছ—সত্য।

আদ্যের বচন শুনিয়া অনাদ্য সমস্ত ।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন বাড়িল সমস্ত ॥[১] ৩০
পূর্ণমাসা হইল জেন তনু হইল পুষ্ট ।
শুনিতে শুনিতে হইল সরির গরিষ্ট ॥[২]
শুনিয়া মধুর বাণী ভাবিতে লাগিল ।
একে একে সকল যে ভাবিয়া চাহিল ॥[৩]
চিন্তিতে চিন্তিতে হইল সরির জে অস্ত ॥
পূর্ণমাসা ছাড়ি জেন অমাবস্থা হস্ত ॥
অমাবস্থা হইল জেন ছাড়ি গেল কলা ।
হাকারি হাকারি জেন মিসাইল ভেলা ॥[৪]

১। শুনিয়া আদ্যের কথা মনে হৈল তুষ্ট ।
জ্ঞানকথা পূর্ণানন্দ পূর্ণিত অভীষ্ট ॥—২য় পুথি ।
শুনিতে শুনিতে তত্ত্ব অনাদ্য হইল মোহ ।
দ্বিতিআর চন্দ্র জেন বাড়িল সমাপ্ত ॥—৩য় ঐ
২। পূর্ণমাসী হইলে শরীর হইল পুষ্ট ।
শুনিতে অনাদ্য তবে হইল গরিষ্ট ॥—৩য় ঐ
৩। শুনিয়া সংকেত কথা ভাবিতে লাগিলা ।
একে একে সব তথা বিচারি চাহিলা ॥—২য় ঐ
শুনিআ সংগীত তত্ত্ব ভাবিতে লাগিলা ।
একে একে অর্থ সব বিমসি চাহিলা ॥—৩য় ঐ
৪। অমাবস্থা হইলে যেন ছাড়ে চন্দ্রকলা ।
তেন মতে যোগে যুগী (যোগী) মিসামিসি হৈলা ॥—২য় ঐ

অমাবৈস্যা জেন হইল প্রতিপদ তেন হইল।
তেনমত জোগ জোগি একত্রে মিসাইল ॥[১] ৩৫
প্রতিপদ ছাড়ি গেল দ্বিতীয়া হইল।
তেনমত সরির জে পুনর্বার হইল ॥[২]
চন্দ্রের সঞ্চার জেন জর্ম্মিয়া উঠিল।
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল ॥
গাছ হোতে বীজ জেন সঞ্চার হইল।
তেনমত পুনর্ব্বার সরির জর্ম্মিল ॥
বদনে জর্ম্মিল শিব জোগিরূপ ধরি।
সিরেত উত্তম জটা শ্রবণেত কোড়ি ॥
রাত্রিত জর্ম্মিল[৩] মীন গুরু ধনন্তরি।
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারি ॥ ৪০

অমাবস্যা হইল জেন ছাড়ি গেল কলা।
আকারে উকারে জেন মিসামিসি ভেলা ॥—৩য় পুথি

১। অমাবস্যা ছাড়ি যেন প্রতিপদ হয়।
তেনমতে যোগে যোগী একত্রে মিলয় ॥—২য় ঐ
অমাবস্যা ছাড়ি গেল প্রতিপদ হইল।
তেনমতে জোগ জুগি একত্রে মিসাইল ॥—৩য় ঐ

২। প্রতিপদ ছাড়ি যেন দ্বিতীয়া হইল।
চন্দ্রের সঞ্চার যেন সবিতা জর্ম্মিল ॥—২য় ঐ

৩। 'রাত্রিত জর্ম্মিল' স্থলে 'নাভিতে জর্ম্মিল'—২য় ঐ

হাড়িফার জর্ম্ম হইল হাড় হোতে।
সর্ব্ব অঙ্গ সিদ্ধার ভেস দেখিএ সাক্ষাতে ॥[১]
কর্ণ হোতে জম্মিল কানফা সিধাই।
অতি থরতর হই জর্ম্মিল তথাই ॥[২]
জটা ভেদি নিকলিল জতি গোর্খনাথ।
সিদ্ধ ঝুলি সিদ্ধ কাথা তাহার গলাত ॥
সকল সরিরে হইল জগতের মাই।
পূর্ণ সার চন্দ্র জেন অনুমানে পাই ॥[৩]
জর্ম্মিলেক এক কৈন্যা পরম সোন্দরি।
নতুন জৌবন কৈন্যা নাম থুইল গৌরি ॥ ৪৫
এ সকল জম্মিয়া বসিল ঠাই ঠাই।
সাক্ষাতে বসিয়া আছে জগতের মাই ॥[৪]

১। হাড় হৈতে জম্মিয়া হাড়িফা নিকলিল।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার বেশ তাহার আছিল ॥—২য় পুথি।
হাড় হোন্তে হাড়িফা জম্মিআ নিকলিল।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার ভেস তাহার আছিল ॥—৩য় ঐ

২। 'জম্মিল তথাই' স্থলে 'জর্ম্মিল জোগাই'।—৩য় ঐ

৩। শরীরে জর্ম্মিল তবে জগতের আই।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জেন অনুমানে পাই ॥—২য় ঐ
সকল শরীর হৈল জগতের আই।
তৃতিআর চন্দ্র জেন অনুমানে পাই।—৩য় ঐ

৪। এ সকল জম্মিআ রহিলা ঠাই ঠাই।
সাক্ষাতে আছয়ে গৌরী জগতের আই ॥—২য় ঐ

লোম কেসে আর জর্ম্ম হই গেল।
ভাবিয়া আছন্ত দেব পশ্চাতে জর্ম্মিল ॥[১]
পৃথিবীতে জগ সব জর্ম্মিতে য়াছএ।
এহি মতে জগতেত সকল জর্ম্মএ ॥[২]
আর জোগের জোগি সব জোর সরার।
নানারূপ পৃথিবীত অনিত্য জর্ম্মিল ॥[৩]
তবে আদ্যে তন্ন তত্ত্ব করি ॥[৪]
কোন জনে গ্রহণ করিবা এহি নারী ॥ ৫০
এতেক শুনিয়া সবে মাথা হেট কৈল।
কৈন্যাএ বোলেন আম্মি তাহাতে জর্ম্মিল ॥[৫]

এ সকল জাম্মআ রাহল এক ঠাই।
সাক্ষাতে আছএ তবে জগতের মাই ॥—৩য় পুথি।

১। লোমে লোমে আর যথ জম্ম হৈয়া গেল।
অনন্ত বিবিধ ভাতি জম্মিয়া উঠিল ॥—২য় ঐ

২। এই মতে অখিলের কুলেতে জম্ময়।—২য় ঐ
এই মূলে জম্ম জগ জানিঅ নিশ্চয়।—৩য় ঐ

৩। বার বার যোগ যোগী সে যোগ সাধিল।
নানামত পৃথিবীতে অনন্ত জর্ম্মিল ॥—২য় ঐ
বারে বারে জুগী জোগ সে জোগ সাধিল।
নানারূপে পৃথিবীতে অনন্ত জর্ম্মিল ॥—৩য় ঐ

৪। তবে আদ্য বাণী হেতু কহে তত্ত্ব করি।—৩য় ঐ

৫। এই বাক্য শুনিয়া জে মাথা হেট কৈল।
বুলিল জেখনে আমি তাহাতে জর্ম্মিল ॥—৩য় ঐ

তাহাতে জন্মিল আহ্মি না হএ উচিত।
জানিয়া করএ আঙ্গা (আজ্ঞা) জে হএ উচিত ॥
তবে পুনি আঙ্গা (আজ্ঞা) কৈল নাথ নিরঞ্জন।[১]
হর গৌরি হএ তবে একহি জাবন ॥
আঙ্গা কৈলা হর প্রতি পাইলা এহি নারী।
তাহানে লইয়া জাও হর মোর আঙ্গা ধরি ॥[২]
হরগৌরি চলি জাও পৃথিবীর মাজ।
এথাতে রহিলে তোহ্মি নাহি কোন কাজ ॥ ৫৫
প্রভুর আঙ্গা পাইয়া তবে খিতিত য়াইল।[৩]
খিতিত য়াসিয়া সিদ্ধা সকল রহিল ॥
আদ্য পুরাণকথা এহি রূপে কহে।
বুঝি চাহ পণ্ডিত হএ কি না হএ ॥[৪]

১। 'নাথ নিরঞ্জন' স্থলে যথাক্রমে 'তনু নিরঞ্জন' এবং 'প্রভু নিরঞ্জন'—২য় ও ৩য় পুথি।

২। তাহারে গ্রহণ কর মোর আঙ্গা ধরি।—৩য় পুথি।

৩। প্রভুর আজ্ঞাএ তারা খিতিতে আইল।—৩য় ঐ

৪। আদি পুরাণেতে জান এ সব বলয়।
তর্ক করি চাহ বুধ হয় কি না হয় ॥—২য় ঐ
আদি পুরাণেত এহি সব কথা কহে।
বুঝিআ পণ্ডিতে চাহ হএ কি না হএ ॥—৩য় ঐ

হইলে রাখএ পণ্ডিত জদি মনে লএ।
এহি তত্ত্ব পুরাণে কহিছে গোর্খের বিজয় ॥[১]
কহেন কবিন্দ্র আদ্য কথা অনুমানি।
শুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ॥[২]
বুঝ বুদ্ধিবন্ত জন না হইয় আপনার। (?)
জতেক কহিছে গোর্খে এহি তত্ত্ব সার ॥[৩] ৬০

—:০:—

তবে যদি পৃথিবীতে য়াইল হরগৌরী ।[৪]
মীননাথ হাড়িফাএ করন্তু[৫] চাকরি ॥
মীননাথের চাকরি করে জতি গোরখাই।
হাড়িফার সেবা করে কানফা জোগাই ॥[৬]
এহিমতে কত দিন সাধিলেক জোগ।
বাহু (বায়ু) ভক্ষি রহিলেক তেজি উপভোগ ॥[৭]

১। হএ যদি রাখ কথা নহে যদি নাই।
এবে আমি কহি শুন গোর্খের বিজই ॥—২য় পুথি
২। শুনিয়া রচিলা সিদ্ধার সঙ্কেত যে বাণী।—২য় ঐ
শুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধা সবের কাহিনী।—৩য় ঐ
৩। এতারে বুঝিলে হয় বহু উপকার।
যতেক কহিল গোর্খ সব তত্ত্ব সার।—২য় ঐ
৪। তবে যদি হরগৌরী আইলা মর্ত্যপুরী।—২য় ঐ
৫। 'করন্তু' স্থলে 'করন্তি'।—২য় ঐ
মীনের চাকরি রহে (জতি) গোরখাই।
৬। হাড়িফারে সেবি আছে কানফা সিদ্ধাই ॥—২য় ঐ
৭। পদ্মাসনে কথ কাল সাধিলেন যোগ।
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।—২য় ঐ

সিবের দক্ষিণ বামে হাড়িফা মিনাই।
পিষ্ট জোগে গৌরী তবে জগতের য়াই ॥[১]
[সিরেতে বিরাজে গঙ্গা গুণের নিধান।
অন্য মন নাই ভান ভ্রম নাই মন ॥] * ৬৫
এহি মাত নিজ কাজ সাধে মহেশ্বর।
অন্য মন নাহি তবে ভাবে নিরন্তর ॥[২]
তবে যদি কামে আসি পিড়িল[৩] তাহারে।
ধেয়ান ভঙ্গ হইল তবে[৪] রহিতে না পারে ॥
ফিরিয়া দেখিল হর গৌরির বদন।
ছিঙ্গার ভুঞ্জিতে তার হইলেক মন ॥[৫]
তবে যদি হরগৌরি একত্রে বসিল।[৬]
সিব স্থানে গৌরি তবে কহিতে লাগিল ॥

এই পদটি ২য় পুথিতে "মীনের চাকরি রহে (জতি) গোরখাই"— এই চরণের পূর্ব্বে আছে।

১। পিষ্ট ভাগে গৌরী আছে জগতের আই।—২য় পুথি।
পিষ্ট ভাগে আছে গৌরী জগতের মাই।—৩য় ঐ

* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

২। বিচলিত মন নাই ধ্যান নিরন্তর।—২য় ঐ

৩। 'পিড়িল' স্থলে 'হানিল'—২য় ঐ

৪। 'তবে' স্থলে 'তার'—২য় এবং 'আর' ৩য় পুথি।

৫। শৃঙ্গার করিতে তার শ্রদ্ধা হৈল মন।—৩য় ঐ

৬। তবে যদি শিব শক্তি একত্রে মিলিলা।—২য় ঐ

[কণ্ঠে কেনে তোমার হাড়ের ধর মালা।
ঝলমল করে জেন জলদ উঝলা ॥[১] ৭০
মহাদেবে বোলে তুমি কহিয়াছ ভাল।
তত্ত্বকথা কহি আমি শুনহ তৎকাল ॥
সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার।
একবার মর তুমি একখানি হাড় ॥[২]
তোমার সন্তাপ হয় নিসানী তোমার (আমার ?)।
এই কহিলাম প্রিয়া স্তন তত্ত্ব সার ॥[৩]] *
তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি[৪] আহ্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব[৫] জোগে জোগে তরি ॥
[দেবীর বচন শুনি কহে মহেশ্বর।
সত্বরে চলহ গৌরী ক্ষীরোদ সাগর ॥ ৭৫
সেই সাগরেতে আছে টঙ্গি মনোহর।
এ বলিয়া দুই জনে চলিলা সত্বর ॥

১। ঝল ঝল দেখি দেব জলদ উঝলা—৩য় পুথি।
২। সপ্তবার মরি তুমি হইলা অবতার।
একবার মর তুমি এক গোটা হাড় ॥—৩য় ঐ
৩। তোমার সন্তাপে গলে নিশান আমার।
তোমাতে কহিল আমি এই বাক্য সার ॥—৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত হইল।
৪। 'গোসাঞি' স্থলে 'প্রভু'—২য় ঐ
৫। 'দেব' স্থলে 'গোসাঞি'—২য়, ৩য় ঐ

মৎস্যরূপ ধরি তথা মীন মোচন্দর।
টঙ্গির লামাতে রহে বোগাল সুন্দর॥
মহাদেবে বলে দেবি কহি তোমা স্থান।
সঙ্কেত পরম তত্ত্ব সুন সাবধান॥[১]
মহাদেবে কহিল সঙ্কেত বিবরণ।
নিদ্রাএ পীড়িত দেবী না সুনে শ্রবণ॥[২]
টঙ্গির লামাতে থাকি হুঙ্কার পুরএ।
মহাদেবে বলেন ভবানী শুয়ে রয়॥[৩] ৮০
চৈতন্য পাইয়া দেবী বলিলা বচন।
কিছু না শুনিলু আমি নিদ্রার কারণ॥
দেবীর বচন শুনি চিন্তিলেক মনে।
কহিতে বচন মুই হুঙ্কারিল কোনে॥
বিমর্শিয়া দেখে হর ভাবি মহাজ্ঞান।[৪]
টঙ্গির লামাতে দেখে মীন পরিমাণ॥

১। মহাদেবে বোলে শুন সাবধান।
সংগীত পরম তত্ত্ব কহি তোমা স্থান॥—৩য় পুথি।
২। মহাদেবে কহে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
নিদ্রাএ পীড়িত দেবী আলসিত মন॥— ঐ
৩। লামাতে থাকিআ মীনে হুঙ্কার পুরএ।
মহাদেবে জানএ ভবানীর মনে লয়॥— ঐ
৪। বিমর্সিয়া চাহে শিব করিয়া ধেআন।— ঐ

চিন্তিয়া জানিল এই স্বরূপ বচন ।[১]
শাপ দিলা এক কালে হৌক বিস্মরণ ॥
তথা হোতে হর গৌরী উলটি আসিলা ।
পুনর্ব্বার সিদ্ধা সঙ্গে একত্রে মিলিলা ॥[২]]* ৮৫

এ কথা শুন সবে শুনহ ত্বরিত ।
সভানের গুরু শিব হইল পৃথিবীত ॥[৩]
আদ্য গুরু মহাদেব পাছে আর সব ।
সাধন্ত সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব ॥
মহাদেব চলি গেল পর্ব্বত কৈলাস ।
তথা গিয়া মহাদেবে করে গৃহবাস ॥[৪]

১। চিন্তিআ জানিল এই শুনিল বচন ।—৩য় পুথি ।

২। তথা হোস্তে হরগৌরী উঠিআ আছিলা ।
পুনরপি সিদ্ধা সবে একত্রে বসাইলা ॥— ঐ

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।

৩। এই পদের পূর্ব্বে আদর্শ পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত পদটি দেখা যায় ;— "মহেশে কহিল তবে দেবীর গোচর ।
দেবীএ না সুনে কথা তবে সুনে মোচন্দর ॥"
কিন্তু পদটি এখানে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের সহিত ঘটনা-সঙ্গতি থাকে না বলিয়া পুথির মূলাংশ হইতে ইহা পরিত্যক্ত হইল । 'হইল পৃথিবীত' স্থলে 'আইল পৃথিবীত' হইলেই অর্থ পরিষ্কার হইত ।

৪। তথা গিয়া হরগৌরী কৈলা গৃহবাস ।—২য় পুথি ।

পূর্ব্বেতে হাড়িফা গেল জথাতে(দক্ষিণে?)কাহ্নাই।[১]
পশ্চিমে গেলেন গোর্খ উত্তরে মিনাই॥
পৃথিবী ভ্রমএ তারা জোগপথ ধ্যায়াই।
কৈলাসেত হর গৌরী য়াছে সেই ঠাই॥ ৯০
তবে যদি হর গৌরি ক্রীড়া আরম্ভিল[২]।
তার অংশে খিতি ভরিয়া রহিল॥[৩]
সে সবে কহিলে কথা নাহি আদি য়ান্ত (অন্ত)।
জোগে জোগে হই গেল জোগ অনন্ত॥[৪]
এক দিন হরগৌরী একত্রে বসিল।
সৃষ্টি স্থাপন হেতু[৫] কহিতে লাগিল॥

১। পূর্ব্বে গেল হাড়িফা দক্ষিণে কানফাই।—২য় পুথি।
আদর্শ পুথিতে 'পূর্ব্বেতে' স্থলে 'পর্ব্বতে' আছে।

২। 'ক্রীড়া আরম্ভিল' স্থলে 'ক্রীড়া কুতূহল'।—২য়-৩য় ঐ

৩। তান বংশ হোতে খিতি ভরিল সকল।—২য় ঐ

৪। সে সকল কথা কহি নাহি আদি অন্ত।
যুগে যুগে হইলেন জগত অনন্ত॥— ঐ

এবং

যুগে যুগে হই গেল জগত অনন্ত।—৩য় ঐ
জোগ অনন্ত—সম্ভবতঃ 'জগ অনন্ত' হইবে।

৫। 'হেতু' স্থলে 'কথা',—২য় পুথি।

ভবানী বলিল দেব শুন সাবধানে।
তোহ্মার সিস্যগণের কথা না শুন কারণে ॥[১]
সর্ব্ব মুক্ষা (মুখ্য) দেব তুহ্মি স্বষ্টির কারণ।
গঙ্গা আদি দুই নারী করহ গ্রহণ ॥[২] ৯৫
ধ্যায়ানে সাধিবা জোগ কিবা পাইব ফল।[৩]
আঙ্গা (আজ্ঞা) কর গৃহবাস করউক সকল ॥
মহাদেবে বোলে শুন কহি তোহ্মার স্থানে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নাহি তার মনে ॥[৪]

১। তোমা শিষ্য নারী না করয়ে কি কারণ।—২য় পুথি।

এবং

তোমা শিষ্যগণে স্ত্রী না করে কি কারণ।—৩য় ঐ

২। সর্ব্বদেব মুখ্য তুমি স্বষ্টির কারণ।
গঙ্গা গৌরা দুই নারী করিছ গ্রহণ ॥—১য় ঐ

এই পদটি ২য় ও ৩য় পুথিতে "ধ্যানে সাধিবা যোগ" ইত্যাদি পদের পরে দেখা যায়।

৩। ধ্যানেতে সাধিলে কার্য্য কিবা হইব ফল —২য় ঐ
ধ্যানেত সাধিয়া যোগ কি পাইব ফল।—৩য় ঐ

৪। শিবে বলে তা সবার মনে জ্ঞেন নাই।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিছে ছাড়াই ॥—২য় ঐ
মহাদেবে বোলএ তা সবের মনে নাই।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিছে এড়াই ॥—৩য় ঐ

ভবানী বোলেন তবে[1] না বোল বচন।
কাম ভাবেত জেন নাহি কোন জন ॥[2]
আঙ্গা (আজ্ঞা) যদি কর তুহ্মি স্বরূপ বচন।
কটাক্ষে ছলিতে পারি সে সবের মন ॥[3]
[দেবীর বচনে হর কহিল বচন।
ন্রিতা[4] আরম্ভিয়া সিদ্ধার বুঝ দেখি মন ॥]* ১০০
দেবীর বচনে শিব ধ্যান আরম্ভিল।
জগতের সকল সিদ্ধা ডাকিয়া আনিল ॥[5]
একে একে আসন দিলেক সর্ব্বজন।
বসিল সকল সিদ্ধা শিব বিদ্যমান ॥[6]

১। 'তবে' স্থলে 'নাথ'—২য় এবং 'দেব'—৩য় পুথি।

২। কাম ক্রোধ তেজে (ত্যজে) হেন আছে কোন জন।—২য় ঐ

৩। কটাক্ষে মোহিতে পারি তা সবার মন।— ঐ

৪। নিতা—নিমন্ত্রণ। এই শব্দটি এখনো চট্টগ্রাম সদরে 'ন্যুতা'রূপে প্রচলিত আছে।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৫। দেবী প্রবোধিয়া হর নিতা আরম্ভিলা।
যথেক সিদ্ধা জন সব ডাকিয়া আনিলা ॥—২য় পুথি।
দেবীর বচন শুনি নিতা আরম্ভিলা।
জথ সব সিদ্ধা সব ডাকিআ আনিলা ॥—৩য় ঐ

৬। একে একে আসন দিলেক জনে জন।
বসিলেন মণ্ডলী করিয়া সিদ্ধাগণ ॥—২য় ঐ

আপনে বিপর্ত্তে[১] অন্ন শিবের ঘরিণী।
জথ সিদ্ধা ছলিল কটাক্ষ শরে হানি ॥[২]
ভুবনমোহন বেশ শঙ্করের নারী।
কটাক্ষে চাহিতে প্রাণ নিতে পারে হরি ॥[৩]
[শিবের ঘরিণী দেবী বড়ই চতুর।
স্নবর্ণের কোটেরা রাখিছে জলপুর ॥ ১০৫
অন্নপাত্র সম্মুখে রাখিলা সেই জল।
জলের ছায়ায় দেখে শরীর কোমল ॥]*
দেবীর জে রূপ দেখি জথ সিদ্ধাগণ।
কামবাণে ভেদিলেক স্থির নহে মন ॥[৪]

১। "বিপর্ত্তে" স্থলে "বিবর্ত্তে" ২য় ও ৩য় পুঁথি।
বিবর্ত্তে—পরিবেশন করে।
২। সিদ্ধা সব ভোলাইল কটাক্ষেতে হানি।—২য় ঐ
জথ সিদ্ধা মুহিল কটাক্ষ শর হানি।—৩য় ঐ
৩। ভুবনমোহন রূপ ধরিলেক গৌরী।
কটাক্ষ সন্ধানে প্রাণি নিতে চাহে হরি।— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।
৪। দেখিয়া দেবীর রূপ যথ সিদ্ধাগণ।
অস্থির হইল কামে ভেদি গেল মন ॥—২য় ঐ
দেখিআ দেবীর রূপ সব সিদ্ধাগণ।
হানিল মদনবাণে স্থির নহে মন ॥—৩য় ঐ

[দেবীএ করিল মায়া বিবিধ প্রকারে।
বিষম কপট মায়া কে বুঝিতে পারে[১] ॥]*
কল্পিলেক মীননাথ মনে আশা করি।
ত্রিজগতে পাই যদি এমন সুন্দরী ॥[২]
বিচিত্র শয়নে থাকি এমন নারী লই।
রঙ্গ কতুকে তবে রজনি গোঞাই ॥[৩] ১১০
এবমস্তু বলি দেবী পাইলা এহি বর।[৪]
কদলির দেশে তুহ্মি চলহ সত্তর ॥[৫]
সোল সয় কদলি লইয়া তুহ্মি কর কেলি।[৬]
কদলির রাজা হইবা ঝাটে জাও চলি ॥
তবে মনে চিন্তিলেক হাড়িফা সিধাই।
এমন সৌন্দরি তবে আহ্মি যদি পাই ॥[৭]

১। দেবীএ করিল মায়া নানামত ছলে।
বিষম কটাক্ষ মারে কার প্রাণি ধরে ॥—৩য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। জগতেত পাম যদি এমন সুন্দরী।—২য় ঐ
৩। বিচিত্র শয্যাতে থাকি হেন নারী লই।
শৃঙ্গার কতুক রসে রজনী গোমাই ॥— ঐ
৪। তবেত বলিলা দেবী পাইলা এই বর। ঐ
তা শুনিআ বোলে দেবী পাইলা এই বর।—৩য় ঐ
৫। শীঘ্রগতি চলি যাও কদলী নগর।—২য় ঐ
৬। সোল শত নারী লইয়া কর গিয়া কেলি।— ঐ
৭। তবে মনে চিন্তিলেক সিদ্ধা হাড়িফাই।
এমত সুন্দরী যদি আমি কভু পাই ॥—৩য় ঐ

হাড়ি কৰ্ম্ম করি যদি থাকি তার পাশ।
পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস ॥
হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলা এহি বর।
হাড়িরূপ ধরি জাও মনামতি ঘর ॥[১] ১১৫
হাতে ঝাড়ু লও (ভুঙ্কি) কাঁধে (ত) কোদাল।
চলহ আন্ধার আঙ্গাএ বর পাইলা ভাল ॥[২]
কানফাএ আকলিল তাহান অন্তর।[৩]
পরম সোন্দরি যদি থাকে মোর ঘর ॥[৪]
তার সঙ্গে কেলি করি জদি মরি জাই।
তবেহ তাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই ॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমসিয়া।
তুরমানে চলি জাও ডাহুকা হইয়া ॥[৫]

১। হাড়ি হইয়া চলি যাও মৈনাবতী ঘর।—২য় পুথি।
হাড়ি হইয়া চল তুমি মনামতী ঘর।—৩য় ঐ
২। হাতে ঝাটা লও তুমি কান্ধেতে কোদাল।
মেহার কুলেতে চল বর পাইলা ভাল ॥—২য় ঐ
হাতে পিছা লঅ তুমি কান্ধেত কোদাল।
চল মেহরঙ্গ কুলে দেশ পাইবা ভাল ॥—৩য় ঐ
৩। কানফাএ ভাবিলেন তাহার অন্তর।—২য় ঐ
কানফাএ কল্পিলেক হৃদয় অন্তর।—৩য় ঐ
৪। এরূপ যুবতী যদি থাকে মোর ঘর।—২য়-৩য় ঐ
৫। ত্বরিত গমনে যাহ ডাহুরা চলিয়া।—২য় ঐ
তুরিত গমনে জাঅ তউকা (ডউকা ?) চলিআ।—৩য় ঐ

জেমত মাগিলা তবে তেমত পাইলা বর।
আনন্দ কর গিয়া রমণীর ঘর ॥[১] ১২০
তবে মনে চিন্তিলেক গাভুর সিধাই।
এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাই ॥
তার লাগি যদি জাএ হাত পাও কাটা।
তথাপিহ হই আহ্মি সাল্লবানের বেটা ॥[২]
আজ্ঞা দিল ভবানী পাইলা তুহ্মি আশ।[৩]
বর পাইলা চল তুহ্মি সত মাএর পাস ॥
সত মাএ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তোহ্মি পাইবা অপমান ॥
তবে ভাবিল[৪] গোর্খে মনে করি সার।
এরূপ জননী যদি থাকএ আহ্মার ॥ ১২৫
তাহান কোলেত বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
এমন জননী আহ্মি কভো নহি পাই ॥[৫]

১। যেমন মাগিলা তুমি পাইলা তেন বর।
আনন্দেতে রহ গিয়া বহুরির ঘর ॥—২য় পুথি।
জেমতে মাগিলা তুমি সেই পাইলা বর।
আনন্দ কর গিআ বহুরির ঘর ॥—৩য় ঐ
২। তবে জান হই আমি সালবান বেটা।—২য় ঐ
তথাপিঅ হই আমি সালবানার বেটা।—৩য় ঐ
৩। আজ্ঞা কৈলা ভবানী জানিয়া তার আশ।—২য় ঐ
৪। 'তবে ভাবিল' স্থলে 'তবে চিন্তিলেক'—৩য় ঐ
৫। এমন জননী যদি আমি কভু পাই।— ঐ

[মল মূত্র সহে মোর পালে কাথে কোলে।
তান সঙ্গে অন্ন খাই থাকি কুতুহলে ॥১]*
গোর্খের বচন শুনিয়া সুরেশ্বরা।
অবশ্য ছলিমু তোরে আর রূপ ধরি ॥২
দেবীতে জিঙ্গাসে (জিজ্ঞাসে) বাণী দেব ত্রিলোচন।
সিদ্ধাগণ চলি গেল যার জে ভুবন ॥৩
কেমত জানিলা দেবি মোতে কহ সার।
সিদ্ধাগণের কেমন জানিলা বেবহার ॥৪ ১৬০
[শিবের আদেশ দেবী বুঝিয়া সকল।
তবেত বলিলা দেবী বচন কোমল ॥]+
শিবের আদেসে দেবী কহিল সকল।
জেই জে মাগিল বর সেই বর পাইল ॥

১। মলমূত্র সহে মোর রাখিবেক কোলে।
তান পাশে থাকি দুগ্ধ খাই কুতুহলে ।—৩য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। গোর্খের ভাবনা বুঝি দেবী সুরেশ্বরী।
অবশ্য ছলিমো তোরে আর মায়া ধরি ॥—২য় ঐ
৩। তবে সিদ্ধাগণ গেলা যার জেই স্থান।
দেবীতু পুছিলা কথা দেব ভগবান ॥—৩য় ঐ
৪। কেমত জানিলা দেবী কহ মোরে সার।
কেমত জানিলা সিদ্ধা সবের বেবহার ॥— ঐ
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

দেবীর বচন শুনি হাসে মহেশ্বর ।[১]
গোর্খ হেন ধুত নাহি জগত ভিতর ॥
[গোর্খ হেন সিদ্ধা নাই জগত ভিতর ।
যার গুণ মোর মনে শুনি লাগে ডর ॥]*
তাহারে পারহ দেবি যদি ভোলাইতে ।
রাখিব মহিমা তবে গোর্খ অবধূতে ॥[২] ১৩৫
দেবী বোলে ছলিমু তারে আর রূপ ধরি ।
পশ্চাতে জানিবা তত্ত্ব দেব ত্রিপুরারি ॥[৩]
তবে সিদ্ধা চলি গেল যার জেই ঘর ।
প্রথমে কানফা গেল বহড়ির দ্বার ॥
হাড়িফা চলিয়া গেল মনামতি পুরী ।
তথা গিয়া রহিল হাড়িরূপ ধরি ॥
গাভুর সিদ্ধাই তবে ধরি নিজ ভেস ।
মীননাথ চলি গেল কদলির দেশ ॥[৪]

১। গোর্খের চরিত্র দেখি হাসে মহেশ্বর ।—৩য় পুথি ।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।
২। তাহারে যদি সে তুমি নারিলা ভোলাইতে ।
রাখিল মহিমা মোর গোর্খ অবধূতে ॥— ঐ
৩। দেবী বলে তাহারে ছলিমু আর ছল ।
তখন জানিও প্রভু মোর যথ বল ॥—২য় ঐ
৪। গাভুর সিদ্ধাই গেল আপনার দেশ ।
মীননাথ চলি গেল কদলী উদ্দেশ ॥— ঐ

কদলিত দেখে জুবতি সব প্রজা।
স্ত্রীরাজ্য হএ সে জে স্ত্রী হএ রাজা॥ ১৪০
মনুজ গমনে তবে তথাতে গমন।
ছিঙ্গার করিব জথ কদলির গণ॥[১]
দেখিয়া কদলিরূপ মীন পড়ে ভোলে।
জেন সরোবরে গিয়া হংস জেন (সব ?) মিলে॥[২]

লাচাড়ি।* দীর্ঘ ছন্দ॥

[মীননাথ আইল জবে দেখিয়া কদলি সবে
তানে চাহে রাখিতে ভোলাই]।[†]
জ্ঞানে ধ্যানে দেখি স্থির সোন্দর জে শরীর[৩]
আহ্মি সবে যদি তারে পাই॥

১। জর্ম্ম যোগে মীননাথ তথাতে গমন।
দরশন করিলেক কদলীর গণ॥—৩য় পুথি।

২। দেখিয়া কদলীরূপ মীন গেল ভুলে।
শুথনার হংস যেন নামিলেক জলে॥—২য় ঐ

* 'লাচাড়ি' স্থলে 'বড়ারি'—ঐ।

† "মীননাথ আইল জবে কদলী দেখিয়া তবে
তাহারে দেখিয়া তবে কহে"—আদর্শ পুথির এই পাঠ
অশুদ্ধ বোধে বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথি হইতে গৃহীত হইল।

৩। জ্ঞান ধ্যান দেখি বড়, সুন্দর শরীর বড়—২য় পুথি।
জ্ঞানে ধ্যানে দেখি ধীর, সুন্দর শরীর বীর—৩য় ঐ

মঙ্গলা কমলা দুই ভেক কদলি লই
নানা রসে ছিঙ্গার করিব ।[১]
মীননাথ ভোলাইতে সব য়াইল একচিত্তে
চারি ভিতে বেড়িয়া রহিল ॥[২]
কদলির হেন বেশ[৩] শিরেত লম্বিত কেশ
কবরী জে বাধিল মস্তকে ।[৪]
যদি পৌরে পুস্পমালা কবরীতে শোভা ভালা[৫]
জেন দেখি বিজুলি চমকে ॥ ১৪৫
গুরুতর হইল ভার তাতে দোলে রত্তন হার[৬]
হস্ত পদ স্থলএ উঝলে ।[৭]
কটিত কিঙ্কিণী চরণে নপুর ধ্বনি
দেখিয়া মুনির মন টলে ॥
কটাক্ষ নয়ানে চাহে হর ব্রহ্মা মোহ পাএ
এরূপে করিল দরসন ।[৮]

১। 'করিব' স্থলে 'রচিয়া'—২য় পুথি।
২। চারি দিগে রহিল বসিয়া— ঐ
৩। কদলীএ কৈল বেশ—২য়-৩য় ঐ
৪। কবরী জে বাধিল ঠমকে —২য় ঐ
৫। পরিধান পুস্পমালা, কবরী শোভিছে ভালা—৩য় ঐ
৬। গুরুতর পয়োধর, হার দোলে মনোহর—২য় ঐ
৭। স্তন পরি অধিক উঝ্‌ঝল— ঐ
স্তন পরে রত্তন উর্ঝল—৩য় ঐ
৮। ঠমকে দেখাএ দুই স্তন—২য়-৩য় ঐ

মীনের সম্মুখে বসি (আসি ?)   মঙ্গলা কমলা বসি
কহে সব বচন মধুর (মধুর বচন ?) ॥
নয়ানে নয়ানে চাহে   হাত লাড়ি কথা কহে
ঠমকে দেখাএ দুই স্তন।
উরু পরে দিয়া ত্যালি   আলিঙ্গন দেহি নারী[১]
ছলে মীননাথেরে বুঝাএ ॥[২]
কোন দেশে তোহ্মার ঘর   মাগি খাও নিরন্তর
কি কারণে না কর গৃহবাস।[৩]
এমত বয়সের কালে   না থাক কামিনীর কোলে
অঙ্গে কেনে পরিয়াছ ভস্ম ॥[৪]
ভাঙ্গা কাথা ভাঙ্গা ঝুলি   বেড়াও কাঁধেত তুলি
এ সকল কিসের অন্তর।
হাতে কেনে দণ্ড বাড়ি   কর্ণে দিয়াছ কৌড়ি
নিরন্তর বঞ্চ একেশ্বর ॥ ১৫০
মোর দেশে নাহি রাজা   তোহ্মারে করিমু পূজা
স্ত্রীপাট আহ্মি সব হই।[৫]

১। আলিঙ্গয়ে নারী নারী—২য় পুথি।
অঙ্গভঙ্গিমা করি—৩য় ঐ
২। ছলে মীননাথ দরশন— ঐ
৩। কি কারণে ত্যজ গৃহবাস—২য় ঐ
কি শোকে না কর গৃহবাস—৩য় ঐ
৪। অঙ্গে কেন দিছ ছালি ভস্ম—২য়-৩য় ঐ
৫। নারী কর আমা সব পাট—২য় ঐ
আমি সব স্ত্রীপাঠ না হই—৩য় ঐ

সোল সত কদলি　　　এহি তার রাজা আহ্মি[১]
মঙ্গলা কমলা (আমি) তুই ॥
এহি দেশে হও রাজা　　　তোহ্মারে করিব পূজা[২]
আহ্মি সব কর পরিণয় ।
এড় তোহ্মি এহি ভেস[৩]　　　ভুঞ্জ এহি রাজ্য দেশ
নব দণ্ড ছত্র ধর মাথাএ ॥[৪]
আহ্মি হাত পাএ ধরি　　　চোয়রে বাতাস করি[৫]
দাসী হৌক কদলির গণ ।
বিচিত্র বসন পৈর　　　ভাঙ্গা ঝুলি কাথা এড়[৬]
সিঙ্গাসনে কর আরোহণ ॥
কদলির রূপ দেখি　　　মীননাথ হইল সুখী
শুনি সব বচন মধুর ।[৭]

১। ষোল শ কদলী লই, তার রাজা আমি তুই—২য়-৩য় পুথি ।
২। পালিবা সকল প্রজা—২য়　ঐ
৩। এড় তুমি যোগীবেশ—২য়-৩য়　ঐ
৪। নবদণ্ড ধরাও মাথাএ—২য়　ঐ
৫। আমি জাতি হাত পাও, চামরে করুক বাও—　ঐ
আমি চাপি হাত পাও　　চামরে করি বাও
দাসী হইব কদলীর গণ ।—৩য়　ঐ
চোয়রে = চোমরে, চামরে ।
৬। এ সকল বেশ এড়ি, বিচিত্র বসন পরি—২য়　ঐ
বিচিত্র বসন পৈর, এ সকল ভেস এড়—৩য়　ঐ
৭। শুনি সব বচন রচন—২য়　ঐ
শুনি সব মধুর বচন—৩য়　ঐ

পুলকিত হইল মীন দেখিয়া জে সর্ব্বজন
দেখি সব জতেক যুবক ॥[১]
ভোলেত পড়িল মীন বর্জ্জিল গুরুর চিহ্ন[২]
কদলিত গেল মন মজি ।[৩]
মঙ্গলা বুঝিল[৪] মন দিলেক কটাক্ষ সান[৫]
[ধরিল করিয়া হাস্য বাজি ॥[৬]]* ১৫৫
সোল সয় কদলি ধরি[৭] আসনেত মীন তুলি
স্নান করাএ[৮] সবে মিলি ।
সিঙ্গাসনে বৈসাইল নানা বস্ত্র পৈরাইল
ছত্র ধরে করি হুলাহুলি ॥

১। পুলকিত মীননাথ রূপ দেখি অঙ্গ পাত
সব দেখে নতুন যৌবন— ২য়-৩য় পুথি।
২। তেজিল গুরুর চিন—২য় ঐ
ভুলিল গুরুর চিন—৩য় ঐ
৩। কদলীতে মন গেল মজি—২য় ঐ
কদলীতে রৈল মন মজি—৩য় ঐ
৪। 'বুঝিল' স্থলে 'বুঝিআ'—২য়—৩য় ঐ
৫। 'সান' স্থলে 'বাণ'—৩য় ঐ
৬। করএ জেন নাচন বাজন—মূল ঐ
ধরিল কদলী হাসি হাসি—৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত হইল।
৭। 'ধরি' স্থলে 'মিলি'—২য় ঐ
৮। 'করাএ' স্থলে 'করাইল'—২য়-৩য় ঐ

কদলিত মীন রাজা নানা মতে[১] করে পূজা
নারীগণে ধরে[২] হাত পাএ।
কেলি কুতুহলে বৈসে কত দিন কামরসে[৩]
অঙ্গে অঙ্গ দিয়া নিদ্রা জাএ॥
তেজিল গুরুর বোল সব হইয়া গেল ভোল[৪]
কামরসে মগ্ন হইয়া মতি।[৫]
[সকল যুবতীগণ কামরসে অনুক্ষণ[৬]
কাম বিনে আর নাই গতি॥] *
মীনে করে অনুমানে না জানি য়াসিয়া কোনে
মঙ্গলা কমলা লইয়া জাএ।
আঙ্গা (আজ্ঞা) করে মীনাই[৭] পর দেশী জোগি পাই
[সবে মিলি মারিতে নিশ্চয়॥][৮]

১। 'নানা মতে' স্থলে 'নানা বেশে'—২য় পুথি।
এবং 'নানা রসে'—৩য় ঐ
২। 'ধরে' স্থলে 'জাতে'—২য় ঐ
৩। কেলি কুতূহলে রসে, রাত্র দিন মীন বৈসে—২য়-৩য় ঐ
৪। কামরসে হৈল ভোল— ঐ
৫। কামভাবে মগ্ন হৈল অতি—৩য় ঐ
৬। 'অনুক্ষণ' স্থলে 'হৈল মন'—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৭। 'মীনাই' স্থলে 'মীন নাই'—৩য় ঐ
৮। 'বিভোল হইল নিশ্চয়'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ-বোধে এ স্থলে ৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।

চকি (চৌকি) ঘাটি দড় কৈল স্থানে স্থানে থানা দিল
জেই মত রাজ বেবহার।
সিঙ্গাসনে রইল মীন ভেদ নাহি রাত্রি দিন[1]
রহিলেক পুরির ভিতর ॥ ১৬০
[এহি মতে কেলিরসে কথ কাল মীন বৈসে
মহাদেবী হইল গরভিত[2]।
কাল গঞি প্রসবিল সুন্দর কুমার হৈল
নাম থুইল বিন্দুক জে নাথ ॥]*

——:•:——

পয়ার ছন্দ।

মীননাথ পড়িলেক কদলীর ভোলে।
গোর্খনাথ রহিলেক[3] বৈকুলের তলে ॥
হেন কালে ভবানী ভাবিয়া নিজ কাজ।
আহ্মিহ না পারিলাম গোর্খেরে দিবারে জে লাজ ॥[4]

১। নিশ্চিন্তে রহিলা মীন, না জানএ রাত্র দিন—২য়-৩য় পুথি।
২। 'গরভিত' স্থলে 'গর্ভবতী'—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। 'রহিলেক' স্থলে 'বসিলেক'—২য় ঐ
এবং 'বসিআছে' ৩য় ঐ
৪। হেন কালে ভবানীএ মনে ভাবি লাজ।
গোর্খেরে দিবারে মুই না পারিলুম লাজ ॥ ঐ

এমত ভাবিয়া দেবী করিল গমন।
বিবস্ত্র হইয়া দেবী দিল দরসন ॥১
[পন্থেত সুতিলা দেবী বিবস্ত্র হইআ।
উর্দ্ধমুখী দুই জানু প্রকাশ করিআ ॥]* ১৬৫
সেই দিগে গোর্খে যদি চাহিতে লাগিল।
শিবের ঘরিণী দেবী সাক্ষাতে দেখিল ॥
বিবসন দেখি তানে মনেত ভাবিল২।
অতি বড় লঘু বেটি কি কর্ম্ম করিল ॥
আস্তে বেস্তে উঠি তবে গোর্খ গেল ধাইয়া।
ঢাকিল যোনির দ্বার গাছের পত্র দিয়া ॥
ততক্ষণে গোর্খনাথ হইল অন্তধ্যান (অন্তর্দ্ধান)।
লজ্জা পাইয়া দেবী গেল আপনার স্থান ॥
জতিনাথ স্থানে দেবী লজ্জা জে পাইল।
গোর্খের নিকটে গেল মাছিরূপ হইল ॥৩ ১৭০

১। এথেক বুঝিআ দেবী মনে সমাগম।
বিবস্ত্র হইআ বৈসে গোর্খের আশ্রম ॥—২য়-৩য় পুথি

* বন্ধনীর অংশ ২য়-৩য় পুথিতে অধিক আছে।

২। 'মনেত ভাবিল' স্থলে 'মনে আকলিল'—২য় ঐ

৩। যতিনাথ স্থানে দেবী বড় লজ্জা পাইআ।
গোর্খের নিকটে গেলা মাছিরূপ হৈআ ॥—৩য় ঐ

আসনে বৈসেত দেবা পেটেত সামাইল।
মনে মনে চিন্তে দেবী বড় দুঃখ পাইল ॥[১]
ধ্যানেত্তে জানিল নাথ দেবীর এহি কর্ম্ম।
তাহান উদরে এহি জানিলেক মর্ম্ম ॥[২]
তালি দিয়া বৈসে নাথ দশমী জে দ্বার (দ্বারে)।
প্রকাশ না পাএ দেবা ছটফট করে ॥
বড় দুক্ষ পাএ দেবা ডাকিয়া কৈহিল।
তোহ্মি যতি সত্তা হেন নিশ্চয় জানিল ॥
পথ এড়ি দেয় মোরে চলি জাম ঘরে।
বড় ক্লেস পাই আহ্মি তোহ্মার উদরে ॥ ১৭৫
দেবীর বিনতি দেখি গোর্খনাথ হাসে।
কোন পথে এড়ি দিব মনেত বিমর্সে ॥
ভাবি চিন্তি জতিনাথ মনে কৈল সার।
মার্গপথ এড়ি দিল বাহের হইবার ॥[৩]

১। আসনে বসিলা দেবী পেটেত সামাই।
মনে মনে চিন্তে নাথ অতি দুঃখ পাই ॥—৩য় পুথি।
আসনে বসিলা দেবী ইত্যাদি।
মনে মনে চিন্তে নাথ বড় লজ্জা পাই ॥—২য় ঐ
২। আপনার উদরের জানিলেক মর্ম্ম ॥— ঐ
৩। ভাবিআ চিন্তিআ (নাথ) মনে কৈল সার।
গুহ্য পন্থে এড়ি দিল দেবী জাইবার ॥—৩য় ঐ
এবং
মার্গপথ ছাড়ি দিমু বাহির হইবার ॥—২য় ঐ

মার্গপথে জতিনাথ তাহানে এড়িল।
বাহের হইতে দেবীর কাকালি ভাঙ্গিল ॥[১]
বোথা পাইয়া দেবী তথাতে রহিল।
সেএ (সেই) দেশে থাকিয়া দেবী সকল মুহিল ॥
দিন প্রতি মনুষ্য এক তথাতে পাইল।
রাক্ষসীর রূপে কৈন্যা গ্রহণ করিল ॥[২] ১৮০
তথাতে না পাইল শিব দেবী অন্যাসন ।[৩]
গোর্খেরে ধরিয়া শিবে করে কদার্থন ॥
কথা গেল মোর নারী তুহ্মি কি করিলা[৪] ।
শিবের বচন শুনি গোর্খ (জে) হাসিলা ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে ॥

১। মার্গের ঠেলাএ গিআ বাহির হইল।
চোটের ঠেলাএ দেবী কেকালি ভাঙ্গিল ॥—৩য় পুথি।

২। দিন প্রতি এক গোটা মনুষ্য আহার।
নিতি প্রতি দেবীর জে এই কর্ম্ম সার ॥—২য় ঐ
কটি দুঃখ পাই দেবী তথাত রহিলা।
দিন প্রতি এক গোটা মনিস্য খাইলা ॥—৩য় ঐ

৩। এথাএ না পাই শিবে দেবীর দর্শন।— ঐ
এথায়ে থাকিয়ে শিবে না পায়ে দর্শন।—২য় ঐ

৪। 'তুহ্মি কি করিলা' স্থলে 'তুমি কিবা কৈলা'—২য়-৩য় ঐ

[তবে যদি গোর্খনাথে ভ্রমিতে লাগিল।][১]
সাক্ষাতে দেখিয়া দেবা বিস্তর গঞ্জিল ॥
কিবা কর্ম্ম কর তুম্মি রাক্ষস আকার[২]।
দেবতা হইয়া কর মনুষ্য আহার ॥ ১৮৫
তবে (নাথে) সেএ (সেই) দেশেত নিরবন্ধ করিল।
বৎসরে (ত) একবার পূজিতে বলিল ॥
তবে গৌরী লইয়া গেল শিবের সমাজ।
এথাতে দেবীএ করিছে এক কাজ ॥[৩]
গর্ব্বিস্থর রাজসুতা[৪] বিরহিণী নাম।
স্বামী হেতু শিব পূজে মাগে মনস্কাম ॥
অমর হইতে স্বামী তান হাবিলাস।
উর্দ্ধপদে আছে কৈন্যা শঙ্করের পাস ॥[৫]

১। তোর জাতি ধর্ম্ম সব চলি গেল,—আদর্শ পুথির এই পাঠ অসঙ্গত-বোধে এ স্থলে ৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।
২। 'আকার' স্থলে 'আচার'—২য়-৩য়— পুথি।
৩। গৌরী লই গেলা নাথ শিবের সমাজ।
এথা দৈব বিপরীত হইছে এক কাজ ॥—৩য় ঐ
দেবী লইয়া আইল গোর্খ শিবের সমাজ।
এথা বড় বিপরীত হৈছে এক কাজ ॥—২য় ঐ
৪। গার্ব্ভসের রাজসুতা—৩য় ঐ
গন্ধর্ব্ব রাজার কন্যা—২য় ঐ
৫। অমরণ পাইতে স্বামী তান মনে আশ।
উর্দ্ধাসনে মাগে কন্তা শঙ্করের পাশ ॥—৩য় ঐ

[কন্যার তপস্যা জানি চিন্তিলেক হর।
দেবার সহিতে গোর্খের দ্বন্দ্ব হইছে বড়॥ ১৯০
কোন মতে বিরোধ না হয় সাধন।
গোর্খেরে পাউক এই কন্যা স্বামী দান॥]*
সেবকবৎসল হর কৃপাএ বলিলা।
গোর্খনাথ স্বামী করি তাকে বর দিলা॥[১]
অমর নাহিক কেহ ভুবন ভিতর।
যতি সতী গোর্খনাথ তাকে দিলাম বর॥
এতেক শুনিয়া গোর্খ ভাবিল সঙ্কট।
ভাল বর দিল হর করিয়া কপট॥
[গুরুর বচন শিরে পালিবারে চাই।
শিবের বচনে কন্যা বরিলেক জাই॥]†
স্বামী পাইয়া বিরহিণী চলি য়াইল ঘর। ১৯৫
নাথেরে লইয়া গেল মন্দির[২] ভিতর॥
যতি সতী গোর্খনাথ জ্ঞানে কৈল ভর।
ছয় মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।

১। যতি সতী গোর্খনাথ তোকে বর দিলা।—৩য় পুঁথি।
গোর্খনাথ হৌক বর তোরে বর দিল॥—২য় ঐ

† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

২। আদর্শ পুথিতে 'মন্দির' স্থলে 'পৃথিবী' আছে। কিন্তু উহা ঠিক নহে জানিয়া ২য়-৩য় পুথির 'মন্দির' পাঠ দেওয়া গেল।

দুগ্ধ খাইবার চাহে কান্দে ওয়া ওয়া।
তা দেখিয়া রাজকৈন্যা হইল আচাভুয়া ॥[১]
ভাল স্বামী পাইল দুগ্ধ খাইবার চাহে।
শুনি কি বলিব মোরে বাপ আর ম্যাও (মাএ) ॥[২]
হাসিব সকল লোক কি করিলুম কাজ।
বর না পাইলুম মুই পাইলুম বড় লাজ ॥ ২০০
[মনেতে ভাবিয়া দুঃখ বহুল কান্দিল।][৩]
কান্দিতে কান্দিতে কৈন্যা বিমর্সি চাহিল ॥
গোর্খেরে পাইলুম বর মায়ার চরিত।
[মায়া করি ভাণ্ডাইতে তান হৈল চিত ॥][৪]

১। দুগ্ধ খাইতে চাহে (নাথে) কন্যার স্তন পাইয়া।
ওঙা শব্দে কান্দে দেখি কন্যা আচাভুয়া ॥—২য় পুঁথি।

২। ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চাহে।
এহা শুনি কি বলিব মোর বাপ মাএ ॥— ঐ

৩। "মনে মনে ভাবি দুক্ষ মানে মানে কান্দিলা"—আদর্শ পুথির এই পাঠ প্রকৃত নহে মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।

৪। এই পাঠ ৩য় পুথির। এখানে আদর্শ পুঁথির পাঠ একবারে অশুদ্ধ। সম্ভবতঃ তাহা এরূপ ছিল;—

মায়া করি ভাণ্ডি জাইতে তার হইল চিত।
মায়া করি ভাড়ি যাইতে তোমা (?) হইল চিত ॥—২য় পুথি।

এ বলিয়া রাজকন্যা সেবা[১] আরম্ভিল।
কপট করিলা করি কহিতে লাগিল ॥[২]
মহাদেবে দিল বর আহ্মি পাইল তোকে।
কপট করিয়া তুহ্মি কেনে ভাড় মোকে ॥[৩]
কপট করিয়া যদি না তোস মোরে।
স্ত্রী বধ দিব আজি তোহ্মার উপরে ॥[৪] ২০৫
কুমারীর বাক্য শুনি গোর্খ জে হাসিলা।
কন্যা সম্বোধিয়া তবে কহিতে লাগিলা ॥
তোহ্মারে ভাণ্ডিল হর কপট করিয়া।
আহ্মি নহি স্ত্রী পুরুষ তোহ্মারে বর দিয়া ॥[৫]
স্ত্রী পুরুষ নহি আহ্মি নাহি বীর্য্য বল।
শুখুনা জে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল ॥[৬]

১। 'সেবা' স্থলে 'স্তুতি'—৩য় পুথি।
২। করজোড় করি কন্যা কহিতে লাগিলা— ঐ
৩। মহাদেবের বর পাইলু স্বামী পাইলু তোকে।
কপট করিয়া কেন ভাণ্ডি যাও মোকে ॥—২য় ঐ
৪। কপট করিয়া যদি ভাণ্ডি যাও মোরে।
নারীবধ দিব আমি তোমার উপরে ॥—২য় ঐ
৫। তোমাকে ভাণ্ডিল হর করিয়া কপট।
আমি নহি স্ত্রী পুরুষ নহি হই শঠ ॥— ঐ
৬। দুই মধ্যে নহি আমি নাই বীর্য্য বল।
শুখনা কাষ্ঠের প্রায় এ শরীর সকল ॥— ঐ

[গন্ধহীন পুষ্প আমি মান্দারের ফুল ।][১]
শরীরেত রস নাহি কাঠা সমতুল[২] ॥
তবেহ সিদ্ধার ভেস কিছু ধরি আহ্মি ।
আহ্মার বচন এক যদি ধর তুমি ॥[৩] ২১০
অমর পাইবা পুত্র জানিয় নিশ্চয় ।
মোহর কাছটি জান (জলে ?) সর্ব্ব সিধা (সিদ্ধি ?) হএ[৪] ॥
এহি কর্পটি পাখালি কর জলপান ।[৫]
সিদ্ধা পুত্র জন্মিব দেখিবা বিদ্যমান ॥[৬]
গোর্খের বচন কন্যা শিরেত বাধিয়া[৭] ।
কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক গিয়া ॥[৮]

১। "গন্ধ নাহি পুষ্প নাহি মান্দারের ফুল"—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম ।

২। 'কাঠা সমতুল' স্থলে 'কাষ্ঠ সমতুল'—৩য় পুথি ।

৩। তবে কোন সিদ্ধার শকতি আমি ধরি ।
আমার বচন ধর অবধান করি ॥—২য় ঐ

৪। আমার কাছুটী জান সর্ব্বসিদ্ধি হয় ।— ঐ

৫। কাছুটী পাখালি যদি তুমি কর পান ।— ঐ
এ কর্কটি পাখালিয়া জল কর পান—৩য় ঐ

৬। জর্ম্মিব সুন্দর পুত্র দেখিবা নয়ান ॥— ঐ

৭। 'বাধিয়া' স্থলে 'বন্দিয়া'—২য় ঐ

৮। কাছুটি পাখালি জল খাইল আসিয়া ।— ঐ

গোর্খের কর্পটি ধুই খাইলেক পানি।
সেই খনে (ক্ষণে) গর্ভবতী হইল কন্যাখানি ॥[১]
দশ দণ্ড পশ্চাতে ছাওয়াল জন্মিল[২]।
সর্ব্ব অঙ্গে সিদ্ধার ভেস সাক্ষাতে দেখিল[৩] ॥ ২১৫
দেখিয়া জে গোর্খনাথ মন্ত্র আহুতিল।
খোয়াজ[৪] করিয়া তার নাম থুইল ॥
কন্যা সম্বোধিয়া তবে গোর্খ চলিলা।
বিজয়া নগর ছাড়ি বকুলেত যাইলা ॥[৫]
বকুলের তলে নাথ বসিলা আপনে।
হেন কালে কানফা সিদ্ধা আলগ বিমানে[৬] ॥
বায়ু সম জাএ যোগা পবনের গতি।
তরুতলে বসিয়াছে গোর্খ মহা[মতি] ॥[৭]

১। গোর্খের কর্কটি জল করিলেক পান।
সেই জলে কন্যার জে গর্ভের প্রমাণ ॥—৩য় পুথি।
২। 'জন্মিল' স্থলে 'প্রসবিল'—২য় ৩য় ঐ
৩। 'সাক্ষাতে দেখিল' স্থলে 'তাহার আছিল'—২য় ঐ
৪। 'খোয়াজ' স্থলে 'শ্রীখোয়াজ'—২য় ৩য় ঐ
৫। বিজয়া নগরে গিয়া উপনীত হইল।—২য় ঐ
৬। বকুলের তলে নাথ বসিল ধেয়ানে।
হেন সমে কানিফা জাএ আগল আসনে ॥— ঐ
৭। বায়ুগতি জাএ যেন জলধর গতি।
তরুমূলে বসি আছে গোর্খ মহামতি ॥— ঐ

ছায়ার রূপ দেখি গোর্খ তত ক্ষণ ।[১]
মাথা তুলি চাহিলেক গোর্খ মহাজন ॥ ২২০
এমত আছএ তবে সিদ্ধার ভিতর ।[২]
আহ্মারে না করে মান কিসের অন্তর ॥[৩]
মনেত ভাবিয়া তবে গোর্খেত কহিল ।
বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাক আদেশিল ॥[৪]
পানাইয় তারে তবে ধরিলেক বলে ।
[লামাইল আসন তার ধরিয়া অঞ্চলে ॥]*
কানফারে মূর্খ গোর্খে বোলিলেক রোষে ।
মোর পরে আসন জাএ কেমত সাহসে[৫] ॥

১। ছায়ার শরীর গোর্খ দেখিয়া নয়নে ।—২য় পুথি ।
ছায়ার শরীর গোর্খে দেখিআ তখন ।—৩য় ঐ
২। এমত আছে মন সিদ্ধা জগত ভিতর ।—৩য় ঐ
৩। আমাকে না মানে হেন আছে কোন নর ।—২য় ঐ
৪। মনেতে ভাবিয়া দুঃখ যতি গোরখাই ।
বান্ধিয়া আনিতে তারে পাঠাএ পানাই ॥— ঐ
মনেত ভাবিয়া দুঃখ গোর্খ কিটাইল ।
বান্ধিআ আনিতে তারে পানোফা পাঠাইল ॥—৩য় ঐ
* "লামাইল তাহারে গিয়া আপনা সমরে"—আদর্শ পুথির এই পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ না হওয়ায় ২য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল ।
৫। কানফা দেখিআ গোর্খ করিলেক রোষ ।
আমার উপরে জাও কেমন সাহস ॥—৩য় ঐ

গোর্খের বচন তবে কানফা পাইয়া।
আহ্মার বচন গোর্খ শুন মন দিয়া ॥[1] ২২৫
ত্রিভুবনে জানে তুহ্মি যতি গোরখাই।
একস্থর থাক তুহ্মি তোহ্মার গুরু কোন ঠাই ॥[2]
বড়াই না ছাড় তুহ্মি জিয় কোন ফলে।
তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে ॥
মোর গুরু চাহিতে বেড়াই ত্রিভুবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর তথা গেল মন ॥[3]

কানফা দেখিয়া গোর্খে বলিলা বচন।
আমার উপর দিয়া করিছ গমন ॥—২য় পুথি।
আদর্শ পুথিতে 'কানফারে' স্থলে 'পাহ্লাইরে' আছে, কিন্তু তৎস্থলে যে 'কানফারে' হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। নচেৎ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে না।

১। গোর্খের বচন শুনি বহুত ডরাইয়া।
আমার বচন গোর্খ শুন মন দিআ — ৩য় পুথি।
আদর্শ পুথির এ স্থলেও 'পাহ্লাই' আছে, কিন্তু উহা 'কানফা' হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২। একেশ্বর বঞ্চ কেন গুরুকে না চাই।— ২য় পুথি।

৩। মোর গুরু চাহিআ বেড়াম ত্রিভুবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মোর তথাত গমন ॥—২য় ৩য় ঐ

দেখিলুম মীননাথ বল শক্তি[১] নাই।
বগুলাটি ঝুরে জেন আহার ধ্যায়াই॥
দশন গলিত তার আয়ু হইছে শেষ।
কামিনীর কোলে মীন ত্তেজে নিজ ভেস॥[২] ২৩০
[অজ্ঞান হইল মীন জ্ঞান কিছু নাই।
শরীরেত রস নাই শুন গোরখাই॥
অজ্ঞান হইল মীন জ্ঞান নাই আর।
বল বীর্য্য হীন হইছে অস্থি চর্ম্ম সার॥[৩]]*
তাহার পশ্চাতে গেলুম যমের ভুবন।
তথাতে দেখিলুম গিয়া তাহার লিখন॥[৪]
তিন দিন আয়ু তার আছএ বিশেষ।
নিবারে যমের দূতে[৫] করিছে আদেশ॥
যদি সে আছএ গোর্খ কলঙ্কের ডর।

১। 'বল শক্তি' স্থলে 'বল বুদ্ধি'—২য় পুথি।
২। দশন গলিত হৈছে পাকিআছে কেশ।
কদলীত থাকিআ জীবন হৈছে শেষ॥—৩য় ঐ
দশন গলিত হৈছে পাকে মাথার কেশ।
কদলীর হাতে তার প্রাণ হবে শেষ॥—২য় ঐ
৩। শরীরের ঐ রস নাই অস্থি চর্ম্ম সার।—৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। তথাতে দেখিলুম মুই মীনের লিখন— ঐ
৫। 'যমের দূতে' স্থলে 'দূতেরে যম'—২য় ঐ

ঝাটে গিয়া তোহ্মার গুরুর প্রাণি[১] রক্ষা কর ॥ ২৩৫
তথ্য কথা কহি আহ্মি শুন গোরখাই ।
হেন বুঝি কর রক্ষা বৈষ্ণব মিনাই ॥[২]
কাহ্নার বচন (শুনি ?) গোর্খে বোলিলেক রোষে ।
আপনা না জান তুহ্মি মোকে বোল কিসে ॥[৩]
তোর গুরু বন্দী হইছে মেহারকুল দেশ ।
নিশ্চয় জানম্ মুই তাহার উদ্দেশ ॥
মেহারকুলেত আছে জ্ঞানী এক জানি ।[৪]
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিণী ॥
ঈশ্বরের হোতে সেই পাইল মহা জ্ঞান ।
জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান ॥[৫] ২৪০

১। 'প্রাণি' স্থলে 'পিণ্ড'—২য়-৩য় পুথি।
২। তত্ত্বকথা কহি আমি শোন রে গোর্খাই ।
হেন বুদ্ধি কর রক্ষা পাউক মীনাই ॥—৩য় ঐ
এবং—
হেন চিন্ত রক্ষা পাউক ঈশ্বর মীনাই ।—২য় ঐ
৩। কানফার বচন শুনি গোর্খনাথ হাসে ।
আপনে ন জাও তুমি মোরে বোল কিসে ॥—৩য় ঐ
কানফা বচনে গোর্খ অশেষ বিশেষে ।
আপনে না জান তুমি মোরে তুচ্ছ কিসে ॥—২য় ঐ
৪। মেহারকুলেতে আছে ডাকিনী যোগিনী— ঐ
মেহারকুলেতে আছে জ্ঞানী জে ডাকিনী—৩য় ঐ
৫। ঈশ্বরের হস্তে সেই হৈল মহাজ্ঞানী ।
পৃথিবীতে জ্ঞানী নাই তাহার সমানি ॥— ঐ

বিধবা জে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর ।[১]
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চএ তার ঘর ॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল ।
মাটির করিয়া ঘর তাহারে থুইল ॥[২]
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর ।[৩]
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর ॥
দুই জনে পাই দুইর গুরুর উদ্দেশ ।
যার জেই গুরুর উদ্দেশে চলি গেল দেশ ॥[৪]
[একখান গুআ দুইখান করি খাএ ।
যার যেই গুরুর উদ্দেশে চলি জাএ ॥]* ২৪৫

ভগবতী হইতে পাইল্যা মহাজ্ঞান ।
পৃথিবীতে নাহি সেই নারীর সমান ॥—২য় পুথি ।

১ । বিধবা জে সেই নারী পুত্র রাজেশ্বর ।— ঐ
বিধবা জে নারী হএ পুত্র রাজেশ্বর ।—৩য় ঐ

২ । তার পুত্র বার্ত্তা পাইআ বান্ধিয়া আনিল ।
মাটীর ভিতরে নিআ তাহারে রাখিল ॥— ঐ

এবং—

মাটীর করিয়া ঘর তাহারে গাড়িল—২য় ঐ

৩ । হস্তী সব বান্ধি থাকে তাহার উপর ।— ঐ

৪ । দুহার মনেতে হৈল উলমত্ত বেশ ।— ঐ
দোহানের মন হৈল উলমত্ত ভেস ।—৩য় ঐ

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে ।

কানফা চলিয়া গেল মেহারকুল দেশ।
গোর্খনাথ চলি গেলা গুরুর উদ্দেশ[১] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া চাহে যতি গোরখাই।
যমপুরে গিয়া আগে গুরুর লেখা চাই ॥
সিদ্ধ ঝুলি মেখলি দিয়া গাএ।
হাতে দণ্ড করিয়া পান্থাই দিল পাএ ॥[২]
হেন মতে গোর্খ গেল যমের আলয়।
সভা করি যমরাজা বসিয়া আছএ ॥
গোর্খেরে দেখিয়া যম উঠিল আপনে।
হাতে ধরি বৈসাইল আপনা আসনে ॥ ২৫০
যমরাজে বোলে শুন গোর্খ মহা যতি[৩]।
কি কারণে আগমন কহ মহামতি[৪] ॥
গোর্খনাথে বোলে শুন ধর্ম্ম অধিকারী।
আহ্মার বচন শুন অবধান করি ॥

১। 'গুরুর উদ্দেশ' স্থলে 'মীনের উদ্দেশ'—৩য় পুথি।
এবং 'কদলী উদ্দেশ'—২য় ঐ

২। সিদ্ধ ঝুলি সিদ্ধ কাথা তুলি দিল গাএ।
হাতে লাঠি লইল পানাই দিল পাএ ॥—২য় ঐ

এখানে 'পানাই' স্থলে ৩য় পুঁথিতে 'পানফা' আছে, কিন্তু তাহা ভুল বলিয়া বোধ হয়।

৩। "মহা যতি" স্থলে "মহামতি"—২য়-৩য় পুথি।

৪। "কহ মহামতি" স্থলে "এথাত সম্প্রতি"—৩য় ঐ

অনাদি নিধন জান মীন মহাশয়।
গুরু শাপে কদলিতে পাইল[১] পরাজয়॥
ভোলিয়া রহিছে মীন কদলির পুরী[২]।
তাহারে তলপ কেনে করিছ অধিকারী[৩]॥
যোগী যদি আনিতে চাহ আপনা ভুবন।
চল যাই তোহ্মি আহ্মি ব্রহ্মার সদন॥ ২৫৫
বিমর্সিয়া চাহ তুহ্মি না চিন আপনা।
ভালমতে ভাবি চাহ আহ্মি কোন জনা॥[৪]
আহ্মার জতেক তেজ জানিবা অখন।[৫]
পৃথিবী সহিতে তোরে করিমু গ্রহণ॥
কে দিল বিষয় তোরে কহ মোর ঠাই।
কহ কহ বোলি গোর্খ বোলিল[৬] কিটাই॥

১। 'পাইল' স্থলে 'পাএ'—২য়-৩য় পুথি।
২। 'কদলীর পুরী' স্থলে 'কদলী নগরী'— ঐ
৩। 'করিছ অধিকারী' স্থলে 'ধর্ম্ম অধিকারী'— ঐ
৪। বিষয় কারণে তুমি না চিন আপনা।
মনেত ভাবিআ চাহ আমি কোন জনা॥—৩য় ঐ
এবং—
মনেতে ভাবিয়া চাহ তুমি কোন জনা॥—২য় ঐ
৫। মোর জথেক বল দেখিবা এখন—৩য় ঐ
আমার জথেক বল বুঝিবা তখন—২য় ঐ
৬। 'বোলিল' স্থলে 'উঠিল'—২য়—৩য় ঐ

সাক্ষী হইয় সব ই তিন ভুবন।
এ বলিয়া ঝুলি কাথা লইল তখন ॥[১]
[হুঙ্কার করিঅা গোর্খে কামে কৈল মন।
টলমল হৈল জগ যমের ভুবন ॥]* ২৬০
গোর্খের দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে।
জতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥
একে একে জগ কাগজ চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা নেয়ন্ত উধারিয়া ॥[২]
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
কাগজ চাহিয়া লেখা পাইল তখন ॥[৩]

১। সাক্ষী হইঅ সাক্ষী হইঅ জগ দেবগণ।
ক্রোধ হৈয়া কামবাণ সান্ধে ততৈক্ষণ ॥—২য়-৩য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুঁথিতে অধিক আছে।
২। একে একে গোর্খনাথ চাহে বিচারিআ।
আপনার গুরুর নাম পেলিল মুছিআ ॥—৩য় ঐ
একে একে জগ পাজি চাহে বিচারিয়া।
আপনার গুরুর নাম চাহে ধেয়াইয়া ॥—২য় ঐ
৩। জানিআ জে যমরাজা হরসিত মন।
কাগজ পুছিল চাহি গুরুর লিখন ॥—৩য় ঐ
পাইয়া গুরুর লেখা হরসিত মন।
মুছিল কাগজ লেখা গুরুর লিখন ॥—২য় ঐ

লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ।
আর না করিয় যম এমন সাহস ॥
এমত কহিয়া নাথ আইল চলিয়া।
পুনি বকুলের তলে হইলেক গিয়া ॥[১] ২৬৫
যতিনাথে বোলে লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই।
ভাগ্যফলে রক্ষা পাইল ঈশ্বর মিনাই ॥
ভাগ্যে সে[২] কানফা যোগা মোরে দিল খোটা।
যমের লিখন মুছি বাজ্জি য়াইলুম ঝোটা ॥[৩]
গুরুনামে কাটি দি য়াইলুম যমপুরী।[৪]
[এড়াইলুম সিদ্ধার খোটা রাখিলুম সম্বরি ॥]*
কায়া সোচা করিল গুরু সকল কদলী।[৫]
জতেক আছিল বল সব নিল হরি ॥
সাত পাচ ভাবে নাথ মনের ভিতরি (ভিতর ?)।
কেমতে পাইব আম্মি গুরু মোচন্দর ॥[৬] ২৭০

১। লিখন মুছিআ নাথে আইল উলটিআ।
বকুলের তলে গিআ পুনি হৈল থিয়া ॥—৩য় পুথি।
২। 'ভাগ্যে সে' স্থলে 'ভাল সে'—২য়-৩য় ঐ
৩। লিখন মুছিয়া আইলুম শমনের ঘাটা— ঐ
৪। গুরুর নাম কাটি দিআ আইলুম যমপুরী—৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য়-৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৫। কায়া সুঠা কৈল গুরুর ষোল শ কদলী—২য়-৩য় ঐ
সোচা বা সুঠা—অন্তঃসারশূন্য।
৬। কিরূপে চেতাইমু মুই গুরু মোচন্দর—৩য় ঐ
কোন মতে চেয়াইমু গুরু মোচন্দর—২য় ঐ

নিজ রূপ ধরি জুদি কদলিত জাই।
ভোলেত পড়িছে গুরু দৈবে দেখা পাই[১] ॥
জারে জেন আঙ্গা (আজ্ঞা) করে রাজ্যের ভিতর।
আঙ্গারে মারিব তবে সুনহ সত্তর ॥
[গোর্খনাথে বোলে লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই।
দ্বিজরূপে আনিবাম গুরুকে চেয়াই[২] ॥
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই তান আজ্ঞাকারী।
যারে জেই আজ্ঞা করে পালে শীঘ্র করি ॥] *
[লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দূতে আজ্ঞা পাইল।
আঙ্গা অনুক্রমে দুই মনে সার কৈল ॥] † ২৭৫
নাথে বোলে ঝাটে চল বিশ্বকর্ম্মার ঠাই।
আঙ্গার[৩] সম্বাদ তানে কহিবা বুঝাই ॥
তান ঠাই আঙ্গার কহিবা কার্জ্য কথা।
সোনার নগুণ মোরে গড়ি দিতে পৈতা[৪] ॥
সুবর্ণের ত্রিকড়ি দেউক সুবর্ণের ছটি।

১। ভোলেত পড়িছে মীন হৈবে দেখা নাই—৩য় পুথি।
২। ব্রাহ্মণ রূপেত আন গুরুকে চেতাই— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। 'আঙ্গার' স্থলে 'মোহর'— ঐ
৪। সোনার নগুণা মোরে বনাই দেউক পৈতা—২য় ঐ

সুবর্ণের ছাতি দেউক সুবর্ণের লঠি[১] ॥
নাথের আদেসে লঙ্গ করিল গমন।
বিশ্বকর্ম্মা স্থানে কহে সব বিবরণ ॥
কদলির ভোলে মীন নাথ পড়ি আছে।
তাহার উদ্দেসে গোর্খ আপনে চলিছে[২] ॥ ২৮।
জোগিরূপে জাইতে নারে কদলির দেস।
ব্রাহ্মণরূপে গোর্খে করিতে[৩] প্রবেস ॥
ব্রাহ্মণের সাজ দিতে আদেস করিছে।
পথ নিরক্ষিয়া তবে গোর্খ রহিছে[১] ॥
বিশ্বকর্ম্মাএ সুনি তবে নাথের সম্বাদ।
সুবর্ণের সর্জ্জ দিল করিয়া মর্জাদ (মর্য্যাদ) ॥
বাটা ভরি সর্জ্জ লইয়া আইল মহালঙ্গ।
দেখিয়া সুবর্ণ সর্জ্জ পড়ি গেল রঙ্গ[৩] ॥

সুবর্ণের লঠি দেউক সুবর্ণের ছাতি।
সুবর্ণের পিড়ি আর কাছুটি সংগতি ॥—৩য় পুথি
সুবর্ণের লাঠি দেউক সুবর্ণের ছাতি।
সুবর্ণের কাছুটী দেউক কুণ্ডল সঙ্গতি ॥—২য় ঐ
তাহারে চেয়াইতে গোর্খনাথ চলিআছে— ঐ
'গোর্খে করিতে' স্থলে 'নাথ করিব'— ঐ
বসি আছে গোর্খনাথ পন্থের উদ্দেশ।
ব্রাহ্মণের সজ্জ দিতে করিছে আদেশ ॥— ঐ
বাটা ভরি সাজ লই আইল মহালঙ্গ।
দেখিআ সুবর্ণসাজ উপজিল রঙ্গ ॥—৩য় ঐ

গলাত নগুণ দিল কপালেত ফোটা।
মাথাএ আলগ ছাতি সাক্ষাতে জোগবাটা[1] ॥ ২৮০
হাতে করি লইল নাথ সুবর্ণের ডাঙ্গ[2]।
[আগে পাছে দুই দূত লঙ্গ মোহালঙ্গ[3] ॥]
[ধরিআ ব্রাহ্মণরূপ কদলীতে জাএ।
একদিষ্টে কদলীর সভা সবে চাএ[4] ॥
নমস্কার কৈলে বোলে হইঅ দীর্ঘাই।
এ বার বৎসর বাড়উক প্রমাই[5] ॥]

বাটা ভরি সজ্জ দিল আনিলেক লঙ্গ।
দেখিআ জে গোর্খনাথ উপজিল রঙ্গ ॥—২য় পুথি।

১। 'সাক্ষাতে জোগবাটা' স্থলে—'বক্ষে দিল পাটা'— ঐ
এবং 'বুকে জুগ পাটা'—৩য় ঐ

২। হাতেত তুলিয়া লৈল সুবর্ণের ডাঙ্গ।— ঐ
হস্তে তুলি লইলেক সুবর্ণের ডাঙ্গ।—২য় ঐ

৩। 'ধরিয়া ব্রাহ্মণ ভেস লঙ্গ মোহালঙ্গ'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য় ও ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।

৪। একদৃষ্টে কদলী সবার রূপ চাহে—২য় ঐ

৫। 'এক দিষ্টে একসার কদলিত জাই।
নমস্কার কৈলে বোলে হওত দীর্গ আই ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ অবিশুদ্ধ বোধে ৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল। এই স্থলে আবার ২য় পুথির পাঠ এরূপ ;—

জতিনাথে বোলে লঙ্গ উলটিয়া জাই।
ব্রাহ্মণরূপে গুরুর দেখা নহি পাই[১] ॥
ব্রাহ্মণ দেখিলে লোকে করে নমস্কার।
আসির্ব্বাদ না করিলে বলিবেক ছার ॥ ২৯০
সিদ্ধার বচন বের্থ নাহিক নিশ্চয়।
আসির্ব্বাদ কৈলে সভা হওন্ত অক্ষয় ॥
এ বলিয়া জতিনাথ য়াইল উলটিয়া।
পুনি বৈকুলের তলে হইলেক থিয়া[২] ॥
এহি মুর্ত্তি ফিরাএ নাথ মনেত ভাবিয়া।
জোগি হইল পুনি কর্ণে কৌড়ি দিয়া ॥
নাথে বোলে স্থন কহি মোহালঙ্গ ভাই।
গুরুরে য়ানিব আহ্মি জোগিরূপে জাই[৩] ॥

নমস্কার কৈলে নাথ বোলে দীর্ঘ আউ (আয়ু)।
এ বার বৎসর হোক সভার পর্মাউ (পরমায়ু) ॥

১। দ্বিজরূপে না পারিমু গুরুকে চেতাই।—২য় পুথি

২। এ বলিয়া যতিনাথ আসন তুলিলা।
লঙ্গ মহালঙ্গ দুইদূত সঙ্গে নৈলা ॥— ঐ
এ বুলিয়া যতিনাথে আইল উলটিআ।
পুনরপি জুগী হৈল কর্ণে কড়ি দিআ ॥—৩য় ঐ

৩। নাথে বোলে শুন লঙ্গ মহালঙ্গ ভাই।
জুগীরূপ ধরি গুরু আনিমু চেতাই ॥— ঐ

এ বলিয়া জতিনাথ আসন করিল[১]।
লঙ্গ মোহালঙ্গ দুই সংহতি লইল ॥ ২৯৫
আসন করিয়া নাথ শূন্যে কৈল ভর।
সাচন উড়এ জেন গগন উপর ॥
চলিতে চলিতে নাথে গগনেত জাএ[২]।
গগনে থাকিয়া নাথ কুতুহলে চাহে[৩] ॥
আলগ আসন নাথ জাএ ধিরে ধিরে[৪]।
চন্দ্র সূর্য্য জেন মত পৃথিবী বেহারে ॥
বায়ুপথে জাএ নাথ গগনের স্থলে।
রত্ন মনি পতাকা দেখে প্রতি ঘর চালে[৫] ॥
আড়ে আড়ে চাহে নাথ শূন্যে ভর করি[৬]।

১। 'করিল' স্থলে 'তুলিল'—২য় পুথি
২। উড়িতে উড়িতে নাথ কদলীতে জাএ—২য় ঐ
৩। গগনে থাকিয়া নাথে নানা রঙ্গ চাহে—২য় ঐ
৪। আগর নগর চাহি জাএ ধীরে ধীরে—৩য় ঐ
৫। বায়ু সম জাএ নাথ জলদের ছলে।
রাঙ্গা ভরি পতাকা উড়য়ে চালে চালে ॥—২য় ঐ
বায়ুরূপে জাএ জুগী জলধররূপে।
রাজ্যেত পতাকা উড়ে প্রতি ঘর দ্বারে ॥—৩য় ঐ
৬। আড়ে আড়ে চাহে নাথে উআরি মেহারি— ঐ
আড়ে আড়ে চাহে নাথ শূন্যে করি ভর—২য় ঐ

মঙ্গল বিধানে দেখে কদলির পুরি[১] ॥
একে একে গোর্খনাথে সর্ব্ব রাজ্য[২] চাহে
অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব্ব রাজ্যে[৩] পাএ ॥
নাথে বোলে এহি রাজ্য বড় হএ ভাল।[৪]
চারি কড়া কড়ি বিকাএ চন্দনের তোলা[৫]
লোকের পিধন পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘর চালে দেখে সোনার কোমড়া[৬] ॥
কার পখরির পানি কেহ নহি খাএ।
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে সুখাএ[৭] ॥

১। মঙ্গল বিধানে দেখে কদলী নগর—২য় পুথি
২। 'সর্ব্বরাজ্য' স্থলে 'সব পুরী'—২য়-৩য় ঐ
৩। 'সর্ব্বরাজ্যে' স্থলে 'সর্ব্বস্থানে'—২য় ঐ
এবং 'প্রতি ঘরে'—৩য় ঐ
৪। নাথে বোলে এহি দেশ অতি বড় ভালা—২য়-৩য় ঐ
৫। 'অনুমানে বুঝি নহে চন্দনের তোলা'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য়-৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
৬। এ দেশের লোকে পিন্ধে পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘরে ঘরে দেখে সুবর্ণ কুমড়া ॥—৩য় পুথি
সে দেশের লোকে পরে পাটের পাছড়া।
প্রতি ঘর চালে দেখি সোবর্ণের ঝারা ॥—২য় ঐ
৭। কার পুষ্করণির পানি কেহ নহি খাএ।
হীরা মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেত শুখাএ ॥—৩য় ঐ

এক রাউলের[১] ঘরে দুই চারি মাই।
সোল সয় কদলি একলা মিনর ঠাই[২] ॥ ৩০৫
স্থানে স্থানে দেখে সব অমরা নগর[৩]।
সকল নগরে দেখে উচ্চ উচ্চ ঘর[৪] ॥
সুবর্ণের ঘর সব পতাকা রচিত।
সকল দেশের লোক রত্তনে ভুসিত[৫] ॥
রাজ্যের সকল দেখে তার ভাল রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে হিরণ্যের টঙ্গ[৬] ॥
ধন্য ধন্য রাজ নগর করিয়া বাগানি[৭]।

১। 'এক রাউলের' স্থলে 'একেক রাউল'—২য় পুথি
২। সোল শ কদলীর মাঝে একলা মীনাই—৩য় ঐ
সোল শ কদলী খেলে এক মীন ঠাই—২য় ঐ
৩। স্থানে স্থানে দেখে নাথ পাষাণের ঘর— ঐ
৪। সকল নগর দেখে উচ্চ বহুতর— ঐ
৫। সুবর্ণের ঘর দ্বার রত্তনে জড়িত।
সেই দেশে লোক সব সুবর্ণ ভূষিত ॥—৩য় ঐ
সুবর্ণের ঘর সব রতনে জড়িত।
দাস সেবক সব সুবর্ণ ভূষিত ॥—২য় ঐ
৬। রাজ্যের কতুক (কৌতুক) নাথ চাহে নানা রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে হিরণ পাটরঙ্গ ॥—৩য় ঐ
রাজ্যের কতুক নাথ চাহি ভাল রঙ্গ।
প্রতি ঘর দ্বারে দেখে দ্বারী জে নিঃশঙ্ক ॥—২য় ঐ
৭। সর্ব্বরাজ্য হোতে এই রাজ্যের বাখানি— ঐ
ধন্য ধন্য রাজা গুরু কৈল বাসাখানি—৩য় ঐ

সুবর্ণের কলসে সর্ব্ব লোকে খাএ পানি[১] ॥
অপূর্ব্ব রাজ্য দেখে দির্ব্ব দির্ব্ব স্থান।
গুরুর দেসে গি(আ) মিলে ততক্ষণ[২] ॥ ৩১০
উত্তম পুস্কর্নি দেখে সুনির্ম্মিত জল[৩];
হংস চকোর চরে মৃণালের ফুল[৪] ॥
চারি পাড়ে নানা পুস্প পরম সুন্দর।
আম কাঠোয়াল য়ার নারিকল[৫] ॥
তাল খাজুর আর নানা বর্ণ ফুল।
তাহার উত্তর পাড়ে উত্তম বকুল[৬] ॥

১। সুবর্ণ কলসী ভরি লোকে খাএ পানি—৩য় পুঁথি।
২। সর্ব্বরাজ্য দেখে নাথ জেন আচাভুয়া।
গুরু দিছে সরোবর মিলিলেন্ত গিয়া ॥—২য়-৩য় ঐ
৩। উত্তম পুষ্করণী দেখে তার নাহি মূল—২য় ঐ
দিব্য পুষ্করণীর পানি দেখি নির্ম্মল জল—৩য় ঐ
৪। হংস চকোর চরে ফুটে পদ্মফুল—২য়-৩য় ঐ
৫। চারি পাশে নানা তরু পরম সুন্দর।
আম কাঠাল আর গুআ নারিকল ॥—৩য় ঐ
চারি দিকে নানা তরু দেখিতে সুন্দর।
আম কাঠাল গুয়া নারঙ্গ বিস্তর ॥—২য় ঐ
৬। তার চারি পাশে আছে উত্তম বকুল— ঐ
তাহার দক্ষিণ পাড়ে উত্তম বকুল—৩য় ঐ

বকুলের ছায়াএ দেখে জলে য়ার স্থলে।
আসন লাগাই বৈসে বকুলের তলে ॥
আসনে বৈসিয়া নাথ ভাবে মনে মন।
কেমতে পাইমু আহ্মি রাজ্যের বিবরণ ॥ ৩১৫
কার ঠাই জিজ্ঞাসিব আহ্মি কেবা কৈব সার[১]।
কেমনে জানিব আহ্মি দেসের[২] বেবহার ॥
সাত পাচ ভাবে তবে পণ্ডিত গোরখাই[৩]।
কাখে কুম্ভ করি আইল কদলির মাই ॥
তরুতলে বসি আছে গোর্খ মোহাজন[৪]।
সাক্ষাত হইল আসি নারী এক জন[৫] ॥
জল ভরিবারে আইল সরোবরকূলে[৬]।
জোগিয়ারে দেখি কৈন্যা জল ভরে আর ছলে(ঢালে)?[৭]॥

১। কার ঠাই পুছিমু আমি কে কহিব সার—৩য় পুথি।
২। 'দেসের' স্থলে 'রাজ্যের'—২য়-৩য় ঐ
৩। সাত পাচ ভাবে মনে যতি গোরখাই—২য় ঐ
৪। 'মোহাজন' স্থলে 'মহামুনি'—২য়-৩য় ঐ
৫। সাক্ষাতে মিলিল আসি নগর জুগিনী— ঐ
৬। 'কূলে' স্থলে 'তীরে'—৩য় ঐ
জল হেতু আসিলেক সরোবরতীরে—২য় ঐ
৭। গাভুর দ্বগিআ দেখি জল ঢালে আর ভরে—৩য় ঐ
জুগিরে দেখিয়া জল ঢালে আর ভরে—২য় ঐ

দেখিয়া নাথের রূপ কৈন্যা পড়ে ভোলে[১]।
হানিল মদনবাণে ভেদিলেক সরে[২] ॥ ৩২০
[মনমত্ত হইয়া নারী আন নাহি লএ।
চলিল সুন্দর কন্যা তেজি লাজ ভয় ॥][৩]
চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আইল।
আপনার গুণকথা কহিতে লাগিল ॥
হাতের জে সান দিয়া[৪] কথা কহে ছলে।
পয়োধরে বস্ত্র নাহি রত্তন-হার দোলে ॥
কথা হোতে আইস[৫] জোগি কোন দেসে ঘর।
কি হেতু আসিছ তুন্সি কদলি নগর[৬] ॥
জখনে হইছে রাজা ঈশ্বর মিনাই।
তদবধি এহি দেশে বিদেসি জোগি নাই[৭] ॥ ৩২৫

১। নারী গেল ভোলে—৩য় পুথি।
২। 'ভেদিলেক সরে' স্থলে 'ভেদিল শরীরে'— ঐ
৩। কলস এড়িল জলে তেজি লাজ ভয়—১ম ঐ
৪। করাঙ্গুলি নাচাইআ—৩য় ঐ
৫। কথাতুন আসিছ—৩য় ঐ
৬। কি কারণে আসিয়াছ—২য়-৩য় ঐ
৭। জে অবধি দেশে রাজা ঈশ্বর মীনাই।
সে অবধি পরদেশী জগী এথা নাই ॥—৩য় ঐ
জে হইতে এই দেশে ঈশ্বর মীনাই।
সে অবধি এই দেশে জুগীর গতি নাই ॥—২য় ঐ

জগনে হইল রাজা মীন অধিকারী।
ভাল মতে নহি দেখি জোগি দেসান্তরি[1] ॥
পরদেসী জোগি পাইলে লইয়া জাএ ধরি।
দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে পালাএ[2] মারি ॥
লাখে লাখে জোগি সব পালাইল মারি।
মৃত[3] জোগির গন্ধে পথ বহিতে না পারি ॥
জথ ম্রেতা (মৃত) জোগি নিয়া পালাইল কদলি[4]।
ঘ্রেণায়ে (ঘৃণাএ) না খাএ তারে সকুন ছ্রিকালি[5] ॥
জথ মৃত জোগি নিয়া কদলিতে দিছে সালে।
খাইল সকল জোগি সকুন শ্রীকালে[6] ॥ ৬৩০
মঙ্গলা কমলা দুই (রাজ) পাটেশ্বরী।

১। যে দেশ (দিন ?) অবধি হয় মীন অধিকারী।
সে ধরি না আসে এথা যোগী দেশান্তরী ॥—২য় পুথি।
২। পালাএ=পেলাএ (৩য় পুথি); ফেলায়।
৩। 'মৃত' স্থলে 'মরা'—২য়-৩য় ঐ
৪। জথেক মরএ জুগী আসিআ কদলী— ঐ
৫। ঘৃনায় না খাএ মাংস শকুন শ্রীকালী—২য় ঐ
ছিকালি বা শ্রীকালী—শৃগালী।
৬। কথ কথ জুগী কদলী দিছে সাল।
মরা খাই মত্ত হৈছে দেশের শ্রীকাল ॥—৩য় ঐ
বহু জুগী দিয়াছে কদলীতে সাল।
মরা সব মত্ত দেখি এ দেশ শ্রীকাল ॥—২য় ঐ

তাহার সেবক জান সোল শত নারী ॥
বুড়া জোগি পাইলে চোপাড়ে[1] ভাঙ্গে গাল।
গাভুর জোগি পাইলে তুলিয়া দেন[2] সাল ॥
আধ (অর্দ্ধ) বস জোগি পাইলে মৈধ্য দেসে কাটে।
পোলা জোগি পাইলে পাটাত তুলি বাটে[3] ॥
তোহ্মারে দেখিয়া তবে দহে মোর মন।
তেকারণে কহি আহ্মি সে সব বচন[4] ॥
ধন্য ধন্য য়াএ জোগি ধন্য বাপ মাও।
লনির সরির তোর লুহিত বরণ গাও[5] ॥ ৩৩৫

১। 'চোপাড়ে' স্থলে 'চোয়ারে'—৩য় পুথি
এবং 'চোয়ারি'—২য় ঐ
২। 'দেন' স্থলে 'দিব'—২য়-৩য় ঐ
৩। অর্দ্ধ বসিয়া জুগী পাইলে কমরেত কাটে।
পোলা জুগী পাইলে পাটাএ তুলি বাটে ॥—৩য় ঐ
আধা বস্যা যোগী * * *
শিশু যোগী পাইলে শিলাএ তুলি বাটে ॥—২য় ঐ
৪। তোমারে সোন্দর দেখি পোড়ে মোর মন।
তেকারণে কহি আমি স্বরূপ বচন ॥—৩য় ঐ
৫। ধন্য ধন্য জুগী তুমি ধন্য বাপ মাও।
ননীর শরীর তোর ক্যাঙ্কা সব গাও ॥— ঐ
ধন্য যোগী হও তুমি ধন্য বাপ মাও।
ননীর পোতলী জেন রক্তবর্ণ গাও ॥—২য় ঐ

না জানসি এহি দেসে কেমত ব্যবহার।
বিদেসে আসিছ তুহ্মি না জান আচার[৩] ॥

লাচাড়ি।

রাগ ভাটিয়াল।*

নাথের দেখিয়া রূপ জোগিনিএ পাএ শোক
চল চল পরদেসি জোগাই[২]।

১। না জানয় মিত্র এই দেশের বিবরণ।
মিত্র্যএ আনিছে তোমা বুঝিলু কারণ ॥—২য় পুথি।
এথা আইলা এই দেশের ন বুজিয়া মূল।
বিপক্ষেত নিব তোরে আনিয়াছে ভুল ॥—৩য় ঐ

* ২য় পুথিতে এই পরিচ্ছেদ যেরূপ উল্‌টা-পাল্‌টা ভাবে লিখিত আছে, তাহার সহিত আদর্শ ও ৩য় পুথির পাঠের কিছুতেই সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলাম না। তাই পাঠান্তর প্রদর্শন করিতে না পারিয়া ঐ অংশটি এ স্থলে সমগ্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

লাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ।

নাথের দেখিয়া রূপ নারী কহে স্বরূপ
শুন পরদেশী যোগাই।

২। নাথের দেখিয়া রূপ জগিনী কহে স্বরূপ
শুন শুন প্রদেশী জোগাই—৩য় পুথি

জথ কিছু কহি আহ্মি মনে ভাবি চাহ তুহ্মি[1]
আহ্মার বাড়িতে চল জাই ॥
তোহ্মার সাহস বড় মনেত করিছ দড়[2]
না জান দেশের বেভার (ব্যবহারে)।
কতোয়ালে নিব ধরি ভাঙ্গিবেক গাভুরালি
তুলিয়া দিবেক তোরে সালে[3] ॥
জখনে[4] মীন অধিকারী নাহি জোগি দেসান্তরি[5]
এহি সব কহিলাম বাণী[6]।

তোমার সাহস বড় মরণের নাহি ডর
নাহি চাহ আপনা ভালাই ॥
কোটয়ালে নিব ধরি ভাঙ্গিবেক গাভুরালী
সালেতে তুলিয়া দিব পুনি।
জবে মিন অধিকারী নাই সে যুগী দেশান্তরী
এ দেশ প্রমাদ সব শুনি ॥

১। জথ সব আমি কহি সকলি জানিঅ সহি—৩য় পুথি
২। 'মনেত করিছ দড়' স্থলে 'মরণের নাহি ডর'— ঐ
৩। তুলিয়া দিব নিআ সাল— ঐ
৪। 'জখনে' স্থলে 'জবে'— ঐ
৫। নহি আসে দেশান্তরি— ঐ
৬। এই সব প্রমাদএ শুনি— ঐ

অন্য দেসে জাও জোগি ঘরে ঘরে খাও মাগি
এহি দেসে হেন নাহি পুনি ॥
আহ্মি তোহ্মা কহি দড় আহ্মার বচন ধর
চল জাই আহ্মার (জে) বাড়ি[১] ।
এথাতে থাকিবা জবে কোন জনে দেখি তবে
ঝুলি কাথা সব নিব কাড়ি[২] ॥ ৩৪০
আঞ্চলে ঢাকিয়া নিমু মণ্ডবেত বাসা দিমু[৩]
থাবরি ভরিয়া দিমু পানি (ভাত ?)[৪] ।

আর দেশে যাও যোগী ঘরে ঘরে খাও মাগি
না বুঝিয়া কথা কহ ভারি ।
আমি তোমা কহি দড় আমার বচন ধর
চল তুমি আমার জে বাড়ী ॥
এথাতে থাকিবা জবে অন্য লোকে দেখি তবে
ঝুলি কাথা সব নিব হরি ।
আঞ্চলে ঢাকিয়া নিমু মণ্ডবেতে বাসা দিমু
দুগ্ধ ভাত দিমু থালী ভরি ॥

১। চল জাই আমার বাড়িত—৩য় পুথি।
২। এথাএ রহিবা জবে কোন লোকে আসি তবে
ধরিআ জে নিব তুরিত— ঐ
৩। মাণ্ডব ঘরে জাগা (জায়গা) দিমু— ঐ
৪। গোরা ভরি দিমো দুগ্ধ ভাত— ঐ

নিত্ত নিরমিস্য খাই ব্রাহ্মনি জোগিনি হই
চল জাই আহ্মার বাসাত[1] ॥
আহ্মি কহি সাদা চিত্তে পাইলে মীনের দূতে
প্রানি লইব জানিয় বৈদেসি[2] ।
চল তুহ্মি আহ্মার বাড়ি পুসিমু[3] জত্তন করি
জেন তুহ্মি হইবা গৃহবাসী ॥
এত সব কহি তোকে কেহ নহি তোহ্মা দেশে
উঠ উঠ চল জোগি ঝাটে[4] ।

ব্রাহ্মণী যুগিনী হই নিত্তি নিরামিস্য খাই
চল যাই আমার আওআস ।
আমি কহিলাম তত্ত্বে পাইলে মিনের দূতে
প্রাণ লৈব জানি পরদেশ ॥
চল তুমি মোর বাড়ী পুজিম যত্তন করি
জেন সেবে নিজ পরিকরে ।
এখানে কহিতে তোকে কেবা কথা থাকি দেখে
উট যোগী চল জাই ঘরে ॥

১। 'বাসাত' স্থলে 'বাড়িত'—৩য় পুথি।
২। আমি কহি সত্য রীত পাইলে মীনের দূত
প্রাণি লৈব জানিঅ প্রদেশী— ঐ
৩। 'পুসিমু' স্থলে 'পালিমু'— ঐ
৪। অখনে কহিএ তোকে কোন দিগে লোকে দেখে
উঠ জুগী চল জাই ঝাটে— ঐ

আগে হাটি চল তুহ্মি পাছে চলি জাইব আহ্মি[1]
[কথা কহিবাম বাটে বাটে[2] ॥]
[যুবকে যুবকে কথা হেট কেনে কর মাথা
হাসিআ না চাঅ কেনে মুখ।
শুনিয়াছি ইতিহাস বসের কালে নাহি দোষ
তবে কেনে মনে ভাব দুখ ॥]*
জোগি বাড়িত জোগি জাইবা অন্ন জল স্থিতি পাইবা
কিবা য়ার হইবেক বএ (ব্যয়)[3]।

আগে হাটি যাও তুমি পাছে পাছে হাটি আমি
কথা কহ কেন ভাব দুঃখ।
জোয়ানে জোয়ানে কথা হেট কেনে কর মাথা
হাসি কেনে নাহি চাও মুখ ॥
শুনিয়াছি ইতিহাস প্রেমপথে নাহি দোষ
তাতে কেন মনে ভাব বেথা।
যুগী দ্বারে যোগী জাইবা অন্ন জলে তৃপ্তি পাইবা
তাতে আর কি (বা) আছে কথা ॥

১। পিছে পিছে আসি আমি—৩য় পুথি।
২। 'কথা কহিব তোহ্মারে ভাই'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ বোধে ৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। জুগীর বাড়ি জুগী জাইবা অন্ন জল থিতি পাইবা
কার কিবা হইবেক ব্যয়।—৩য় পুথি।

তোহ্মি আহ্মি জাতি (জ্ঞাতি) জন   এক স্থানে উপজন¹
তাতে পুনি দোস নাহি হএ ॥   ৩৪৫

গাভুর জোগিয়া তুহ্মি   জোয়ান² জোগিনি আহ্মি
জেবা থাকে করিমু বেবহার³।

সেবিবাম রাত্রি দিন   না জানিমু ভিনাভিন⁴
[জেই আশা আছএ তোমার⁵ ॥]

কাটিমু চিকন সুতি   তোহ্মিহ বুনিবা ধুতি
হাটে নি বেচিলে পাইবা কৌড়ি।

তুমি আমি জ্ঞাতি জন   এক গোত্রে উতপন
তাতে কিছু দোস নাই আর।

গাউর যুগীআ তুমি   জোয়ান যোগিনী আমি
জে থাকে করিমু ব্যবহার ॥

সেবিমু জে রাত্র দিন   না জানিএ ভিন্ন ভিন
জেই আশা আছয়ে তোমার।

কাটিমু চিকন সুতি   তুমিহ বুনিবা ধুতি
হাটেতে নিবা জে বেচিবার ॥

১। এক গোত্রে উতপন—ওয় পুথি।
২। 'জোয়ান' স্থলে 'জোবক'— ঐ
৩। জথেক করিমু বেবহার— ঐ
৪। সেবিমু জে রাত্র দিন ন জানিবা ভিন্নাভিন— ঐ
৫। 'জেগত জে মাছএ বেবহার'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ওয় পুথির পাঠ দিলাম।

দিনে দিনে বেস হইব সম্পাদ বাড়িয়া জাব[1]
তবে জাইব কাথা য়ার ঝুলি ॥
তবে সে সমাজে জাইবা মদের ঘটি আগে পাইবা[2]
কথা কহিবা দুই হাত নাড়ি।
নয়ানে নয়ানে চাহ হাত নাড়ি কথা কহ
চল জোগি আহ্মার জে বাড়ি ॥

পয়ার ছন্দ।

হাসিয়া উত্তর দিল জতি গোরখাই।
ভাল কথা কহিয়াছ কদলির মাই[3] ॥

দিনে দিনে বেশী হইব সম্পাদ বাড়িয়া যাইব
ঝুলি কাথা সব জাইব ছাড়ি।
তাবত সমাজে জাইবা মদ্য ঘটী আগে পাইবা
কথা কৈবা দুই হাত নাড়ি ॥
নয়নে নয়নে চাহ হাত নাড়ি কথা কহ
চল যোগী আমার জে বাড়ী।
রসের নাগর তুমি নবীন নাগরী আমি
মন কেন করি আছ ভারী ॥

১। দিনে দিনে ভেস হইব সম্পত্তি বাড়িয়া জাইব—৩য় পুথি।
২। প্রথমে আসন পাইবা— ঐ
৩। তবে ধীরে বলিলেক যতি গোরখাই।
ভাল উপদেশ দিলে কদলীর মাই ॥—২য় ঐ

মাগিয়া খাইএ আহ্মি বেড়াই নানা দেস।
এহি দেসে না পারিব করিতে প্রবেস[1] ॥ ৩৫০
সুনিয়া দেসের কথা বড়[2] লাগে ভয়।
মাগিয়া খাইতে য়াইলুম[3] জীবন সংসয় ॥
কোন দেসে নহি সুনি এমত প্রমাদ।
কদলির রাজা কেনে প্রানি[4] করে বধ ॥
ভাল কথা রাউলের ঝি গ কহিছ বচন।
গাঁনে প্রাণি লএ হেন (না ?) লএ মোর মন[5] ॥
স্বরূপ বচন কহ রাউলের ঝিয়াই।
কিরূপে দেখিব আহ্মি ঈশ্বর মিনাই ॥
কি বুধিএ পাইব আহ্মি তান দরসন।
কহ রাউলের ঝি এ সব বচন ॥ ৩৫৫

১। মাগি খাই জুগী আমি বেড়াই দেশে দেশ।
এমত প্রদেশেত নাহি করিছি প্রবেশ ॥—৩য় পুথি।
মাগিয়া খাইব আমি বেড়াই দেশে দেশ।
এমত দেশেতে কভো না করি প্রবেশ ॥—২য় ঐ

২। 'বড়' স্থলে 'মনে'—৩য় ঐ

৩। 'য়াইলুম' স্থলে 'আমি'—৩য় পুথি এবং 'আইলে'—২য় ঐ

৪। 'প্রানি' স্থলে 'যোগী'—২য় ঐ

৫। ভালা ত রাউল নিএ কহিল বচন।
মীনেরে দেখিতে মোর শ্রদ্ধা হইছে মন ॥—৩য় ঐ

স্তুন কহি জেএ (জেই) রূপে দেখিবা মিনাই।
নাথের বচন স্তুনি রাউলের ঝিয়াই ॥
পুরুষের গতি নাহি পুরির মাঝার।
নাট নাটুয়া তারা পারে জাইবার[১] ॥
কোন মতে জাইতে নারে মিনের সভাত।
নাট নাটুয়া জাইতে পারএ তথাত[২] ॥
আহ্মার বাড়িত তুহ্মি চলহ সত্বরে[৩]।
মীনেরে দেখিবা তোহ্মি নাটুয়ার ছলে ॥
[নাটোয়া হইতে আমি করি দিমু যুক্তি।
মীনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ভাতি[৮] ॥] * ৩৬০
নাথে বোলে স্তুন কহি জোগির ঝিয়ারি।
তোহ্মার ঘরেত আহ্মি জাইতে ন্য পারি ॥

পুরুষের গতি নাহি পুরীর ভিতর।
নাটোয়ার বেশে জাইবা পুরীর অন্তর ॥—২য় পুথি।
নারী বোলে ন পুছ ন পারে জাইবার।
নাটোয়ার রূপে পারে জাইতে সত্বর ॥—৩য় ঐ
কোন মতে জাইতে নারে পুরীর ভিতর।
নাটোয়ার ভেসে পারে জাইতে সত্বর ॥— ঐ
আমি নিব ঘরেত সঙ্গতি তুমি চল— ঐ
আমার বাড়ীতে চল আমি নিব কোলে—২য় ঐ
নাটোয়ার সঙ্গে তোমার করি দিব প্রীতি।
মীনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়া সংগতি ॥— ঐ
বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

তোহ্মার ঘরেত তবে আহ্মারে দেখিলে।
জোগি রাউল সকলে খোটা দিব তোরে[১] ॥
চল চল যাও তুহ্মি আপনার ঘর।
নাথের বরে হইবা তোহ্মি অতিসয় সোন্দর[২] ॥
আর এক বর দিলুম চলি জাও ঘরে।
রত্তন সব ভরিয়াছে তোহ্মার ভাণ্ডারে[৩] ॥
সুবর্ণে ভরিয়াছে জথ সব চাল।
হাসিয়া বোলান দিব সুন মোর বোল[৪] ॥ ৬৬৫

১। তোমার বাড়ীতে মোরে পরশি দেখিলে।
মোরে তুলি খোটা দিব তোর যুগী রাউলে ॥—২য় পুথি।
তোমার ঘরেত আসি বৈদেশী দেখিলে।
মোরে তুলি খোটা দিব তোরে জুগী রাউলে ॥—৩য় ঐ

২। চল চল যাঅ তুমি চল নিজ ঘরে।
সতীত্ব সোন্দর তুমি হইবা নাথের বরে ॥— ঐ
সতীত্ব সোন্দর হৈব নাথের জে বরে।
আর এক বর দিমু দেখ গিয়া ঘরে ॥—২য় ঐ

৩। 'চলি জাও ঘরে' স্থলে 'দেখ গিয়া ঘরে'—৩য় ঐ
চল চল জাও মাই আপনার ঘর।
রত্ন সব ভরি আছে গৃহের ভিতর ॥—২য় ঐ

৪। সোবর্ণের ঘর হৌক সুবর্ণ সকল।
হাসিআ বোলান দিব মনিস্ত সকল ॥—৩য় ঐ
সোবর্ণের ঘর সব ভরিয়াছে চাউলে।
হাসিয়া বোলান দিব তোর যুগী রাউলে ॥—২য় ঐ

ধর ধর জোগিনি জে অষ্ট অলঙ্কার।
তাহারে পরিয়া তোহ্মি চলি জাও ঘর[১] ॥
ঝুলিতুন নিকালি দিল অষ্ট অলঙ্কার[২]।
অলঙ্কার[৩] পাইয়া নারী আনন্দ অপার ॥
[চল চল জুগিনী চলিয়া জাঅ এবে।
নাথের বচন শুনি চলিলেক তবে ॥] *
নাথেরে এড়িয়া জাইতে য়ার না লএ মনে।
ধিরে ধিরে চলি জাএ মউর গমনে[৪] ॥
মন দুঃক্ষে জল ভরি ধিরে ধিরে জাএ।
জাইতে নাহিক ইচ্ছা ফিরি ফিরি চাহে[৫] ॥ ৩৭০
এহি মতে জাইতে কৈন্যা পাও নাহি চলে।

১। তাহারে ভূষণ করি চলি জাও ঘর—২য় পুথি।
তাহারে বসন (ভূষণ) পরি চল নিজ ঘর—৩য় ঐ
২। ঝুলি হোতে দিল নাথ অষ্ট অলঙ্কার—২য় ঐ
৩। 'অলঙ্কার' স্থলে 'তাহারে'—২য়-৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। এড়িআ জাইতে তবে না পারিএ মন।
ধীরে ধীরে জাএ নারী মধুর গমন ॥—৩য় ঐ
যাইতে নাথেরে ছাড়ি নহি লয় মন।
ধীরে ধীরে জায়ে নারী মন্থর গমন ॥—২য় ঐ
৫। জাইতে না চাহে মনে ফিরি ফিরি চাএ— ঐ
জাইতে না পারে নারী ফিরি ফিরি চাএ—৩য় ঐ

কত দূর গিয়া কুম্ভ ভাঙ্গিলেক ছলে[১] ॥
কুম্ভ ভাঙ্গি জোগিনি কান্দে ফাফর হইয়া ।
সত্তরগমনে জাএ নাথ উদ্দেসিয়া[২] ॥
ভাঙ্গিল কলসি মোর জাইমু কেমতে ।
কথাতে পাইমু কুম্ভ কিনিমু কেমতে[৩] ॥
ভাঙ্গিল কলস মোর তোহ্মার কারণ ।
তোহ্মারে দেখিয়া মোর স্থির নহে মন ॥
তা স্থনিয়া নাথ হইল অধিক বিরস ।
ঝুলি বিচারিয়া দিলা সোনার কলস[৪] ॥ ৩৭৫

১। নাথেরে এড়িআ জাইতে পাও নহি চলে ।
কথ দূরে গিআ কলসী ভাঙ্গিলেক ছলে ॥—৩য় পুথি ;
এড়িয়া জাইতে তার পাও নহি চলে ।
কথ দূরে জাইয়া ঘড়া ভাঙ্গিলেক ছলে ॥—২য় ঐ

২। ঘড়া ভাঙ্গি কান্দে নারী ফোকাই ফোকাই ।
আরবার ফিরি আইসে রাউলের মাই ॥—৩য় ঐ
কুম্ভ ভাঙ্গি কান্দে নারী ফুকাই ফুকাই ।
আরবার ফিরি আইল জুগীর ঝিয়াই ।—২য় ঐ

৩। কথাত পাইমু কড়ি কলসী কিনিতে—২য়-৩য় ঐ

৪। ঝুলিতুন নিকালি দিল সোবর্ণের কলস—৩য় ঐ
তা শুনিয়া যতিনাথ বিরস বদন ।
ঝলিত ঢালিয়া দিল অমূল্য রতন ॥—২য় ঐ

সোনার কুম্ভ লইয়া তোহ্মি চলি জাও ঘরে।
আপনে ভাঙ্গিলা কুম্ভ ছল কর মোরে[১] ॥
মুখে লাজ নাই তোর পুনি[২] য়াইস কেনে।
তোহ্মি জেই চাহ তবে নাহি মোর মনে[৩] ॥
[চল চল করি নাথে বোলে ঘন ঘন।
কান্দিআ বিকল নারী জাইতে নাহি মন ॥
ফিরি ফিরি আইসে বেটী কথ দূর জায়।
ফোফাই ফোফাই কান্দে যুগীর ঝিয়াই[৪] ॥
তা দেখিয়া যতিনাথ উফরে ফাফর[৫]।
ত্রিভুবন সাক্ষী করি বলে নারী তর[৬] ॥ ৬৮০
সাক্ষী হৈয় দেবধর্ম্ম মোর দোষ নাই।

১। চল চল জুগিনী আপনার ঘরে চল।
আপনা কলস ভাঙ্গি মোরে ছলে বোল ॥—৩য় পুথি।
চল চল যুগিনী জে আপনার ঘর।
আপনে ভাঙ্গিয়া ঘড়া মোরে কেন ছল ॥—২য় ঐ
২। 'পুনি' স্থলে 'ফিরি'—২য়-৩য় ঐ
৩। তুমি জেই চাঅ সেই নাহি মোর মনে—৩য় ঐ
জেই চাহ সেই মোর নাহি নিজ মনে—২য় ঐ
৪। ফিরি ফিরি আইসে আর ফিরি ফিরি জাএ। ঐ
ফোফাই ফোফাই কান্দে কভু নাহি জাএ ॥—৩য় ঐ
৫। 'উফরে ফাফর' স্থলে 'উফরে ফাফরে'— ঐ
৬। 'বলে নারী তর' স্থলে 'বোলে জুগিনীরে'— ঐ

ফিরি ফিরি আইসে কেন যুগীর ঝিয়াই ॥
সাক্ষী হৈয় দেবধর্ম্ম সাক্ষী হৈয় তুমি।
দণ্ড বারি মারি পাও ভাঙ্গি দিব আমি[১] ॥] *
নিঠুর বচন সুনি জোগিনি চলিল।
ততক্ষণে গোর্খনাথ আসন উঠাইল[২] ॥
ফিরিয়া চাহিল তবে না দেখে সত্তর[৩]।
গোর্খনাথ চলি গেল মীনের অন্তর ॥
[মীনের পুরীতে গিয়া হৈল উপস্থিত।
রত্নময় পুরীখান দেখিলা বিদিত ॥] †   ৩৮৫
[ধীরে ধীরে করিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
চমকি চমকি উঠে রাজা মীননাথ ॥] ‡
ধুত ধুত করি দিল সিঙ্গাতে নাদয়।
চমকিত হইল তবে মীননাথের গাও[৪] ॥

১। ডণ্ডের প্রহারে ঠেঙ্গ ভাঙ্গি দিবাম আমি—৩য় পুঁথি
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।
২। ততক্ষণে যতিনাথে আসন তুলিল—২য়-৩য় ঐ
৩। ফিরি চাহি না দেখিল জুগিনী গেল ঘর—৩য় ঐ
ফিরিয়া না দেখি তবে চলিলেক ঘর—২য় ঐ
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।
‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।
৪। ধুআ ধুআ করিয়া সিঙ্গাতে দিলা ভাঅ (বাও ?)।
চমকি চমকি উঠে মীনের সর্ব্ব গাঅ ॥—৩য় ঐ

পুরির ভিতরে থাকি সিংহনাদ সুনি।
আস পাস চাহে মীনে নিজ মনে গুণি[১] ॥
সিংহনাদ সুনি তবে মানে কহে ছলে।
ভাড়িয়া নিবারে চাহে কহিল সত্তরে[২] ॥
মীনে বোলে কৈ গেলা মঙ্গলা দুয়ারি[৩]।
য়াসিছে কেমন জোগি তারে আন ধরি ॥ ৩৯০
মোর দেসে আসি বেটা এত গাভুরালি[৪]।
উত্তর পাটনে নিয়া তারে দেয় সুলি[৫] ॥
মীনের বচনে দ্বারি সিগ্র চলি জাএ[৬]।
হাতে অস্ত্র করি সোল সত নারী ধাএ ॥

ধর ধর করি দিল সিংহনাদে রাও।
চমকি চমকি উঠে মীনের জে গাও ॥—২য় পুথি।
১। চারি দিগে চাহে নাথ নিজ পুরীখানি— ঐ
২। সিংহনাদ শুনি মীনে বলে ভালা ভালা।
ভাঙিয়া নিবারে পারে মঙ্গলা কমলা ॥— ঐ
৩। কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মঙ্গলা দোআরি।—২য়-৩য় ঐ
৪। 'গাভুরালি' স্থলে 'গাভুরাল'—২য় ঐ
৫। 'উত্তর' স্থলে 'দক্ষিণ' এবং 'সুলি' স্থলে 'সাল'— ঐ
দক্ষিণ পাটনে নিআ তারে দেঅ বলি—৩য় ঐ
৬। রাজার আদেশ শুনি দোআরি সব জাএ।— ঐ
মীনের আদেশ শুনি নারী সবে ধায়—২য় ঐ

একে একে চাহে জথ উয়ারি মেহারি।
অন্তরিক্ষে থাকি গোর্খে বোলে হরি হরি[১] ॥
একে একে বিচারিল নাথের আদেসে।
মুখে বস্ত্র দিয়া তবে গোর্খনাথ হাসে[২] ॥
মোহা ভোলে পড়িয়াছে মীন মোহাসয়।
কিরূপে আনিব তারে বড় লাগে ভয় ॥ ৩৯৫
ভোলেত পড়িল গুরু আপনা পাসরি।
ভালে সে না পাইল মোরে সোল সত নারী ॥
জদি সে পাইত মোরে সোল সয় কদলি।
কাথা মেখলি মোর সব নিত কাড়ি[৮] ॥
বুধির (বুদ্ধির) সাগর নাথ ঙ্গানেত (জ্ঞানেত) পণ্ডিত।
সাত পাচ ভাবি নাথ স্থির কৈল চিত ॥

১। অন্তরে থাকিআ নাথে বোলে হরি হরি—৩য় পুথি।
২। একে একে চাহে নাথ আগে আর পাশে।
মুখেত্তে কাপড় দিয়া যতিনাথ হাসে ॥—২য় ঐ
একে একে নাথে বিচারিয়া আগে পাশে।
মুখেত বস্ত্র দিআ যতিনাথে হাসে ॥—৩য় ঐ
৩। মহা ভোলে পড়িআছে ঈশ্বর মীনাই।
কিরূপে আনিমু মুই গুরুকে চেতাই ॥—৩য় ঐ
৩য় পুথির 'চেতাই' স্থলে 'চেয়াই'—২য় ঐ
৪। ঝুলি কাথা মোর সব লই জাইত হরি—৩য় ঐ
মেখলিয়া কাথা মোর সব নিত হরি—২য় ঐ

কোন পাকে না পারিলুম তাহাক দেখিতে।
নাটুয়ার ভেসে জাইমু গুরুরে বুঝাইতে[1] ॥
এ বলিয়া জতিনাথ গেল উলটিয়া[2]।
বকুলের তলে পুনি হইলেক গিয়া[3] ॥ ৪০
নাথে বোলে সুন লঙ্গ মোহালঙ্গ ভাই।
ঝাট করি চলি জাও বিশ্বকর্ম্মার ঠাই ॥
বিশ্বকর্ম্মার স্থানে কহিবা আম্মার জে কাজ।
সিগ্র করি দিতে মোরে নির্ত্তকির সাজ[4] ॥
সুবর্ণের কাছুটি দেউক সুবর্ণের থাল[5]।
সুবর্ণের মন্দিরা দেউক য়ার করতাল ॥

১। কোন বুদ্ধি না পারিলুম গুরুকে চেতাইতে।
জাইমো নাটুআ ভেসে গুরু বুঝাইতে ॥—৩য় পুথি।
এই বুদ্ধি না পারিমু গুরুকে বুঝাইতে।
জাইমু নাটোয়ার ভেসে গুরুকে চেয়াইতে ॥—২য় ঐ
২। এথেক ভাবিআ গোখে আইল উলটিআ—৩য় ঐ
৩। বকুলের তলে আসি পুনি হৈল থিয়া—২য়-৩য় ঐ
৪। তার ঠাই কহিঅ আমার হেন কাজ।
শীঘ্র করি গঠি দিতে মৃদঙ্গের সাজ ॥—৩য় ঐ
বিশ্বকর্ম্মা স্থানে মোর কহিয় জে কথা।
নবরঙ্গ সাজ মোরে দিবারে সর্ব্বথা ॥—২য় ঐ
৫। 'সুবর্ণের থাল' স্থলে 'সোবর্ণ-কুণ্ডল'—২য় ঐ

গোর্খের বচন লঙ্গে না কইল অণ্যথা।
ঝাটে করি চলি গেল বিশ্বকর্ম্মা জথা[১] ॥
স্থন স্থন বিশ্বকর্ম্মা নাথের বচন।
নাটুয়ার সর্জ্জ দেয় করিয়া গঠন ॥ ৯২৫
বিশ্বকর্ম্মাএ স্থনি তবে নাথের সম্বাদ।
সুবর্ণের সজ্জ দিল কি কহিমু মর্জ্জাদ[২] ॥
অলঙ্কার লইয়া লঙ্গ গোহালঙ্গ য়াইল।
গোর্খের সাক্ষাত য়ানি অলঙ্কার দিল[৩] ॥
অলঙ্কার পাইয়া নাথ করিল ভুসন।
একে একে পরিলেক জথ অবরণ (আভরণ) ॥
গলাএ তুলিয়া দিল সাতছরি হার।
হস্তেত কঙ্কণ দিল অতি সোভাকার[৪] ॥

১। তুরিত গমনে গেলা বিশকরম জথা—৩য় পুথি।
২। বিশ্বকর্ম্মা শুনি হেন নাথের বচন।
স্থবর্ণ সকল সজ্জা দিল ততক্ষণ ॥—২য় ঐ
সোবর্ণের সাজ দিলা অধিক মৈর্য্যাদ—৩য় ঐ
৩। বাটা ভরি সাজ লৈআ (আইল) মহালঙ্গ।
দেখিআ সোবর্ণ সাজ উপজিল রঙ্গ ॥— ঐ
৪। গলাএ পরিল নাথে সারছরির হার।
করেত কঙ্কণ দিলা বাহুযুগে তাড় ॥—৩য় ঐ

কোপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল।
করণে পরিল নাথ সুবর্ণের কুণ্ডল[১] ॥ ৪১
পদেত নপুর দিল কনক উঝটি।
গাএত কাঙ্গলি দিল কমরে কাছুটি[২] ॥
হেন মত সাজ কৈল ভুবন মোহোন।
আছোক আনের কার্য্য[৩] মোহে মুনির মন[৩] ॥
[বিচিত্র বসন পরে পিষ্ঠে পাটের খোপ (গোপ?)
আছুক মনিস্য কাম্য দেবতা করে লোভ[৪] ॥] *
সুবর্ণের সজ্জ (সজ্জা) গাএ কৈল পরিধান।
সাজিল অনেক মতে দেবের সমান ॥

গলায়ে তুলিয়া দিল সপ্তছরী হার।
করেতে কঙ্কণ দিল নারী শোভাকার ॥—২য় পুঁথি
১। শ্রবণে তুলিয়া দিল সোবর্ণ কুণ্ডল—২য় ঐ
২। চরণে নেপুর দিল সোনার উঝটী।
হৃদয়ে কাঙ্গুলি দিল কোমরে কাছুটী ॥—২য় ঐ
৩। এই মতে সাজিলেক ভুবনমোহন।
আছুক আনের কার্য্য টলে মুনির মন ॥—৩য় ঐ
এমন করিয়া সাজ ভুবনমোহন।
আছুক অন্যের কাজ ভুলে মুনিগণ ॥—২য় ঐ
৪। সোবর্ণের সজ্জা কৈলা পরিধান খোপ।
আছুক অন্যের কাজ দেবে করে লোভ ॥— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুঁথিতে অধিক আছে।

লঙ্গ মোহালঙ্গ দুই সংহতি করিয়া ।
মীনের সভাত গোর্খ গেলেন চলিয়া[১] ।।   ৪১৫
লঙ্গ মোহালঙ্গ দুই ত্রেতং (মৃদঙ্গ) জে ধরে ।
আপনে নাটুয়ার ভেস গোর্খনাথে ধরে ॥
[আগে পাছে দুই দূত মধ্যে যতিনাথ।
এই মতে চলি জাএ মীনের সভাত ॥] *
সুভক্ষণে য়াসিয়া কদলিত দিল পাও ।
নাটের নগরে গিয়া করিলেন্ত ভাও[২] ॥
নারীগণে দেখিয়া তবে নাটুয়া সোন্দরি ।
কদলি সকলে করে নাটুয়া কাড়াকাড়ি[৩] ॥
এরূপ নাটুয়া জদি মীনেরে ভেটাই

১। লঙ্গ মহালঙ্গ কান্ধে মৃদঙ্গ রাখিআ ।
গোর্খনাথ চলি জাএ যাত্রা জে করিআ ॥—৩য় পুথি
লঙ্গ মহালঙ্গ কান্ধে মৃদঙ্গ করিয়া ।
আপনে নাটোয়া নাথ জায়েন্ত চলিয়া ॥—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় ও ৩য় পুথিতে অধিক আছে ।
২। শুভক্ষণ করি নাথ কদলীতে দিলা পাও ।
নটীর নগর দিয়া গোর্খ চলি জাএ ॥— ঐ
শুভক্ষণে যাত্রা করি কদলীত জাএ ।
এক দিষ্টে কদলীর সভারে জে চাএ ॥—৩য় ঐ
৩। সে নাট সকলে দেখি নাটোআ সোন্দরী ।
জথ সব নাটগণে নাটোআ কাড়াকাড়ি ॥ — ঐ

সকল কালের ধন একত্রে জে পাই[১] ॥ ১২০
এ বলিয়া সর্ব্ব জন একত্র হইল।
সুনাটুয়া আগে করি সকল চলিল[২] ॥
মীনের দ্বায়ারে গিয়া মাদলে দিল হাত।
দুই কর্ণ পাতি[৩] সুনে রাজা মীননাথ ॥
নাটুয়ারে দেখি দ্বারি পড়ি গেল ভোলে[৪]।
এরূপ নাটুয়া নাহি দেখি কোন কালে ॥
এমন নাটুয়া জদি মীনরাজে পাএ।
মঙ্গলা কমলা দুই তেজিব নিশ্চয়[৫] ॥
মোহাদেবির স্থানে (আমি) কহিতে জুয়াএ।

১। সর্ব্বকাল দান আমি একত্রেত পাই—৩য় পুথি।
সকল দিনের দান এক দিনে পাই—২য় ঐ
২। এ বুলিআ একত্রে সকল নাট মিলি।
সোন্দরীক আগে করি সবে গেলা চলি ॥—৩য় ঐ
এথ বলি সব নট একত্রে জে মিলি।
সোন্দরীরে আগে করি সব জাএ চলি ॥—২য় ঐ
৩। 'পাতি' স্থলে 'ভরি'—৩য় ঐ
৪। দ্বারীএ নাটোয়া দেখি পড়ি গেল ভোলে—২য়-৩য় ঐ
৫। দ্বারী বলে এই নটী মীনাই দেখিলে।
মঙ্গলা কমলা তেজি তার লাগ পাইলে ॥—৩য় ঐ
এমন সোন্দরী যদি মীনাই দেখিলে।
মঙ্গলা কমলা তেজে ইহারে পাইলে ॥—২য় ঐ

জেন মতে মীননাথে দরসন না পাএ[১] ॥ ৪২৫
দ্বারি বোলে স্থন মঙ্গলা মোহামাই।
একখানি কথা মুই কুহম তোহ্মার ঠাই[২] ॥
কথা হোতে য়াসিয়াছে নাটুয়া সোন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গ সোনার জেন জিনি বিদ্যাধর[৩] ॥
[তোমার নাটোয়া দেখি আছি বারে বার।
এরূপ নাটোআ আমি না দেখিছি আর[৪] ॥] *
তুহ্মি সব দেখি তান দাসি সমতুল।
তাহার রূপে তোহ্মরা বটেক নহে মুল[৫] ॥
দ্বারির বচন স্থনি কৈন্যা য়াইলেক ধাইয়া।

১। জেন মতে মীন তারে দেখিতে না পাএ—২য় পুথি।
২। দ্বারীএ বোলে শুন মঙ্গলা জে মাই।
একখানি কথা আমি কহিবারে চাই ॥— ঐ
দ্বারী গিআ কহিলেক মঙ্গলা জে মাই।
একখানি কথা ইত্যাদি ॥—৩য় ঐ
৩। কোথা হইতে আসিয়াছে নাটোয়া সুন্দরী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥—২য়-৩য় ঐ
প্রথম চরণে 'কোথা হইতে' স্থলে 'কথাতুন'—৩য় ঐ
৪। তোমার নাটোয়া সব দেখি আছি ভাল।
এমন নাটোয়া না দেখি কোন কাল ॥—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৫। তার রূপে তোমার বটের নাহি মূল—২য়-৩য় ঐ

সোন্দর নাটুয়া তবে দেখিল য়াসিয়া[১] ॥ ৪৩০
নাটুয়ার কাছে গিয়া মহিষী রাজার।
নাটুয়ারে দেখি দুঃক্ষ ভাবিল অপার[২] ॥
কথাথুন য়াসিছ তুহ্মি কোন দেসে ঘর।
কাহার নাটুয়া তুহ্মি কহত সত্তর[৩] ॥
গোর্খনাথে বোলে আহ্মি ইন্দ্রের নাটুয়া।
নাম মোর সুবচনী জানাইলুম তুয়া ॥
পৃথিবী ভ্রমিতে য়ামি য়াইলাম এথাত।
নিত্ত গিত গাহি[৪] আহ্মি নৃপতি সভাত ॥
এক নাট কৈল আহ্মি শিবের ভুবন।

১। দ্বারীর বচন শুনি দেবী আইল ধাইয়া।
দেখিল সোন্দর নটী দ্বারেত আসিয়া ॥—৩য় পুথি।
'ধাইয়া' স্থলে 'ধাই' এবং 'দ্বারেত আসিয়া' স্থলে
'দুয়ারেতে যাই'—২য় ঐ

২। মনে মনে দুঃখ ভাবি লাগিল কহিবার—৩য় ঐ
মনেতে ভাবিয়া দুঃখ করিলা প্রচার—২য় ঐ

৩। কাহার নাটোয়া তুমি কোন দেশে ঘর।
কোথা হোন্তে আসিআছ কি নাম তোমার ॥—৩য় ঐ
কোথা হোতে আসিআছ কোথা তোমা ঘর।
কাহার নাটোয়া তুমি কিবা নাম তোর ॥—২য় ঐ

৪। 'গাহি' স্থলে 'পুরি'—২য়-৩য় ঐ

অনেক বিধানে আহ্মি পাইলাম বহু ধন[১] ॥ ৪৩৫
আর নাট কৈল আহ্মি ব্রহ্মার গোচর[২] ।
তান ঠাই বর পাইলাম অক্ষয় অমর[৩] ॥
এথাতে সুনিলাম আহ্মি মীন বড় দাতা ।
তেকারণে য়াসিয়াছি সুন মোর কথা[৪] ॥
নাটুয়ার কথা সুনি মঙ্গলা দুঃক্ষিত ।
[এ নটী নাচএ জদি মীনের বিদিত[৫] ॥]
তাহারে দেখিলে ভোলে পড়িবেক মীন ।
একত হএ মোর সোল সয় সতিন[৬] ॥

১। অনেক প্রসাদ পাইলু অমূল্য রতন—২য় পুথি
অনেক প্রসাদ পাইলুম বহমূল্য ধন—৩য় ঐ
২। 'গোচর' স্থলে 'সদন'—২য় ঐ
৩। অক্ষয় জে বর পাইলু তাহার কারণ— ঐ
তান ঠাই পাইল আমি অক্ষয় জে বর—৩য় ঐ
৪। তেকারণে নাচিবারে আসিআছি এথা—২য়-৩য় ঐ
৫। "উলটি না জাএ যদি মীনের বিদিত"—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ বোধে ৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।
এ নটীয়ে নাচে যদি মীনের বিদিত—২য় ঐ
৬। একে হএ ষোল শত আমার সতিন—৩য় ঐ
একে হয়ে আমার জে ষোল শ সতিন—২য় ঐ

হের য়াইস নাটুয়া তোহ্মারে আহ্মি বলি।
বাটা ভরি ধন দিমু তুহ্মি জাও চলি॥ ৪৪০
প্রসাদ দিবাম আহ্মি বসন ভুসন[১]।
[এথা হোন্তে ভৈন তুমি করহ গমন[২] ॥]
জতিনাথে বোলে শুন মুক্ষ পাটেশ্বরি।
বিনি নাট গিতে দান লইতে না পারি॥
স্থনিয়া য়াইল এথা বড় দাতা মীন।
[বিনি নাটে গীতে বিদায় না হএ গুণিন[৩] ॥]
ধনবন্ত[৪] নাটোয়া আহ্মি ধনের নাই অন্ত।
কি করিব ধন আহ্মি হই কীর্ত্তিবন্ত॥
জদি দরসন পাই[৫] ঈশ্বর মিনাই।
কীর্ত্তি জস গাহি আহ্মি নিজ দেসে জাই[৬]॥ ৪৪৫

১। বহুল প্রসাদ দিব অমূল্য রতন—২য় পুথি।

২। 'এথাতে দিবাম ধন করহ গমন'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
ভৈন—ভগ্নী।

৩। 'বিনি গীত নাটে বিদায় না হএ গান শুনিন'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।

৪। 'ধনবন্ত' স্থলে 'ধনপতি'—২য়-৩য় পুথি।

৫। 'পাই' স্থলে 'মিলে'—২য় ঐ

৬। কীর্ত্তি যশ করি আমি ঘরে চলি জাই— ঐ

ক্রোধ হই মোহা দেবি বোলিল উত্তর।
ঢেকা মারি নাটুয়ারে বাড়ির বাহের কর[১] ॥
মঙ্গলার স্তুনি হেন কুপিত বচন।
জাও জাও করিয়া বোলন্ত সর্ব্বজন[২] ॥
[কোন জনে হাতে ধরি কেহ বুকে ধরি।
ঢেকা মারি কৈল নিয়া বাহির উয়ারি ॥
যতিনাথ বোলে দ্বারি তুমি মোর ভাই।
আজুকার নাট গীতে যথ ধন পাই ॥
তাহার অর্দ্ধেক ধন তোরে দিব আমি।
মীনেরে দর্শন করি ছাড়ি দেয় তুমি ॥ ৪৫০
দ্বারী বোলে আমি তোর নাহি চাহি ধন[৩]।
মঙ্গলা প্রসাদে নহি দরিদ্র জীবন ॥

১। ক্রোধ হইল মহাদেবী উঠিল কীটাই।
ঢেকা মারি নেকলিয়া দেয়ত খেদাই ॥—২য় পুথি।
এবং
ঢেকা মারি বাহিরে দেঅ নি খেদাই—৩য় ঐ
২। মঙ্গলার মন বুঝি দ্বারী জথ জন।
নিকল নিকল করি বোলে ঘন ঘন ॥— ঐ
মঙ্গলার কথা শুনি দ্বারী কথ জন।
নিকল নিকল করি কহে ঘন ঘন ॥—২য় ঐ
৩। দ্বারী বোলে আমি নহি চাহি তোর ধন—৩য় ঐ

ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি জাও চলি।
নহে বা লাঘব পাইবা মাণ্য পরিহরি ॥] *
ক্রোধ হইল জতিনাথ বোলন্ত বচন।
এমত অসঙ্ক না সুনিছি[1] কদাচন ॥
গাইন গুণিন নানা দেসেত বেড়াএ।
[এমত অধর্ম্ম দেসে লোক নহি জাএ[2] ॥]
মীনের সভাত য়াইলুম নাট করিবারে।
থাউক[3] করিব নাট মারিয়া খেদাএ মোরে ॥ ৪৫৫
ক্রোধ হইয়া জতিনাথ মাদলে দিল সান।
সুন সুন মীননাথ কর অবধান[4] ॥

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। 'না সুনিছি' স্থলে 'নাহি দেখি'—২য় পুথি।

২। 'এমত অধম দেশে আমি নই জাই'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।

এমত অধম দেশে কভু নহি জাএ—৩য় পুথি।

৩। 'থাউক' স্থলে 'আছুক'— ঐ

৪। এ বুলিআ গোর্খনাথ মাদলে দিল সান।
অমৃত সিঞ্চিল জেন কর্ণে হৈল পান ॥— ঐ
এবং –অমৃত সিঞ্চিয়া দিল হেন অনুমান—২য় ঐ

লাচাড়ি।

জাগরণ ছন্দ রাগ।

প্রথম মাদলে হাত   স্থুন গুরু মীননাথ
য়াএ বাপু কর অবধান।
[পড়িয়া কদলির ভোল   রহিলা কামিনীর কোল
হারাইলা সকল (জে) জ্ঞান[১] ॥]
[স্থুন গুরু রহি তথা   মাদলেত কহে কথা
আয় বাপু চিন নি আমারে[২]।]
তুহ্মি গুরু মোচন্দরে   মরণের নাহি ডর
আমি শিষ্য বুঝাই তোমারে[৩] ॥
[শিষ্য পুত্র হই আমি   মোচন্দর গুরু তুমি
পারিবা নি শিষ্য চিনিবারে।

১। 'পড়িয়া কদলীর ভোলে ভেদিলেক কাম-সরে
রহিলা তুহ্মি কামিনীর কোলে'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
পড়িলা কামিনী-ভোলে রহিলা কামিনী-কোলে—
২য় পুথি।

২। 'স্থুন গুরু কহি কথা   মাদলেত কহে কথা
আহ্মারে কি চিন কি না চিন'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।

৩। ইহা ৩য় পুথির পাঠ। আদর্শ পুথির পাঠ এরূপ;—
'আহ্মি শিষ্য তোহ্মারে বুঝাই।'

তিন দিন আয়ু আছে তবে জাইবা যম কাছে
কি বুদ্ধি নিশ্চিন্তে রৈলা ঘরে[১] ॥] *
কড়ার ভিকারি তুহ্মি তোহ্মারে বুঝাই আহ্মি
নব দণ্ড ছত্র ধর মাথে।
রাজ্য-সুখ অবধান তোহ্মার নাহিক জ্ঞান
[তে কারণে ভুলিলা এথাতে[২] ॥] ৪৬০
[হেন হইলা তুমি ভুল না বুঝ দশের বোল
বিপথে সকল হারাইলা।
কদলীর পড়ি ভোল না বুঝ দেশের বোল
নিচিন্তে পুরীর মধ্যে রৈলা[৩] ॥]

১। তিন দিন প্রমাই আছে আর বস (বয়স) হরি নিছে,
নিচিন্তে রহিলা কেনে ঘরে—৩য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। 'হেন কেনে নাথ হইলা ভোল'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
'তোহ্মার নাহিক জ্ঞান' স্থলে 'আপনার নাহি জ্ঞান'—২য়-৩য় পুথি।
৩। 'না বুঝ দেহির বোল * * *
সে সকল সব হারাইলা।
কদলীত পড়ি ভোলে না বুঝ দেসের বোল
নিচিন্তে জে পুরীত রহিলা।' আদর্শ পুথির এই পাঠে কতকটা অসম্পূর্ণতা থাকায় ২য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।
রহিআছ তুমি ভোলে ন বুঝি আপনা বোলে
নিচিন্তে পুরীর মধ্যে রহিলা—৩য় পুথি।

তোহ্মার নাহিক বার[১] রাজ্য হইল অন্যাচার
নিবেদিমু আর কার ঠাই।
[তুহ্মি হও মোহারাজা তোহ্মার জে স্ত্রীতে রাজা
নাম যশ তোমার কিছু নাই[২] ॥]
তোহ্মার জে নাম সুনি য়াইলাম রাজধানি
দরসন করিতে তোহ্মারে।
কদলির রাজা তুহ্মি বিদেসী নাটুয়া আহ্মি
প্রসাদ পাইয়া জাই ঘরে[৩] ॥
[কির্ত্তি করি সর্ব্বদেশ আমি হই কির্ত্তিবেশ
তোমার সভাএ হেন নাই[৪]।]

১। 'বার' স্থলে 'ডর'—২য় পুথি।
২। 'তুহ্মি হও মহারাজা তোহ্মারে করিতে পূজা
তোহ্মা নাম জস কিছু নাই।' আদর্শ পুথির এই
পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
তুমি ভাল হও রাজা তোমা দেশে নারী প্রজা
নাম যশ তোমার কিছু নাই—২য় পুথি।
৩। তোমার জে নাম শুনি আইসএ জে গান গুণী
দর্শন জে করিতে তোমারে।
আমি হই রাজ-নট রাজসভা করি নাট
প্রসাদ পাইয়া যাইমু ঘরে ॥—২য় পুথি।
৪। 'কির্ত্তি জস করি আহ্মি আহ্মি কহি শুন তুহ্মি
তোহ্মার সভাত হেন নাই'—আদর্শ পুথির এই
পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।

নাটুয়া য়াসিয়া দ্বারে অপমান পাইয়া ফিরে
এবা কোন তোহ্মার বড়াই ॥
বড় দাতা সুনি মীন য়াইসে গাইন[১] গুনিন
কলঙ্ক করিয়া জাইব ঘরে[২] ।
হাহা রাজা মীননাথ য়াইলুম তোহ্মার সভাত[৩]
না পারিলুম নাট করিবারে ॥ ৪৬৫
[এমত মাদলে কহে নানা ছন্দে নাগে বাহে
সর্ব্ব পুরি হইল আনন্দিত[৪] ।]
পুরিত য়াছে জত জন[৫] সব হইল একমন
সব য়াইল নাটুয়া বিদিত ॥
সুনিয়া মাদলের রাও পুলকিত হইল গাও
একমনে সুনে রাজা মীন[৬] ।

১। 'গাইন' স্থলে 'গান'—২য়-৩য় পুথি।
২। কলঙ্ক রাখিয়া যায়ে ঘরে—২য় ঐ
কলঙ্ক রাখিআ জাইমু ঘরে—৩য় ঐ
৩। আসিআ তোমার সভাত— ঐ
৪। 'মীন রাজা নিশ্চয় নানা ছলে মাদলে কহে
সর্ব্ব পুরি হইল সানন্দিত'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।
৫। পুরী মধ্যে জথ জন—৩য় পুথি।
পুরী বেড়ি জথ জন—২য় ঐ
৬। মৃদঙ্গের রাঅ শুনি মীননাথ কহে পুনি
মনে মনে করে বিমর্ষন।—৩য় ঐ
'মাদলের রাও শুনি' ইত্যাদি—২য় ঐ

আজিগা[১] না বুঝি ভাও মৃদঙ্গে বিপরিত রাও[২]
নাটুয়া য়াসিছে কোন জন ॥
[বুজিতে ন পারি বোল মাদলেত কিবা রোল
কথা কহে মনিস্থ সগান।
কিবা কহে পুনি পুনি মাদলেত কিবা স্তনি
কিরূপ নাটোয়া এই জন ॥] *

পয়ার। †

স্তনিয়া মাদলের রাও মীন মোহাসয়।
সিগ্র করি নাটুয়ারে য়ানহ নিশ্চয়[৩] ॥
কৈ গেলা কৈ গেলা মোর মঙ্গলা দ্বায়ারি।

১। 'আজিগা' স্থলে 'আজুকা'—২য়-৩য় পুথি
২। মাদলেত কিবা রাঅ—৩য় ঐ
মাদলের কেমন রাও—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
† রাগ—আশাবরী—২য় ঐ
রাগ—স্থহি—৩য় ঐ
৩। মৃদঙ্গের রাঅ স্থনি ঈশ্বর মীনাই।
আন আন নাটোয়া বুলিল ঝাটাই ॥—৩য় ঐ
শুনিয়া মাদলের রাও ঈশ্বর মীনাই।
আন আন নাটোয়াকে বলিলা ঝাটাই ॥—২য় ঐ
ঝাটাই—ঝটিতি, শীঘ্র।

কেমন নাটুয়া য়াইল আন তারে ধরি[১] ॥ ৪৭০
রাজার মনের কথা মঙ্গলাএ জানিয়া ।
রাজার সাক্ষাতে দিল নাটুয়া য়ানিয়া ॥
গোর্খনাথ য়াইল তবে রাজা য়াছে জথা ।
রাজার সাক্ষাতে গিয়া নোয়াইল মাথা[২] ॥
গুরুরে দেখিয়া গোর্খ চিন্তে মনে মন ।
করজোড়ে প্রণামিল গুরুর চরণ[৩] ॥
প্রণাম করিয়া নাথ মাদলে দিল হাত[৪] ।
লোমাঞ্চিত হইয়া বৈসে রাজা মীননাথ ॥
ডিমিকি ডিনিকি করি মাদলে দিল হাত ।

১। আসিছে কেমন নটী আন শীঘ্র করি – ৩য় পুথি
আসিছে কেমন নটী তাকে আন ধরি—২য় ঐ
২। আসিলেক গোর্খনাথ মীন আছে জথা ।
রাজব্যবহার গিয়া নামাইল মাথা ॥—৩য় ঐ
এবং—
রাজ অভিমান গিয়া নোয়াইল মাথা—২য় ঐ
৩। গুরুকে দেখিআ গোর্খে করে নমস্কার ।
একপদে একে একে পঞ্চ নমস্কার ॥—৩য় ঐ
গুরুকে দেখিয়া নাথে কৈল নমস্কার ।
আগু হইয়া নমস্কার করে পঞ্চবার ॥—২য় ঐ
৪। ‘হাত’ স্থলে ‘ঘাত’—৩য় ঐ

[অমৃত সিঞ্চিল জেন দিয়া কর্ণপথ[১] ॥] ৪৭৫
[তাহার পশ্চাতে বাম মাদলেত ঘাত[২] ।
সর্ব্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ ॥] *
লঙ্গ মহালঙ্গ দুই দূতে পুরে তাল ।
[ঝুমুরে ঝুমুরে শব্দ উঠে অতি ভাল[৩] ॥]
নাচেন্ত (জে) গোর্খনাথ তালে করি ভর[৪] ।
মাটিতে না লাগে পদ তালের উপর ॥
নাচন্তি জে গোর্খনাথ ঘাঘরের রোলে[৫] ।
[কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে হেন বোলে[৬] ॥]

১। 'অম্রেত সিঞ্চিল জেন হইল উতপাত'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ-বোধে ২য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।

ডিম ডিম দক্ষিণ মাদলে কহে বাং ।
অমৃত সিঞ্চিল ইত্যাদি—২য় পুথি।
ডিম ডিম দক্ষিণ মাদলে দিল সান ।
অমৃত সিঞ্চিল জেন কর্ণে হৈল পান ॥—৩য় ঐ

২। 'ঘাত' স্থলে 'হাত'—২য় ঐ

* বন্দনার অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

৩। 'তালের নিনাদ জেন সোভা করে ভাল'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।

'ঝুমুরে ঝুমুরে' স্থলে 'ঝুমুকে ঝুমুকে'—২য় পুথি।

৪। 'তালে করি ভর' স্থলে 'শূন্যে করি ভর'—৩য় ঐ

৫। 'রোলে' স্থলে 'রোল'—২য় ঐ

৬। আদর্শ পুথিতে এই চরণ নাই, ইহা ৩য় পুথির পাঠ।

কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলের বোল—২য় ঐ

নবীন কুকিলে জেন আধ আধ বোলে।
কায়া সাধ কায়া সাধ মন্দিরাএ বোলে ॥ ৪৮০
হাতের ঠমকে নাচে পদ নহি লড়ে।
গগনমণ্ডলে জেন বিজ্‌লি সঞ্চরে ॥
[হাতের ঠমকে নাচে গাঅ নহি লড়ে।
আপনে ডুবাইলা ভরা[১] গুরু মোচন্দরে ॥] *
[অবধান কর বাপু নোয়াম জে মাথা।
মুখেতে উত্তর নাহি মাদলেতে কথা[২] ॥
গোর্থনাথ নাচয় নেপুর রুণুঝুণু।
শুনিয়া জে মীননাথ পুলকিত তনু[৩] ॥] †
গোর্থনাথ নাট করে নপুরের ধ্বনি।
কতুক দেখিতে আইল জতেক রমণী ॥ ৪৮৫
মীনের সভাতে নাহি পুরুষের গতি।
কদলি সহিতে মীন জেন নিসাপতি[৪] ॥

১। 'ভরা' স্থলে 'কায়া'—২য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
২। মুখেত ন বোলে কিছু মাদলে কহে কথা—৩য় ঐ
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। দেখিতে দেখিতে মীন পুলকিত তনু— ঐ
৪। মীনের সভাতে নাই পুরুষ আকার।
তারকা মণ্ডলে জেন চন্দ্র অবতার ॥—২য় ঐ

মীননাথে বোলে স্থন মোর জথ সখি।
এমত নাটুয়া আহ্মি কভো নহি দেখি ॥
দেখিয়া নাটুয়ার রূপ জগতমোহোনি[১]।
মধুর বচনে মীন কহে পুনি পুনি ॥
তোহ্মি হেন সোন্দর নাহি ভুবন ভিতর।
নাটবিত্তি (বৃত্তি) করি কেহ্নে খাও নিরন্তর[২] ॥
প্রথম বয়স তোর জৌবন পুরণ।
হেন বসে স্বামি নাই কিসের কারণ[৩] ॥ ৪৯০
নাচিয়া গাহিয়া খাইতে কিসের পৌরস।
নাটুয়া হইয়া কেনে জৌবন কর বশ[৪] ॥

১। 'নাটুয়ার' স্থলে 'নটীর'—২য়-৩য় পুথি
'মোহোনি' স্থলে 'মোহিনী'—২য় ঐ
২। তোমা হেন রূপ নাই জগত ভিতর।
নটীবৃত্তি কেন কর বঞ্চ একেশ্বর ॥— ঐ
৩। প্রথম বয়স তোর নবীন যৌবন।
হেন বসে স্বামী নহি কর কি কারণ ॥— ঐ
৪। নাচিয়া গাইয়া খাও কথেক পৌরস।
নটী হইলে হয়ে জানি বহু লোক বশ ॥— ঐ
এবং—
নটী হৈঞা হয় তুমি সভানের বস—৩য় ঐ
অথবা—
'নটী হৈঞা হও তুমি সভানের বশ' এরূপ হইবে কি ?

রাজপাটেশ্বরী হইতে তোহ্মার উচিত।
নাট ভেস এড় তুহ্মি এ বড় কুর্সিত[১] ॥
মোর পুরে থাক তুহ্মি হও পাটেশ্বরী।
মঙ্গলা কমলা (হোতে) তোহ্মারে আদরি ॥
[প্রথম বএস তোর জৌবন পূরণ।
হেন বসে সোআমী নাহি কর কি কারণ ॥]*
এরূপ জৌবন তুহ্মি না কর বিফল।
আহ্মাতে ভজিয়া রূপ করহ সাফল[২] ॥ ৮৯৫
আহ্মি হেন রাজা নাহি এ তিন ভুবন।
[আমাকে ভজিয়া কর সাফল জৌবন[৩] ॥]
[আহ্মি হেন রাজা নাহি গুণের সাগর[৪] ।]
সোল সয় কদলির আহ্মি সে নাগর[৫] ॥

১। নটী বেশ রাখ তুমি এ সব কুৎসিত—২য় পুথি।
নটী বিত্তি এড় তুমি ইত্যাদি—৩য় ঐ

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

২। আমাকে ভজিয়া কর জনম সাফল—২য় ঐ
আমাকে বরিয়া কর যৌবন সাফল—৩য় ঐ

৩। 'আহ্মাতে ভজিয়া কর জৌবন সাফল'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ-বোধে ২য় পুথির পাঠ দিলাম।

৪। 'আহ্মি হেন রাজা নাহি এ তিন ভুবন'—আদর্শ পুথির এই পাঠ পূর্ব্বোক্ত কারণে ত্যাগ করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।

৫। ষোল শ নারীর মধ্যে একেলা নাগর—২য় ঐ

সোল সয় কদলি পালি আপনার গুণে।
তোহ্মারে পালিব আহ্মি জেই লএ মনে[১] ॥
হাসিয়া বোলএ তবে[২] জতি গোরখাই।
তোহ্মার সমান পুরুষ ভুবনেত নাই[৩] ॥
তোহ্মা সম পুরুষ জে নাহি কোন দেস।
গলি গেল ষোহারস য়াউ (আয়ু) মাত্র সেস ॥৫০০
কদলীর রাজা তুহ্মি মীন অধিকারী[৪]।
উঠিতে না পার গাত্র আপনা সম্বরি[৫] ॥
এমত বয়স তোহ্মার মুখে নাহি লাজ।
অকারণে[৬] কথা কহ কামিনী সমাজ ॥
হাত তালে কথা কহে জতি গোরখাই।
মাদলের সানে কহে গুরুরে বুঝাই[৭] ॥

১। আদর্শ পুথিতে 'জেই লএ' স্থলে 'আপনার' আছে। তাহা ঠিক নহে মনে করিয়া ২য়-৩য় পুথির পাঠ গ্রহণ করিলাম।

২। 'বোলএ তবে' স্থলে 'উত্তর দিলা'—২য়-৩য় পুথি।

৩। তুমি হেন লোকগুরু জগতেতে নাই—২য় ঐ
তোমার সমান রাজা জগতেত নাই—৩য় ঐ

৪। 'অধিকারী' স্থলে 'অধিপতি'—২য় ঐ

৫। উঠিতে না পার মাত্র আপনা সকতি— ঐ

৬। 'অকারণে' স্থলে 'আর হেন'—২য় ঐ

৭। হাতে তালি দিয়ে গাহে যতি গোরখাই।
মাদলের শব্দে কহে গুরুকে বুঝাই ॥— ঐ

সাধ সাধ আপনা কায়া মাদলেত বোলে[১] ।
সর্ব্ব ধন হারাইলা কামিনীর কোলে ॥
বুঝ বুঝ য়এ গুরু পূর্ব্ব সব বার্ত্তা ।
মুখেত উত্তর থাউক মাদলে কহে কথা ॥ ৫০৫
গুরু হইয়া না (হি) বুঝ আপনার বোল ।
কায়া সুখাইল তোহ্মার কামিনীর কোল[২] ॥
[অভয় ভাণ্ডার গুরু নির্ভয়ে নিল হরি ।
সুধা ঘর গৃহ তুমি রহিছ পসরী ॥] *
নাচেন্ত (জে) গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর ।
[মাটীতে না লাগে পাও আলগা উপর ॥] †
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোচন্দর ।
[তুমি গুরু মোচন্দর জগত ঈশ্বর ॥] ‡
মাদলের তাল সুনি ভোলে মীন জাএ ।
মাদলের রাএ কেনে গুরু মোরে কহে[৩] ॥ ৫১০

১। কায়া সাধ কায়া সাধ মাদলে জে বলে—২য় পুথি ।
২। কায়া শুটা কৈলা গুরু কামিনীর কোল— ঐ
শুটা—শুষ্ক হইবার পূর্ব্বাবস্থাকে 'শুটা' বলা হয় ।
দৃষ্টান্ত স্থলে 'শুটা পানের' উল্লেখ করা যাইতে পারে ।
* † ‡ বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ।
৩। মাদলের রাও সুনি ভোলা মীন রাএ (রায়) ।
নটীর মাদলে মোরে গুরু কেন কএ ॥—২য় ঐ

নাট কর নাটুয়া তাল বাহ ছলে।
তোহ্মার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে[১] ॥
এক সিস্য য়াছে মোর জতি গোরখাই।
আর সিস্য আছে মোর গাভুর সিধাই (সিদ্ধাই) ॥
দুই সিস্য য়াছে মোর আহ্মি জানি ভালে।
তোহ্মি কেনে গুরু হেন মোরে বোল ছলে[২] ॥
বাপু হেন তুহ্মি কেনে গুরু হেন বলি[৩]।
এহি সে কারণে মোরে জাইতে চাহ ছলি ॥
বুড়া নহে আহ্মি তরুনি কিসে লাগে[৪]।
[সতেক তরুণ না লাগয়ে মোর আগে[৫] ॥ ৫১৫
দেখিবা বুড়ার বল ধরিবাম বলে[৬]।]
মীনের পুরিত য়াসি জাইতে চাহ ছলে ॥

১। নাট কর নটী তুমি তাল বাহ ছলে।
তোমার মৃদঙ্গে মোরে গুরু কেন বলে ॥—২য় পুথি।
২। তোমার মাদলে মোরে গুরু কেন বলে— ঐ
৩। বুড়া দেখি তুমি মোরে গুরু হেন বুলি— ঐ
৪। বুড়া নহি হই আমি তরুণ (কিসে) লাগে— ঐ
৫। 'সতেক তরুনি তবে নাহি মোর য়াসে'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অর্থহীন বোধে ২য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।
৬। 'আহ্মারে দেখিবা বুড়া ধরিমু তোহ্মা বলে'—আদর্শ পুথির এই পাঠ পূর্ব্বোক্ত কারণে ত্যাগ করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।

কাঞ্চুলি ছিড়িয়া তোর খসাইমু কবরি।
আহ্মার সভাত য়াসি জাইতে চাহ ফিরি[১] ॥
গোর্খনাথে বোলে তবে বুকে মারি ঘাত[২]।
না বোল না বোল গুরু বাপ মীননাথ[৩] ॥
তোহ্মার সিস্য গোর্খনাথে বিবাহ কৈল মোরে[৪]।
বিবাহ করিয়া গেল বিজয়া নগরে[৫] ॥
বিবাহ করিয়া নাথ না রহিল ঘর[৬]।
তাহান উদ্দেসে আহ্মি ভ্রমি দেসান্তর[৭] ॥ ৫২০
স্থনিলাম গুরু তুহ্মি য়াপনে মোচন্দর।
চাহিতে য়াইলুম আমি তোহ্মার নগর[৮] ॥

১। কাঞ্চুলী খসাইমো তোর খসামু কবরী।
মীনের পুরীতে আসি জাইতে চাহ ফিরি ॥—২য় পুথি।

২। মূলে 'ঘাত' স্থলে 'ঘাও' লেখা আছে, কিন্তু উহা যে 'ঘাত' হইবে, তাহা দৃষ্টি মাত্রই বুঝা যায়। ২য় পুথিতেও তাহাই আছে।

৩। না বল না বল বাপু গুরু মীননাথ—২য় পুথি।

৪। 'তোহ্মার শিস্য' স্থলে 'মোর স্বামী'—২য়-৩য় পুথি এবং 'বিবাহ' স্থলে 'বিহা'—৩য় ও 'বিভা'—২য় পুথি।

৫। বিভা করি গেল নাথ বিজয়া নগরে—৩য় ঐ

৬। 'বিবাহ করিয়া' স্থলে 'বিহা করি গেল'—২য় ঐ

৭। 'দেশান্তর' স্থলে 'নিরন্তর'—২য়-৩য় ঐ

৮। শুনিলু তাহার গুরু তুমি মোচন্দর।
তেকারণে আইলু আমি তোমার গোচর ॥—২য় ঐ

[প্রণাম করিতে আইলুম তোমার চরণ।
নানা দেশে ভ্রমিয়াছি গোর্খের কারণ ॥] *
তোম্মার পুত্রবধু আক্ষিত নিশ্চয়।
না বোল না বোল নাথ এহি অবছএ[১] ॥
এ সব স্থনিয়া তবে বোলে মোচন্দর।
স্থনিয়া তাহার কথা লজ্জিত অন্তর[২] ॥
জির্ভাত কামুড় দিয়া মাথা কৈল হেট।
না জানিয়া কৈলুম পাপ বচন প্রকট[৩] ॥ ৫২৫
কহ কহ মাও মোর গোর্খ কোন ঠাই।
কথাত য়াছএ গোর্খ দরসন না পাই[৪] ॥
জতিনাথে বোলে বাপু চিন কি না চিন[৫]।

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
১। তোমা শিস্তবধূ হই আমি ত নিশ্চিত।
না বোল না বোল বাপু এ সব কুশ্চিত ॥—২য়-৩য় পুথি।
মূলে আছে 'য়বছএ'।
২। স্থনিআ গোর্খের নাম ভোলা গোচন্দর।
তা স্থনিআ হইলেক ইত্যাদি—৩য় ঐ
শুনিয়া গোর্খের বাণী ভোলা মোচন্দর।
হায় হায় বলিয়া হৈলা ইত্যাদি—২য় ঐ
৩। ন জানি করিলুম পাপ বচন সংকট—৩য় ঐ
না জানিয়া কৈলু কথা বচন সঙ্কট—২য় ঐ
৪। কোথায় রহিল পুত্র দর্শন না পাই—২য় ঐ
৫। 'চিন কি' স্থলে 'চিন বা'— ঐ

আক্ষিহ য়াসিলে গোর্খ য়াসিব য়থন১ ॥
নাচন্ত জে গোর্খনাথ মীনের দিকে চাহি।
হাত ঠারে চক্ষু সানে গুরুরে বুঝাহি২ ॥
মাদলে কহেন কথা সুনে মীননাথ।
নানা ছলে কথা কহে মাদলে দিয়া হাত৩ ॥
[চিন যদি চিনহ না চিন যদি নাই।
হেন সে হইলা ভোলা ঈশ্বর মীনাই ॥ ৫৩০
বুঝিলাম অহে গুরু নিজ মনে বাসি।
যোগের হইলা ঠুগ্র কদলীতে আসি ॥] *
তা সুনিয়া জুক্তি করে কদলীর মাই।
মায়া করি আসিয়াছে জতি গোরখাই ॥
[না হএ নাটোয়া এহি গোর্খ মহাজন।
তা সুনিয়া জুক্তি করে কদলীর গণ ॥
মায়া করি আসিআছে জতি গোরখাই।
এহারে রাখিলে প্রভু নিবেক ভোলাই ॥] †

১। আমি যদি ডাকি গোর্খ আসিব এথন—২য়-৩য় পুথি।
২। হাত্ত সানে চক্ষু ঠারে গুরুকে বুঝাই— ঐ
৩। নানা ছন্দে বাহন্ত মাদলে দিআ হাত্ত—৩য় ঐ
নানা ছন্দে বাহে নাথ মৃদঙ্গেতে হাত্ত—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

কদলীএ জোক্তি করে একত্র হইয়া[১] ।
নাটুয়া বিদায় কর দান প্রসাদ দিয়া[২] ॥ ৫৩৫
কমলাএ বোলে ভন নাটুয়া সোন্দর ।
নাট ভঙ্গ করি চল য়াপনার ঘর[৩] ॥
নাথে বোলে স্থন তবে মুক্ষ পাটেশ্বরি ।
অধ (অৰ্দ্ধ) তালে নাট ভঙ্গ করিতে না পারি ॥
নাচন্ত জে গোর্থনাথ মাদলেত হাত ।
সিস্ত পুত্র চিনি লও[৪] গুরু মীননাথ ॥
মীনে বোলে জদি হও জতি গোরখাই ।
আলগ আসনে নাট কর দেখি চাহি[৬] ॥
মীনের স্থনিয়া হেন মধুর বচন ।
আলগ আসনে নাট করে ততক্ষণ ॥ ৫৪০

১। কদলী সকলে বোলে একত্র হইয়া—২য়-৩য় পুথি ।
২। 'দান প্রসাদ' স্থলে 'প্রসাদ জে'—২য় ঐ
এবং 'প্রসাদ দান'—৩য় ঐ
৩। 'কমলাএ' স্থলে 'মঙ্গলাএ'—৩য় পুথি এবং 'ভন,' 'সোন্দর' এবং 'ঘর' স্থলে যথাক্রমে 'ভৈন,' 'সোন্দরী' ও 'পুরী,—
ভন = ভৈন — ভগ্নী ।—২য়-৩য় পুথি ।
৪। 'তবে' স্থলে 'দেবি'—২য়-৩য় পুথি ।
৫। 'চিনি লও' স্থলে 'চিন বাপু'— ঐ
৬। আলগ আসনে নাট কর মোর ঠাই—৩য় ঐ
'আলগ' স্থলে 'আলগা'—২য় ঐ

দেখিয়া জে মীননাথে বুঝিয়া না বুঝে[১] ।
[তুমি যদি গোর্খ হও নাচ জল মাঝে ॥] *
জল পরে থাল[২] রাখি নাট কর তোহ্মি ।
তবে গোর্খনাথ হও জানিবাম আহ্মি[৩] ॥
মীনের বচন স্তুনি গোর্খ মোহাজন ।
জলের উপরে নাচে জে হেন খঞ্জন[৪] ॥
মীনে বোলে স্যাচা পুত্র জতি গোরখাই ।
পড়িছি কামিনীর ভোলে কিরূপে এড়াই[৫] ॥
[না কর না কর বাপু না কর জতন ।
পৈশ্চাতে সাধিমু জোগ জেই লএ মন[৬] ॥ ৫৪৫

১। তা দেখিয়া মীননাথ বুঝে বা না বুঝে—২য় পুথি
" " বুঝে কি ন বুঝে—৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ২য়-৩য় পুথি হইতে গৃহীত ।
২। 'থাল' স্থলে 'সরা'—২য়-৩য় ঐ
৩। তবে তুমি গোর্খনাথ জানিবাম আমি—২য় ঐ
আদর্শ পুথিতে 'জানিবাম' স্থলে 'জানিলাম' আছে ।
৪। 'মোহাজন' স্থলে 'ততক্ষণ'—২য়-৩য় ঐ
জল পরে সরা রাখি নাচয়ে আপন—২য় ঐ
৫। মীননাথে বোলে মুই জানিলুম গোর্খাই ।
পড়িছি কামিনীর কোলে কিরূপে এড়াই ॥—৩য় ঐ
পড়িলু কদলী ভোলে কিরূপে ছাড়াই—২য় ঐ
৬। না কর না কর পুত্র আমার যতন ।
পশ্চাতে সাধিব কায়া জেই লয়ে মন ॥— ঐ

যতিনাথে বোলে গুরু তত্বে দেঅ মন।
মন দেঅ ব্রহ্মা জ্ঞান করিআ জতন[১] ॥] *
য়াসম্ভা (?) না কর গুরু সুনহ বচন।
মায়াত পড়িয়া গুরু হারাইলা গান (জ্ঞান) ॥
সরির সুখাইলা গুরু তেজিবা জীবন।
এতেকে কহিল আহ্মি স্বরূপ বচন[২] ॥
জোগিয়ার ঘরে তুহ্মি মাগিয়া খাইবা গিয়া।
আপনে ডুবিলা গুরু সোচা কৈলা কায়া ॥
[কড়ার ভিখারী গুরু মাথাতে ছত্তর।
ষোল শ নারীর মৈদ্ধে একেলা নাগর[৩] ॥ ৫৫০
মাগিয়া খাইছ গুরু বেড়াই ঘরে ঘর।
আপনে ডুবালা গুরু কায়া আপনার[৪] ॥] †

১। যতিনাথ বলে গুরু ভক্তিতে দেও মন।
মুদ্রা ছিকল করি পরম যতন ॥—২য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
২। মায়াতে পড়িয়া গুরু হারাইল জ্ঞান।
শরীর শুখালা গুরু হারাইলা পরাণ ॥—২য় ঐ
ভোলেত পড়িআ গুরু হারাইলা জ্ঞান।
শরীর শুখাইলা গুরু কাষ্ঠের সমান ॥—৩য় ঐ
৩। কড়ার ভিখারী জুগী মাথাত ছত্তর।
সোল শ কদলী লৈআ খেলি (কেলি?) নিরন্তর ॥—ঐ
৪। মাগিআ খাইছ জুগী ঘরে ঘরে গিআ।
আপনে ডুবাইলা গুরু আপনার কায়া ॥— ঐ
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে ॥

ডুবিল তোহ্মার নৌকা[১] কাছি গেল ছিড়ি।
তোহ্মার সকল ভুরা করিলেক চুরি[২] ॥
আহ্মার বচন তুহ্মি কিছু নহি লও।
পড়িছ কদলির ভোলে মনে ভাবি চাও ॥
[গুরুর বচন তোমার কিছু নাই ভয় (ভায় ?)।
যথেক সম্পদ তোমার তুলি দিলা নাএ[৩] ॥] *
সোল সয় কদলি লইয়া কর গাভুরালি।
জথ ধন য়াছিল সকল দিলা ডালি[৪] ॥ ৫৫৫
য়াপনার ধন দিয়া ঘর কৈলা শূন্য।
এ সব কহিল আহ্মি প্রতক্ষের চিন্য[৫] ॥

১। 'নৌকা' স্থলে 'ভরা'—২য় পুথি।
২। তোমার সকল ধন কদলী নিল হরি—৩য় ঐ
তোমা জথ ধন ছিল নারী নিল হরি—২য় ঐ
৩। 'গুরুর বচন তোমার মনে নাহি ভয় (ভায় ?)।
চাউল (?) সমূল তুমি তুলি দিলা নাএ ॥—৩য় ঐ
নাএ—নৌকায়।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। মরণের কথা গুরু সব গেছ ভুলি—২য় ঐ
মরণের কথাখানি আছিলা জে ভুলি—৩য় ঐ
৫। আপনার ধন দিআ ভাণ্ডার কৈলা খালি।
আছিল জথেক ধন সব দিলা ঢালি ॥— ঐ
'ভাণ্ডার' স্থলে 'ঘর'—২য় ঐ

প্রদিব নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে।
কি কাজ বান্ধিলে য়াইল জল ন থাকিলে[১] ॥
সিখড় কাটিলে তবে পড়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে জিএ মাছ[২] ॥
লড়িবারে সক্তি নাহি গুরুর সকতি[৩]।
দ্বারখান মুক্ত করি করিলা বসতি ॥
মুক্ত দ্বার পাই চোর হইল[৪] সতান্তর।
সর্ব্ব ধন হরি নিল শূন্য হইল ঘর[৫] ॥ ৫৬০
অজ্ঞান হইলা[৬] গুরু কৈলা কোন কাম।
অনন্ত সিদ্ধাএ সুনি ঘোসিব কুনাম[৭] ॥

১। আইল বান্ধি কি করিব জল আগে গেলে—২য় পুথি
আইল বান্ধিলে ফল নাহিক জল গেলে—৩য় ঐ
২। শিখর কাটিলে জেন উফরয়ে গাছ।
জল বিনে কথাতে শুনিছ জিয়ে মাছ ॥—২য় ঐ
শিখর নড়িলে বাএ উফারিব গাছ।
বিনি জলে আছএ কথাত জিএ মাছ ॥—৩য় ঐ
৩। উঠিবার বল নাহি নাহিক সকতি।—২য়-৩য় ঐ
৪। 'হইল' স্থলে 'পাইল'— ঐ
৫। সর্ব্ব ধন হরি নিয়া খালি কৈল ঘর—২য় ঐ
সর্ব্ব ধন নিল চোরে খালি হৈল ঘর—৩য় ঐ
৬। 'অজ্ঞান হইলা' স্থলে 'জ্ঞানমত্ত হৈআ'— ঐ
'কুনাম' স্থলে 'বদনাম'—২য় ঐ

জ্ঞান (জ্ঞান) তেজি পাইলা গুরু কদলির ম্নাতা[১]।
আগে মিঠা পাছে তিতা সুন তার কথা[২] ॥
কামেত পীড়িত হইলা দেখিয়া জুবতি।
জীবন সংসয় হইল এবে কোন গতি[৩] ॥
মুখ হোতে লোট পড়ে কর্ণের পড়ে পুজ।
মেড়ু দাড়া ভাঙ্গিল গুরু হইলেক গুজ[৪] ॥
হিয়া লড়খড় হইল বগুলার পাখি।
হাউর পানিত হইল ঘোল বর্ণ আখি[৫] ॥ ৫৬৫
ভাণ্ডার সুখাইল (গুরু) গুণে (ঘুনে) খাইল পালা।

১। '.তেজি' স্থলে 'এড়ি'—২য়-৩য় পুথি।
'মাতা' স্থলে 'মাথা'—৩য় ঐ
২। আগে মিঠা লাগে গুরু পাছে লাগে তিতা— ঐ
এই চরণের 'গুরু' স্থলে 'নারী'—২য় ঐ
৩। কামে বিমোহিত হৈলা কৈলা বড় দোষ।
জীবন তরিতে এবে হইল কসাকস ॥—২য়-৩য় ঐ
৪। আখি হোতে লোট পড়ে কর্ণ হোতে পুজ।
মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া নিকলি গেল গুজ ॥—২য় ঐ
আখি হোন্তে লোট গলে কর্ণ হোন্তে পুজ।
মেরুদানা ভাঙ্গি গুরু নিকলিল গুজ ॥—৩য় ঐ
৫। হারুয়াল পাখি জেন ঘোর দুই আখি।—২য় ঐ
পাকিছে মাথার কেশ বকুলার পাখী।
মলিন হইআ বহি আছে দুই আখি ॥—৩য় ঐ

গৃহ ভাঙ্গি গেলে পুনি ঘর হইব ধোলা[১] ॥
ভাল কহ গোর্খনাথ লএ মোর মনে[২] ।
অথ সব কথা কহ[৩] স্বরূপ বচনে ॥
[করিলাম গৃহবাস আর রাজেশ্বর ।
নবদণ্ড ছত্র ধরি সিরের উপর[৪] ॥]
সোল সয় কদলি মোরে সেবিতে য়াছে নিত ।
তাহার অধিক য়ার কি য়াছে পৃথিবীত[৫] ॥

১। ভাঙ্গিআ পড়িব ঘর ঘুনে খাইল পালা ;
ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু কতেক হৈব ভালা ।—৩য় পুথি
মালুম খসিল গুরু ঘুনে খাইল পালা ;
ভাঙ্গা ঘরখানি গুরু কভু নহে ভালা ॥—২য় ঐ
ধোলা—ধুলা ।
২। মনে বোলে ভাল কহ লএ মোর মন—২য়-৩য় ঐ
৩। 'কথা কহ' স্থলে 'কহ তুমি'—২য় ঐ
এবং 'কহ পুত্র'—৩য় ঐ
৪। 'গৃহবাস করিলুম য়ার যত রাজস্ব ।
আহ্মার মাথাএ ছত্র ধরএ বুস্ত (?) ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম। সম্ভবতঃ অবস্থ' স্থলে ভ্রমক্রমে 'বুস্ত' লেখা গিয়াছে।
মাথাএ ধরিআছে নব দণ্ড জে ছত্তর ।—৩য় পুথি
৫। এহা থাকি সুখ কিবা আছে পৃথিবীত—২য় ঐ
তাহাতুন অধিক কিবা ইত্যাদি—৩য় ঐ

জর্ম্মিলে মরণ য়াছে কহিল নিশ্চয় ।
মাগিয়া খাইতে মোর সক্তি নাহি হএ[১] ॥   ৫৭০
মোর গুরু মোহাদেব জগত ঈশ্বর ।
গঙ্গা গৌরি দুই নারী থাকে নিরন্তর[২] ॥
য়ার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর ।
হেনরূপে করে গুরু কেলি কুতুহল[৩] ॥
তান য়াছে গৃহবাস আহ্মি কোন হই ।
তবে মোর এক গতি সুন আহ্মি কৈই[৪] ॥
এতেক কহিল জদি ঈশ্বর মিনাই ।
গোর্খনাথে সুনি তবে কহিল বুঝাই[৫] ॥

১। পৃথিবীতে জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু হএ ;
মাগিআ খাইতে মোর বল নাহি গাএ ॥—৩য় পুথি।
জর্ম্ম হইলে পৃথিবীতে ইত্যাদি—২য় ঐ
২। 'থাকে নিরন্তর' স্থলে যথাক্রমে 'তান পরিকর'
ও 'তান সহচর'—২য়-৩য় ঐ
৩। হেনরূপে করে (গুরু) ক্রীড়া মনোহর—২য় ঐ
অনুক্ষণ কেলি গুরু করে নিরন্তর—৩য় ঐ
৪। এক গতি তান মোর সুনহ গোরখাই—২য় ঐ
তান মোর একৈ গতি ইত্যাদি—৩য় ঐ
৫। গোর্খনাথে কহে ভাল গুরুকে বুঝাই—২য় ঐ
পুনি গোর্খনাথে বোলে ইত্যাদি—৩য় ঐ

[হর মনিস্থ নহে জ্ঞান অনাদিনিধন। -
ভাবিআ দেখহ গুরু তুহ্মি কোন জন ॥] * ৫৭৫

লাচাড়ি ॥

দীর্ঘ ছন্দ ॥ †

[অহে গুরু মীননাথ শরীর করিলা পাত
তবে কেন না সাধিলে জোগ।
তেজিলা গুরুর বোল কামরসে হইলা ভোল
মরণ করিলা উপভোগ[১] ॥]
য়াএ গুরু ভাব মনে মন কর স্তাবনে (?)[২]
সেহ সে মোহাদেব হএ।
এক ভুগি (ভোগী) নহে হর সর্ব্ব ভুগি (ভোগী) নিরন্তর
ভাঙ্গ ধুতুরা সব খাএ ॥

---

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

† রাগ গুঞ্জরী—২য়-৩য় পুথি।

১। 'সরিল করিলা পাত য়াএ গুরু ভোলানাথ
তবে কেনে না সাধিলা জোগ।
তেজিয়া গুরুর বোল * * *
মরণ করিলা তুহ্মি সার॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ অপেক্ষা স্পষ্টতর মনে হওয়ায় ২য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।

২। চাহ ভাবি নিজ মন মনে করি বিমর্ষন
সে জে গুরু মহাদেব হএ।

নারী লইয়া করে কেলি কোন সমে নহি ভুলি[১]
বিস্মরণ নাহিক তাহার।
এক মুর্ত্তি না হএ শিব জগত জনের জীব
সর্ব্ব ভোগ করেন য়াহার (আহার)॥
[আএ গুরু চারি চন্দ্র সরিরে হএ সঙ্কেত ব্যাপিত রএ
তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ[২]।
আদি চন্দ্র নিজ চন্দ্র উনমত্ত গরল চন্দ্র
এই চারি সংসার ব্যাপন[৩]॥
আএ গুরু আদি চন্দ্র কর স্থিতি নিজ চন্দ্র সমাহিতি
উনমত্ত চন্দ্র করিআ সন্ধান[৪]।

এক রূপ নহে হর * * *
ভাঙ্গ ধুতুরা নিত্য খাএ॥—২য় পুথি।
১। তত্ত্ব না রহে ভুলি— ঐ
তত্ত্ব ন জাএ ভুলি—৩য় ঐ
সমে—সময়ে।
২। 'য়এ গুরু য়াদি চন্দ্র স্থির কর নিজ মন্ত্র
উনমত্ত জে করহ বন্ধন'—আদর্শ পুথির এই অসম্পূর্ণ পদ অপেক্ষা পরিষ্কার অর্থদ্যোতক মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ গ্রহণ করিলাম।
চারি চন্দ্র সর্ব্ব দেহে সঙ্কেত ব্যাপিত রহে
তাহারে সাধিলে পরিত্রাণ।—২য় পুথি।
৩। এই চারি সংসারে জ্ঞাপন— ঐ
৪। আদ্য চন্দ্র করি স্থিতি নিজ চন্দ্র সামাই তথি
উনমত্ত করিয়া সন্ধান।— ঐ
২য় পুথিতে ইহার পরবর্ত্তী চরণ নাই।

তিন চন্দ্র সম্বরিয়া আপনা × দিয়া
গরল জে চন্দ্র কর পান ॥] * ৫৮০
তিন চন্দ্র সম্বরিয়া গড়ল চন্দ্র ভক্ষিয়া
তবেহ সকল রক্ষা পাএ।
কোন কর্ম্ম তুঞ্চি কৈলা গ্যান (জ্ঞান) সব পাসরিলা
গুরু চিন কেমন উপাএ (উপায়) ॥
আএ গুরু স্থান হোতে লড়িবার সক্তি নাহি তোম্মার
তোম্মার জীবনের নাহি য়াসা (আশা)[২]।

*. বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত হইল।

১। তিন চন্দ্র সম্বোধিয়া ক্ষেমাই তারে দিব্য থুইয়া
তবে সে সকল রক্ষা পাএ।
হেন কর্ম্ম না করিলা সব তুমি হারাইলা
শুন গুরু কেমন উফাএ (উপায়) ॥—২য় পুথি।
চারি চন্দ্র সরিয়া এ ভব-সিন্ধু তরিআ
তবে সে সকল রৈক্ষা পাএ।

জীবনের কি হৌক উকাএ ॥—৩য় ঐ

আদর্শ পুথিতে এই পদের পর নিম্নোক্ত চরণটি বেশী দেখা যায়,—

চন্দ্রবর রাখিয়া মনাইরে জে পেমা দিয়া
গরল জে কর পান।

২। জীবনের না থুইলা আশ—২য় পুথি।
জীবনের নাহি দেখন আশ—৩য় ঐ

কহি আহ্মি হিতবাণী[1] চাহ তুহ্মি মনে গুনি
জদি থাকে জীবনের য়াসা[2] ॥
আএ গুরু উলটিয়া জোগ ধর কায়া তোহ্মার স্থির কর
নিজ মন্ত্র করহ স্মোরন[3] ।
[উলটিয়া আপনা ত্রিপির্নি দেঅ জে স্থানা (পানা ?)
থাল জোর ভরিতে কারণ ॥
আএ গুরু কহে সেখ ফাজুল্লাএ সুন গুরু মীন রাএ[4],
এবে আপন চিন্তা সার[5] ।
কামশাস্ত্র বুজি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা
গোর্খবাক্য পিণ্ড রৈক্ষা কর ॥ আএ গুরু ।] *

পয়ার ছন্দ।

গোর্খের বচন সুনি ঈশ্বর মিনাই ।
সম্বোধিয়া[6] সিস্ত পুত্র কহন্ত বুঝাই ॥ ৫৮৫

১। আমি কহি তত্ত্ববাণী—২য়—৩য় পুথি।
২। জদি থাকে জীবন হাবিলাস—৩য় ঐ
৩। উলটিয়া জোগ ধর আপনা স্থির কর
গুরুবাক্য করহ স্মরণ—৩য় ঐ
৪। 'সেখ' স্থলে 'মির' এবং 'গুরু' স্থলে 'রাজা'—২য় ঐ
৫। এবে আপনারে রক্ষা কর— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৬। 'সম্বোধিয়া' স্থলে 'পুনরপি'—২য়—৩য় ঐ

ভাল কহ য়এ পুত্র জতি গোরখাই[১] ।
উলটি সাধিতে জোগ গাএ বল নাই[২] ॥
কেমতে সাধিব জোগ বিপতে (বিপথে) মরিমু ।
ই কুল উ কুল আহ্মি কিছু না পাইমু[৩] ॥
চল চল য়এ পুত্র সিবের জে ঠাই[৪] ।
আহ্মার সম্বাদ তানে কহিবা বুঝাই[৫] ॥
তোমারে দেখিয়া মোর প্যাট্টা হেন বুক ।
মিত্তুকালে না দেখিলুম গাভুর সিধার মুখ ॥
কাথা ঝুলি নেয় পুত্র য়ার লাউয়া লাঠি[৬] ।
তোহ্মার হস্তেত মোরে দেয়(দিয়?) মুষ্টি মাটি[৭] ॥ ৫৯০

১। জে কিছু কহিলা পুত্র জতি গোরখাই—২য়-৩য় পুথি।
২। উলটিআ সাধিতে জোগ বল বুদ্ধি নাই—৩য় ঐ
৩। এই কুল সেই কুল দোন কুল হারাইমু— ঐ
কেমতে সাধিব জোগ বিপথে পড়িলু।
এ কুল সে কুল দুই কুল হারাইলু ॥—২য় ঐ
৪। চল চল জাঅ পুত্র ঈশ্বরের ঠাই—২য়—৩য় ঐ
৫। মোহর সম্বাদ কথা কহিয় বুঝাই—২য় ঐ
আমার সম্বাদ তানে কহিঅ বুঝাই—৩য় ঐ
৬। কাথা ঝুলি নেঅ পুত্র আর নেঅ লঠি— ঐ
ঝুলি ছালা দেম নেয় আর লাউয়া লাঠি—২য় ঐ
৭। মুষ্টিক তোমার হস্তে মোরে দিয় মাটী— ঐ
মুষ্টেক তোমার হস্তে মোরে দেউক মাটি—৩য় ঐ

খাও জোগি হেন খোটা না বলিয় পুত্রা।
অনন্ত সিধার মেলে তুহ্মি হইব দাতা[১] ॥
হাসিয়া বলিল তবে[২] জতি গোরখাই।
ভাল বর দিলা মোরে ঈশ্বর মিনাই[৩] ॥
পরেরে জে ধন দিয়া য়াপনে ভিকারি।
জীবন ছাড়িবা তুহ্মি কি করিতে পারি[৪] ॥
পরস্থানে কহিতে নাহি অবসর ।

১। মাগনিয়া জুগী বলি নাহি দিয় খোটা।
অনন্ত সিদ্ধার মধ্যে না বলিয় ঝুটা ॥—২য় পুথি।
মাগনিআ জুগী বুলি খোটা দিব পুতা।
অনন্ত সিদ্ধারে দিবা আপনা ভুকুতা (?) ॥—৩য় ঐ
খাও—সম্ভবতঃ 'খাওইয়া' শব্দের অপভ্রংশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'খাও জোগির' অর্থ, যে কেবল পেটের দায়ে যোগী হইয়াছে।
২। 'বলিল তবে' স্থলে 'উত্তর দিলা—২য়-৩য় পুথি।
৩। ভালে ত ভরসা দিলা ইত্যাদি—৩য় ঐ
৪। পাষায় দিয়া ধন আপনে মার টাগা।
জীবন বদলে গুরু কারে দিবা লাগ্রা ॥—২য় ঐ
আপনার ধন দিআ আপনে হৈলা টোগা।
জীবন বদলি গুরু কে জাইব লাগা ॥—৩য় ঐ
৫। প্রেস্রাব (প্রস্রাব) করিতে গুরু নাহি অবসর—২য় ঐ

পথাল্ করিতে গুরু নাহি সত্তান্তর[১] ॥
গুরুরে বেড়িয়া থাকে সকল কদলী।
ত্রেতা গরু না ছোঁএ জেন সকুন শ্রীকালি[২] ॥ ৫৯৫
[বড় কর্ম্ম কৈলা গুরু আসিয়া কদলী।
মরণ ইচ্ছিলা গুরু জীবন বদলি[৩] ॥]
ভাল কর্ম্ম করিয়াছ গুরু মোচন্দর।
[কান্দিতে কুটুম্ব তুমি জুরিছ বিস্তর[৪] ॥]
কদলিতে জদি মর ঈশ্বর মিনাই।
সোল সয় কদলি তবে কান্দিব বিনাই[৫] ॥

১। পাথাল করিতে পাঅ নাহি সত্তান্তর—৩য় পুথি।
২। সোল স কামিনী তোমা নিত্য থাকে বেড়ি।
মরা গরু সকুনে ন জাএ জেন এড়ি ॥— ঐ
সোল শত কামিনীয়ে তোমা থাকে বেড়ি।
মরা গরু সকুন শ্রীকাল না জাএ এড়ি ॥—২য় ঐ
৩। 'সব কর্ম্ম কৈলা গুরু আসিয়া কদলি।
মরণ হল (?) গুরু জীবন বদলি ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
'বড় কর্ম্ম' স্থলে 'কুকর্ম্ম'—২য় পুথি।
৪। 'কান্দিবার হেতু বিলাপ করিব বিস্তর'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অশুদ্ধ-বোধে ২য়-৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
জুরিছ—জুটাইয়াছ।
৫। কান্দিব সকল নারী বিনাই বিনাই—২য়-৩য় পুথি।

কদলিত হইব গুরু তোহ্মার মরণ।
তোহ্মারে এড়িয়া গেলে মরিবা য়খন[১] ॥
কামিনীর কোলে তুহ্মি সরির এড়িবা।
য়াপনার দোসে তুহ্মি প্রাণ হারাইবা[২] ॥ ৬০০
[নাহিক তোমার মনে চেতাইতে তন[৩]।
কদলীর ভোলে পড়ি হইলা অজ্ঞান ॥]*
জ্ঞানহিন হইব গুরু না স্থন বচন।
কদলির ভোলে পড়ি হারাইবা জীবন ॥
নদী স্থখাইলে জান নহি রহে পানি[৪]।
নৌকাখান[৫] ডুবাইলা স্থখুনাতে য়ানি ॥
[পাইক[৬] মাঝি এড়ি গেল নৌকা রইল পড়ি।

১। তোমারে এড়িআ গেলে চেতাইব কনে—৩য় পুথি।
তোমারে ছাড়িয়া গেলে ব্রেথাএ জীবন—২য় ঐ
২। কদলীর ভোলে পড়ি তুহ্মি না জাইবা।—
আপনার দোসে গুরু সকল হারাইবা॥—২য়-৩য় ঐ
৩। নাহিক চেতন করে তোমা কোন জন—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। সুখাইল সরোবর গাঙ্গে নাহি পানি—৩য় ঐ
সুখাইল সমুদ্র জল ইত্যাদি—২য় ঐ
৫। 'নৌকাখান' স্থলে যথাক্রমে 'নৌকা সব' ও
'নৌকাখানি'—২য়-৩য় ঐ
৬। 'পাইক' স্থলে 'দাড়ি'—৩য় ঐ

আপনে ডুপালা নৌকা কি দোষ কাণ্ডারী[১] ॥
বিঘাঠে ছাপাই নৌকা (বসি) রৈছ সুখি।
শুখাইল গঙ্গা যমুনা নদী দিল লুকি[২] ॥] * ৬০৫
দুগ্ধ আউটিতে দেখ বড়হি কতুক।
জমুনাতে জল নাহি তাতে হইল শুক ॥
য়াদ্ধে উধে (অধে উর্দ্ধে) এড়ি গেলা চন্দ্র সুরুজ।
ঠাঠা বালুর মৌধ্যে (মধ্যে) সিংহে করে জুজ[৩] ॥
তোহ্মার এথাতে নাহি গুরু ঠাকুরাণি।
প্রদিপ নিবিলে জেন অন্ধকার রজনী ॥
[তিন তিহুরিতে গুরু নাহিক জুলনি।
প্রদীপ নিপিলে বাপু আন্ধার জে জানি[৪] ॥] †
গুরুর বচন তুহ্মি পাসরিলা সব।

১। আপনে ডুবাইলা ভরা কি দোষ কার বোলি—৩য় পুথি।
২। বিঘাটে ছাপাই নৌকা রহিল কন (কোন) সুখ।
পানিফুট সুখাইল গাঙ্গে দিল লুক ॥— ঐ
ফুট—কর্দ্দম।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৩। অদ্ধে উর্দ্ধে এড়ি গেল এ চান্দ সুরুজ।
ঠাঠার পড়িল জেন বল নাই ভুজ ॥—২য় ঐ
অদ্ধে উর্দ্ধে এড়ি গেল এ চন্দ্র সুরুজে।
ঠাঠার হইল গুরু বাঘিনীর জুজে (যুঝে ?) ॥—৩য় ঐ
৪। প্রদিব নিবালে গুরু অর্দ্ধ সর খানি— ২য় ঐ
† বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

তাহার কারণে তুহ্মি পাইলা পরাভব[১] ॥ ৬১০
গুরু মীননাথ তুহ্মি কি বলিব য়ার।
ডাঙ্গাইতের হস্তে তুহ্মি সপিলা ভাণ্ডার[২] ॥
মৈশ্চের গোরেত দিলা পহরি উন্দুর।
বিলাল পহরি দিলা ঘন পত্র দুগ্ধ[৩] ॥
সুথারের হস্তে তুহ্মি সমর্পিলা তরু।
ব্যাঘ্রের সমুখে জেন সমর্পিলা গুরু[৪] ॥

১। তেকারণে পাও তুমি এথেক লাঘব—২য় পুথি।
তেকারণে পাঅ গুরু এথ পরাভব—৩য় ঐ
২। বরির (বৈরীর) হাতেত গুরু সঁপিলা ভাণ্ডার।
খাটের হাতেত গুরু সপিলা কাণ্ডার ॥— ঐ
এবং—
খাটের হাতেতে দিলা নৌকার কল ভার—২য় ঐ
ডাঙ্গাইতের—ডাকাতের।
৩। পসরির মৈছা গুরু সপিলা জে উত (উদ)।
বিলাল পসরি (পহরি) দিলা ঘন বর্ণ দুধ ॥—৩য় ঐ
পকরির মৎস্য সব সপিআছ উদে।
বিড়াল পথরি (পহরি) দিলা ঘন (বর্ণ দুধে) ॥—২য় ঐ
পকরি বা পসরি—পুষ্করিণী, পুকুর।
উদ—এক রকম জীব, যাহারা পুকুরে পড়িয়া মাছ খায়।
বিলাল—বিড়াল।
৪। সুত্তারের হস্তে গুরু সপিলা জে তরু।
ব্যাঘ্রের মুখেত জেন সপিলা জে গরু ॥— ৩য় পুথি।
সুতারের হাতে তুমি সপিআছ তরু।
বাঘের সম্মুখে জেন সপিআছ গরু ॥—২য় ঐ

ডাকাইতের হাতে গুরু সমর্পিছ ধন।
সাপের মুখেত দিলা বেঙ্গ ততক্ষণ[১] ॥
[শূকরের হাতে তুমি সপিআছ গেজা।
মানকচু সপিআছ জথ সব সেজা[২] ॥] *
ধান্যের গোলাতে মুসিক পহরি থুইলা।
কাকের মুখে সমর্পিলা রত্তন সম কলা[৩] ॥
মৈশ্চ সমর্পিলা জেন চণ্ডালের হাতে।
সুখুনা কাষ্ঠ সমর্পিলা আনল সাক্ষাতে[৪] ॥

১। ডাকাতের হাতে তুমি সপিআছ ধন।
সর্পের সম্মুখে ভেক কৈলা সমর্পণ ॥—২য় পুথি
লঘুরের (?) হস্তে গুরু সপিলা জে ধন।
সর্পের সমুখে জেন বেঙ্গ সমর্পণ ॥—৩য় ঐ

২। শূকর পসরি দিআ রাখিআছ কচু।
হেঁজার সমুখে রাখিআছ মান কচু ॥— ঐ
পসরি—পহরি, প্রহরী। হেঁজা বা সেজা—সজারু।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৩। পহরি ধান্যের গোলা মুসিক থুইলা।
শৃগালের সঙ্গে গুরু হংসকে রাখিলা ॥—২য় পুথি।
ধান্যের গোলা পহরি জে উন্দুর থুইলা।
শ্রীকালেত সপিলা জত্তনে পাকনা কলা ॥—৩য় ঐ

৪। স্যাইচান সকুনেতে কৌত্তরে সপিয়াছ।
আনলেতে সপিয়াছ সুখনা (জে) গাছ ॥—২য় ঐ
সচানরে সমর্পিলা ভাসানের মাছ।
আনলেত সমর্পিলা ইত্যাদি ॥—৩য় ঐ

জেএ (জেই) কিছু য়াছিল ধন বনিজ্ঞ[1] করিতে।
সকল হারাইলা গুরু গেল হস্ত হোতে[2] ॥
[খালি কৈলা ভাণ্ডার গুরু দেশে পড়ে সাড়া।
চোর ধাউর সঙ্গে (গুরু) করিআছ পাড়া[3] ॥] *
অণ্য রাজা নাহি তোহ্মা করিতে জিজ্ঞাসা[4]।
চোর ধাউড় দেখি এড়ি[5] গেলা বাসা ॥ ৬২০
তাহাতে গোসাঞি তোহ্মি না চিনিলা[6] চোর।
কামে মোহিত হইছে তোহ্মার অন্তর[7] ॥
কাডারি না হইলে (দড়) পাতোয়াল খোসে (খসে)[8]।

১। 'বনিজ্ঞ' স্থলে যথাক্রমে 'বাণিজ্য' ও 'বনিজ্য'—২য়-৩য় পুথি
২। 'হস্ত হোতে' স্থলে 'হাত হোতে'—২য় ঐ
৩। খালি হৈল ভরা গুরু দেশে পড়ে সারা (সাড়া)।
চোর ধাউকর সনে গুরু করিআছ পাড়া ॥—৩য় ঐ
ধাউর বা ধাউক—ডাকাত।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। পাটে রাজা নাহি তোর করিতে জিজ্ঞাসা—২য়-৩য় ঐ
৫। 'এড়ি গেলা' স্থলে 'ছাড়ি গেল'— ঐ
৬। 'না চিনিলা' স্থলে 'নহি চিন'— ঐ
৭। কামে বিমোহিত হৈয়া সব কৈলা ভোর—২য় ঐ
কামে বিমোহিত তুহ্মি লোভে হইছ ভোর—৩য় ঐ
৮। 'কাডারি' স্থলে 'কাণ্ডারী' ও 'দড়' স্থলে 'জান'—২য় ঐ
কাডারি—কাণ্ডারী। পাতোয়াল—নৌকার হাইল; Helm।

[নিত্য ডাকাচুরি হৈলে নগরে না বৈসে[১] ॥]
দেয়াল খসিয়া পড়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে চূড়া।
টলিল গুরুর রস কায়া হৈল বুড়া[২] ॥
খেমাইর হাতে গুরু না দিলা জে ধনু।
কামরসে ধনু দিলা ভেদিলেক তনু[৩] ॥
নানা অভরণ পৌরি য়াইসে জেন সাজি।
সকল ধন হরি নিল করিয়া জে বাজি[৪] ॥
মধুর বচনে গুরু ভেদিলেক অঙ্গ[৫]।
[তিথি অবসেসে জেন ভাটা পড়ে গাঙ্গ[৬] ॥]

১। 'নিত্তি পাইয়া গুরু খানিক জে বৈসে'—আদর্শ পুথির এই পাঠ দুর্ব্বোধ্য জ্ঞান করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।
নিত্তি ডাকাই পাইলে দর কথা (কোথা) বৈসে —৩য় পুথি।
২। দেয়াল ভাঙ্গিলে গুরু খসি পড়ে চূড়া।
ঢলিল তোমার রস ইত্যাদি ॥—২য় ঐ
৩। কামের হাতেতে দিলা ভেদি গেল তনু— ঐ
৪। নানা বেশ করিয়া বাঘিনী আইসে সাজি।
হরিল সকল ধন করি হাস্য বাজি ॥— ঐ
নানা অলঙ্কার পরি বাঘিনী জে সাজি।
হরিল সকল ধন পাতি হাসি বাজি ॥—৩য় ঐ
৫। শীতল বচনে গুরু ভেদি গেল অঙ্গ—২য়-৩য় ঐ
৬। 'তিথি অবসেসে জে ভাটা হইল অঙ্গ'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অর্থহীন বোধ হওয়ায় ২য়-৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।

ফল না থাকিলে জেন শূন্য হইল তরু ।
কামে মোহিত হইল কি করিব গুরু[১] ॥
বিস্বরিলা গুরুর বোল কামে হইলা ভোলা ।
সোল সয় কদলি লইয়া তোহ্মি কর খেলা[২] ॥
বুঝিলাম য়াএ গুরু তোহ্মার বেভার[৩] ।
দিন জাএ য়াএ গুরু না চিনিলা সার[৪] ॥
বুঝিলাম য়াএ গুরু না সুনিবা কথা ।
উঠিবার সক্তি নাহি কহিলাম সর্ব্বথা[৫] ॥ ৬৬
[এক দাতা তুহ্মি আছ[৬] অনেক জাচক ।

১। গুরুর বচন তোমার নহি লাগে চারু ।
কামে বিমোহিত হৈলা কি করিলা গুরু ॥—২য় পুথি
গুরুর বচন তোমার ন লাগএ চারু ।
কামে বিমোহিত হৈআ কি করিব গুরু ॥—৩য় ঐ
২। 'তোহ্মি কর খেলা' স্থলে 'আছি একলা'
(একলা)—২য় ঐ
সোল স কদলী লৈয়া আছিলা জে খেলা—৩য় ঐ
৩। 'বেভার' স্থলে 'বেবহার'—২য়-৩য় ঐ
৪। দিন গেল গুরু তুমি ইত্যাদি—২য় ঐ
দিন জাএ গুরু বাপু ইত্যাদি—৩য় ঐ
৫। উলটিতে নার গুরু ফিরাইতে মাথা—২য়-৩য় ঐ
৬। 'তুহ্মি আছ' স্থলে 'গুরু তুমি'—২য় ঐ

তোমার ভাণ্ডার ধন আছএ কথেক ॥] *
রাজভোগে পাসরিলা গুরুর বচন।
গুরুধন হারাইলা নাহিক স্মরন ॥
মেখলি এড়িয়া পাইলা এরূপ নেহালি[১]।
আধারি এড়িয়া পাইলা উয়ারি মেহারি[২] ॥
হৌত্তকি[৩] এড়িয়া পাইলা কর্পূল তাম্বুল।
[ধোকরি এড়িআ পাইলা কামিনীর কোল[৪]।
চাপরা এড়িয়া পাইলা এ খাট বিছান[৫]।
চক্র এড়ি পাইলা (গুরু) এ তির কামান ॥ ৬৩৫

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

১। 'এরূপ নেহালি' স্থলে যথাক্রমে 'পাট পাটাম্বরী' এবং 'এ লেপ নেহালি'—২য়-৩য় পুথি।

২। 'আধারি' ও 'উয়ারি মেহারি' স্থলে যথাক্রমে 'আন্ধারি' ও 'উআরি মোহারি'—৩য় ঐ

৩। 'হৌত্তকি' স্থলে 'হরিতকী'—২য় ঐ
হৌত্তকি—'হরিতকী' শব্দের সংক্ষিপ্ত প্রাদেশিক আকার মাত্র। ৩য় পুথিতে 'হইত্তকী' লেখা আছে।

৪। 'ধোপ করি এড়ি পাইলা কামিনীর কোল'—আদর্শ এই পাঠে 'ধোপ করি' লেখা ঠিক নহে মনে করিয়া পুথির পাঠ দিলাম।

৫। মৃগচর্ম্ম এড়ি পাইলা দিব্য সিংহাসন।—২য় পুথি।

সোনার পাইলা খড়্গ ভাঙ্গা লঠি এড়ি।
রত্তন কঙ্কণ পাইলা এড়ি সংখ কৌড়ি[1] ॥
ভাঙ্গা পাত্র এড়ি পাইলা সুবর্ণের থালা।
[রুদ্রাক্ষ এড়িয়া পাইলা সোবর্ণের মালা[2] ॥]
হস্তি ঘোড়া পাইলা গুরু পাইলা রাজ্যপাট[3]।
গুরুর বচন সব করিলা উছাট[4] ॥
কদলিত য়াসি গুরু পাইলা উপভোগ[5]।

মৈত্ছ্য (মাচ্যা ?) এড়ি পাইলা গুরু খাট
সিংহাসন।—৩য় পুথি।

মৈত্ছ্য—মাচা, মঞ্চ। চাপরা—ঘাসের চাপরা।

১। সোবর্ণের খর্গ পাইলা ভাঙ্গা লাঠি এড়ি।
রত্ন কুণ্ডল পাইলা তেজি শঙ্খ কড়ি ॥—২য় ঐ

২। 'জ্ঞান হারাইলা গুরু সব পাসরিলা'—আদর্শ পুথির এই পাঠ স্থান হিসাবে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।
রত্নমালা পাইলা গুরু রুদ্রক (রুদ্রাক্ষ)
তেজিলা—৩য় পুথি।

৩। 'রাজ্য পাট' স্থলে 'রাজ্য দেশ'—২য়-৩য় ঐ

৪। গুরুর বচন তুমি হৈলা অহুদ্দেস—২য় ঐ
গুরুর বচন সব করি দিলা ফেস—৩য় ঐ
'উছাট' ও 'ফেস' সম্ভবতঃ 'লঙ্ঘন' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫। 'উপভোগ' স্থলে 'রাজ্য ভোগ'—২য়-৩য় পুথি।

কামিনীর কোল পাইয়া পাসরিলা[১] জোগ ॥
[অতি ভাগ্যে পাইলা গুরু কামিনীর কোল।
জ্ঞান সব পাসরিলা হইয়া বিভোল ॥] * ৬৪০
[আপনে হইলা ভোলা না চিন্তিলা পিছে[২]।
গুরুর বচন তুহ্মি সব কৈলা মিছে[৩] ॥] †
আপনা পাসরি সব ভোলা হইল চিত।
গুরুর বচন সব কৈলা বিপরিত ॥
গুরুর বচন (তুমি) না করিলা[৪] সার।
বার মাসের বার তিথি না কইলা বিচার ॥
খুধার্ত্তি হইয়া রইলা কামিনীর পাস।
য়াপনার গ্যান ধ্যায়ান সব কৈলা নাস ॥
গুরুর বচন পুনি না চিন্তিলা বাপ।
হারাইয়া য়াপনা গ্যান পাইবা বড় তাপ[৫] ॥ ৬৪৫

১। 'পাসরিলা' স্থলে 'বিসর্জ্জিলা'—২য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।
২। 'পিছে' স্থলে 'পাছে'— ঐ
৩। জ্ঞান ধ্যান (গুরু) আর কিবা আছে— ঐ
† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৪। 'না করিলা' স্থলে 'না চিন্তিলে'— ঐ
৫। গুরুর বচন সব নষ্ট কৈলা বাপ।
হারাইলা জ্ঞান হৈল বাদিআর সাপ ॥—৩য় ঐ
গুরুর বচন তুমি না চিন্তিলা পাপ।
হারাইলা জ্ঞান ধ্যান বাদিআর সাপ ॥—২য় ঐ

আহ্মিহ তোহ্মারে বুঝাই তুহ্মি কর মন।
আদ্য কথা য়এ গুরু করহ সোরন (স্মরণ[১]) ॥
উপহাস্য করিব সিধা (সিদ্ধা) সবে মিলি[২]।
তুহ্মি গুরু মৈলে মোর মুখে চুন কালি[৩] ॥
[কি বলিয়া সিদ্ধা সব প্রবোধিব আমি[৪]।
পড়িলু সঙ্কটে গুরু উদ্ধারিবা তুমি ॥] *
[তোমার মরণ গুরু মোর নাই ঠাই।
শিষ্য পুত্র চাহ বাপু ঈশ্বর মীনাই ॥
চরণে পড়ম বাপু করহ অবধান।
শিষ্য পুত্র চাহ বাপু দিয়া সরমান (সম্মান) ॥]ণ ৬৫০
আহ্মার বচন (গুরু) তোহ্মার নাহি মন।
[অশ্বথের গাছে জেন কহিএ স্বপন[৫] ॥]

১। আমি কহি তুমি গুরু জোগে দেয় মন।
আদ্য কথা কহি বাপু করহ স্মরণ ॥—২য় পুথি।
আমি তোমা কহি গুরু তুহ্মি কর মন।
আদ্যে বাপু গুহ্য কথা করহ স্মরণ ॥ - ৩য় ঐ
২। সিদ্ধা সবে মিলি বাপু মোরে দিব গালি—২য়-৩য় ঐ
৩। 'তুহ্মি গুরু মৈলে' স্থলে 'তুমি মরি গেলে'—৩য় ঐ
'চুন' স্থলে 'দিব'—২য় ঐ
৪। সিদ্ধা সবে কি বুলি প্রবোধ দিব আহ্মি—৩য় ঐ
*ণ বন্ধনীর অংশ যথাক্রমে ২য় ও ৩য় পুথিতে অধিক আছে।
৫। 'অশ্বথের গাছে জেন দেখিব স্বপন'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
'কহিএ' স্থলে 'কহিলু'—২য় পুথি।

কপট ভাঙ্গিয়া গেল নাহি কোন দিস।
জ্ঞান হিত সব সুনি লাগিবেক বিষ[১] ॥
কায়া সাধ কায়া সাধ আহ্মি পুত্র বলি।
বিজয়া নগরে তবে আহ্মি জাই চলি[২] ॥
কহেন কবিন্দ্র দাসে সুন নরগণ।
সিধার (সিদ্ধার) সঙ্গিত বাণী সুন বিবরণ[৩] ॥
কবিন্দ্র বচন সুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া[৪] ॥ ৬৫৫

১। কপট ছাড়হ বাপু নহি ভাব দিন।
ভাঙ্গিলে কপট গুরু সব হৈব গিস ॥—২য় পুথি।
কপট ছাড়িআ গুরু গুণে কর দেস।
ভাঙ্গিআ কপট (গুরু) সব হৈব নীস ॥—৩য় ঐ
২। কায়া সাধ গুরু বাপু আমি শিষ্য বলি।
বিজয়া নগরে বাপু তুমি জাও চলি ॥—২য় ঐ
কায়া সাধ গুরু বাপু আমি পুত্র বুলি।
বিজআ নগরে বাপে পুত্রে জ্ঞাএ (জাই) চলি ॥—৩য় ঐ
৩। এই ভণিতাযুক্ত পদটি ২য়-৩য় পুথিতে নাই। ঐ দুই পুথিতে ভণিতা কিরূপ, তাহা পরে দেখুন।
৪। কহিলেক ফজুল্লাএ মনেতে ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুঝিয়া ॥—২য় পুথি।
কহে সেখ ফাজুল্লাএ মনেত ভাবিআ।
মীননাথ গুরুর ইত্যাদি ॥—৩য় ঐ

কামে মোহিত হইল সরির য়ন্তর।
ভাল মন্দ নাহি বুঝ মিত্তুরে নাহি ডুর[১] ॥
[স্ত্রীর বিষম মায়া কটাক্ষের শর।
দৃষ্টিমাত্রে ভেদ পায়ে শরীর অন্তর ॥
যাহারে বিরোধ করে সেই গুণবতী।
সহজে রাখিব প্রাণ কাহার সকতি[২] ॥] *

রাগ গুঞ্জরি।

গোর্খের বচন স্থনি ঈশ্বর মিনাই।
স্থন স্থন জতিনাথ তোহ্মারে বুঝাই[৩] ॥
চলিতে না পারি আহ্মি গাএ নাহি বল।
কেমতে জানিব বোল জোগ এ সকল[৪] ॥ ৬৬০

১। কামে বিমোহিত হৈল শরীর অন্তর।
ভাল মন্দ না চিন্তহ মিত্তু (মৃত্যু) নাহি ডর ॥—২য় পুথি।

২। আলাপে বিভোলা করে জেই গুণবতী।
সহজে রাখিতে পারে কাহার সকতি ॥—৩য় ঐ

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

৩। 'তোহ্মারে বুঝাই' স্থলে 'শুন আমি কই'—২য় ঐ
পুনরপি শিষ্য পুত্রে কহন্ত বুঝাই—৩য় ঐ

৪। জে কিছু কহিলা পুত্র গাএ নাহি বল।
কেমতে সাধিমু মুই সে জোগ সকল ॥— ঐ
কেমনে সাধিব আমি ইত্যাদি—২য় ঐ

মাগিতে নারিমু য়ার ঘরে ঘরে জাই।
কদলির রাজা আহ্মি ঈশ্বর মিনাই ॥
বির্ধ (বৃদ্ধ) কাল হইলুম মুই না পারি চলিতে।
মাগিয়া খাইতে না পারিমু কহিলাম তোহ্মাতে[১] ॥
তবে পাকিল মাথার কেস আয়ু হইল সেস্।
এমত কালেত য়ার কি য়াছে সাহস[২] ॥
ক্রোধ হইল জতিনাথ বোলিল কিটাই।
বুঝাইলে না বুঝ কথা ঈশ্বর মিনাই ॥
ভাল কহ য়এ গুরু ভাল কহ কাজ।
অনন্ত সিধার মেলে তোহ্মি পাইবা লাজ[৩] ॥ ৬৬৫
[বুঝিলাম আএ বাপু নিজ মনে বাসি।
ঝাজর হইল টকা (?) কদলাত আসি ॥] *
টুটি গেল কায়াখানি না য়াসিব য়ার।

১। বৃদ্ধ কালে চলিবারে আর নাহি দিন।
মাগিবারে গেলে লোকে বুলিব ঘিন্য ঘিন ॥ —৩য় পুথি
ঘিন্য ঘিন—ঘৃণা ঘৃণা, ছিঃ ছিঃ।
২। পাকিল মাথার কেস ঢাকি গেল বস।
এমত কালেত আর কিসের সাহিস ॥— ঐ
৩। ভাল কহ গুরু বাপু ভাল কহ কাজ।
অনন্ত সিদ্ধার মাঝে কুরাইলা লাজ ॥—২য়-৩য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথিতে অধিক আছে।

তবে সে ভাঙ্গিব গুরু জঞ্জাল তোহ্মার[১] ॥
অন্তরে (অন্ধরে ?) দর্পণ রাখি নাহি কোন ফল।
তেন মত কহি আহ্মি তোহ্মার গোচর[২] ॥
কালের সাক্ষাতে জেন গীত গাহে গাইনে[৩]।
তেন মত কহি আহ্মি নাহি সুন কানে ॥
[মুরুক্ষেরে অক্ষর দেখাইলে কোন ফল[৪]।]
তেন মত তোহ্মারে আহ্মি কহিএ সকল[৫] ॥ ৬৭০

১। পড়িব তোমার কায়া ন ফিরিব আর।
তবে সে খণ্ডিব তোমার মনের জঞ্জাল ॥—৩য় পুথি।
৩য় পুথির এই পদে 'ন ফিরিব' স্থলে 'না উঠিব' এবং—
'তবে সে ঘুচিব পুনি জঞ্জাল তোমার'—২য় ঐ
২। আন্ধারে দর্পণ দেখাইলে কোন ফল।
কেমনে সাধিব যোগ শরীর বিকল ॥— ঐ
আন্ধারে দর্পণ ইত্যাদি।
তেন মত কহি আমি সকল বিফল ॥—৩য় ঐ
৩। 'গাইনে' স্থলে 'গানে'—২য় ঐ
কালের—কালার, বধিরের।
৪। 'মুখের যত্রেত দেখ দেখাইলে নাই কোন ফল'—আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
মুর্খেরে অক্ষর ইত্যাদি—২য় পুথি।
মুরুক্ষ—মূর্খ।
৫। তেন মত কহি আমি বচন সকল— ঐ
তেন মতে কহি আমি তোমারে সকল—৩য় ঐ

বুঝাইলে না বুঝ গুরু য়াধের (অন্ধের ?) লক্ষণ[1]।
য়ম্রেত এড়িয়া কর গড়ল ভক্ষণ[2] ॥
মীননাথে বোলে পুত্র কহিএ তোহ্মারে।
না গঞ্জ না গঞ্জ গোর্খ না গঞ্জ আহ্মারে ॥
বিধির গঠন কেবা খণ্ডাইবার পারে[3]।
জারে জে করে বিধি নারে এড়াইবারে[4] ॥
খেদি জাএ ঐরাবত অঙ্কুস না মানে।
প্রেমের অঙ্কুস দিয়া বাঘিনাএ টানে[5] ॥
ভাল মন্দ সুখ ভোগ তারে কেবা দেখে।
সোতেত এড়িলুম গাও জথা তথা ঠেকে ॥ ৬৭৫

১। 'য়াধের লক্ষণ' স্থলে যথাক্রমে 'পশুর সমান' এবং 'পশুর লক্ষণ'—২য়-৩য় পুথি।
২। অমৃত ছাড়িয়া জেন বিষ কর পান—২য় ঐ
৩। বিধির লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে— ঐ
বিধির ঘটন কেবা এড়াইতে পারে—৩য় ঐ
৪। জারে বিধি জেবা করে খণ্ডাইতে নারে— ঐ
৫। ছুটিল হস্তিআ মোর অঙ্কুশে ন মানে।
প্রেমের ছিগলে বান্ধি বাঘিনীএ টানে ॥— ঐ
ছুটি গেল হস্তী মোর ইত্যাদি।
প্রেমের দড়িএ বান্ধি ইত্যাদি ॥ ২য় — ঐ
৬। সুখভোগ ভাল মন্দ তাকে কিবা লেখে।
স্রোতেতে এড়িলে কায়া জথা গিয়া ঠেকে ॥— ঐ

গুরুর বচন মোর কিছু নাহি মনে।
'সকল ছোটিল'[1] মোর গেল দিনে দিনে ॥
হাসি হাসি কহে তবে জতি গোর্খনাথ।
মানে স্থনি কহে তবে বচন নিরঘাত[2] ॥
নিস্যাস এড়িয়া গোর্খ হাসি হাসি বোলে।
সব পাসরিলা গুরু কামিনীর কোলে[3] ॥
তোহ্মারে কহিএ গুরু ধর্ম্ম মত নাহি মন[4]।
আহ্মার বচন গুরু না কর জতন[5] ॥
য়খনে কহম বাপু জোগ দরসন।
মিলিবে শ্রীমন্দিরে কহিল বচন[6] ॥ ৬৮০

স্থখ ভোগ ভাল মন্দ তাকে কেবা দেখে।
সোতেত এড়িলুম কায়া জথাএ ইত্যাদি ॥—৩য় পুথি।
সোতেত—স্রোতেতে।

১। 'ছোটিল' স্থলে 'টুটিআ'—২য়-৩য় ঐ
২। মীনের শুনিয়া হেন বচন নির্ঘাত।
মনে দুঃখ ভাবি কহে যতি গোর্খনাথ ॥— ঐ
৩। নিশ্বাস এড়িয়া গোর্খ অতি দুঃখে কহে।
কামিনীর কোলে বাপু জ্ঞান কৈলা ক্ষয় ॥—২য় ঐ
নিশ্বাস এড়িয়া কহে জতিরে গোরখাই।
কামিনীর কোল পাইআ সব জ্ঞান হারাই ॥—৩য় ঐ
৪। গুরু গুরু করি কহি তোমার নাহি মন—২য়-৩য় ঐ
৫। আমার বচন তুমি করহ যতন—২য় ঐ
৬। অখনে করহ বাপু জোগ দরশন।
মিলিবেক শ্রীমন্দির গুরুর চরণ ॥—২য়-৩য় ঐ

হইল য়াপনা কথা য়াপনে কর হেলা।
এড়ি গেল জুতিকা টুটি গেল কলা[১] ॥
বুঝিয়া গুরুর মন ভতি গোরখাই।
আসন করিয়া বৈসে গুরুর দিগে চাহি ॥
বসিলেন গোর্খনাথ মীনের সমুখে।
জোগ পরিচয় কর চাহ চৌক্ষে চৌক্ষে[২] ॥
বুঝ বুঝ য়াএ গুরু কায়ার বুঝ ভেদ।
কহিয়াছ কথা গুরু নহি হএ ছেদ[৩] ॥
হাত লাড়ি কথা কহে চক্ষুর দিয়া ঠার।
একমনে সুন গুরু সিদ্ধু হইবা পার[৪] ॥ ৬৮৫

১। কহিল গুরুয়ে কথা তুমি কৈল হেলা।
লড়ি গেল যতি (জ্যোতি?) গুরু টলি গেল কলা—২য় পুথি
আপনে কহিলা কথা গুরু কৈলা হেলা।
লড়ি গেল জুগ গুরু টুটি গেল কলা ॥—৩য় ঐ
২। চক্ষ ঠারে যোগ পরিচয় করে নাথে।
সঙ্কেত কহন কথা তালি দিয়া হাতে ॥—২য় ঐ
বসিলেক গোর্খনাথে গুরুর দিকে হই।
জুগ (যোগ) পরিচয় করে চৌক্ষে চৌক্ষে চাই ॥ ৩য় ঐ
৩। আপনে কহিছ কথা নহি হএ ছেদ— ঐ
আপনে কহিয়া কথা তুমি কৈলা ছেদ—২য় ঐ
৪। একমনে শুনে মীনে জ্ঞান সারোদ্ধার— ঐ
একমনে শুনে মীনে সিদ্ধান্ত অপার—৩য় ঐ

খেনেকে বালক হএ জতি গোর্খনাথ।
খেনে খেনে জুবক হএ মীনের সাক্ষাত[1] ॥
হাতে মারিয়া তুড়ি[2] গুরুরে বুঝাএ।
মন পক্ষি হইয়া মীনেরে লাছাত বাজাএ[3] ॥
[পথরীতে পানী নাই পার (পাড়) কেন ডুবে[4]।
বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেনে উড়ে[5] ॥
নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল[6]।

১। খেনে বৃদ্ধ খেনে বালক হএ জতিনাথ।
খেনে জৌবক হএ মীনের সাক্ষাত ॥—৩য় পুঁথি।
ক্ষেণে বৃদ্ধ হয়ে নাথে যুবা যতিনাথ।
ক্ষেণেকে বালক হয় মীনের সাক্ষাত ॥—২য় ঐ

২। 'হাতে মারিয়া তুড়ি' স্থলে যথাক্রমে 'হাতে ঠুরি দিয়া নাথ' এবং 'হাতে তুড়ি মারি নাথে'—২য়-৩য় ঐ

৩। মন পক্ষী গোর্খনাথে লাছাত বাঝাএ—৩য় ঐ
মন পক্ষী মীন জেন লাসাতে লাগাএ—২য় ঐ
লাছা বা লাসা—আঠা। বাঝাএ—বদ্ধ করে।

৪। 'পথরীতে' স্থলে 'পসরিথ' এবং 'কেন ডুবে' স্থলে 'কেনে বোরে'—৩য় পুঁথি।
পথরীতে বা পসরিথ—পুকুরে। বোরে—জলে নিমজ্জিত হয়।

৫। বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাঅ কেনে উড়ে— * ঐ

৬। 'ঘরে ঘরে চাল' স্থলে 'গরু চালে চালে'— ঐ

আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল[১]
ঝিম জাউক তরিতে বরিসা জাউক মিন[২]।
ঝাপিয়া তরিতে পারে[৩] সমুদ্র গহিন॥ ৬৯০
মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল।
অমর পাটনে জেন যেতে করে হাল[৪]॥
উচ্চ নীচ ভূমিখানি তাতে কৃষি হয়।
জদি হয়ে গৃহবাসী সে ভূমি চসয়[৫]॥
প্রথম প্রহর রাত্রি আলস্য বিস্তর[৬]।
আতুর তাহাতে নিদ্রা সদা বসি করে[৭]॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই উজান বাহিয়া[৮]।
আনন্দে সুনহ[৯] ধ্বনি চৈতন্য রহিয়া॥

১। আন্ধাএ (আন্ধাএ) দোকান দে রে খরিদ করে কালে—৩য় পুথি
আন্ধাএ (আন্ধাএ)—অন্ধে। কালে—বধির লোকে।
২। ঝিম জাউক বরিসা সিতলে জাউক মীন— ঐ
৩। 'পারে' স্থলে 'পারি'— ঐ
৪। মুখখানি হাল গুরু জিহ্বাখানি ভল।
অমর পাটনে গিআ জোর গিআ হাল॥— ঐ
৫। উঞ্চ নীচ ভুইখানি তাত কৃষি হএ।
যদি হৈবা গৃহবাসী সে ভূমি চহএ (চসএ)॥— ঐ
৬। 'আলস্য বিস্তর'—স্থলে 'আলসিত বর (বড়)'— ঐ
৭। আহার তোমার নিদ্রা সদাএ বসি কর— ঐ
৮। 'বাহিয়া' স্থলে 'টানিয়া'— ঐ
৯। 'আনন্দে স্বনহ' স্থলে 'সানন্দিতে সুন'— ঐ

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কাল নিদ্রা ঘোর।
ওজনের তৈল মাপি লই জাএ চোর ॥ ৬৯৫
উজন ভাঙ্গিয়া কর আমেতে মন।
তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন ॥
ত্রিতিয় প্রহর অতি রাত্রি নিদ্রা ভয়।
কিছু নিদ্রা না গেলে বিরোধ ঠেকে গাএ ॥
জেই নিদ্রা সেই কাল জানিয় নিশ্চয়।
সদগুরু ভজিলে আত্তমা পরিচয় ॥
চতুর্থ প্রহর নিসি রাত্রি অবসেস।
কর্ম্ম চিন্ত ব্রহ্মজ্ঞান থাকি নিজ দেশ ॥
জ্ঞাননাথে কহে চৈতন্য চারি প্রহর (?)।
ভেদিয়া দশমী দ্বারে থাকো জোর ভর ॥ ৭০০
তত্ত্ব জানিয়া যোগ না করিয় হেলা।
পাকিছে মাথার কেশ হইয়া জাইব কালা ॥
কায়া ভালা কামিনী জে সাজাইয়া সাজে।
শ্রীমন্দিরের হাটের শব্দ বাজাইলে বাজে ॥*

* "দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কালনিদ্রা ঘোর" হইতে আরম্ভ করিয়া 'শ্রীমন্দিরের হাটের শব্দ বাজাইলে বাজে' পর্য্যন্ত অংশ ৩য় পুথিতে নাই। শেষোক্ত চরণের পরবর্ত্তী চারি চরণ ('শুক্রবারে বহে' ইত্যাদি) উক্ত পুথিতে একবারে এই অনুচ্ছেদের শেষে দেখিতে পাওয়া যায়।

শুক্র বারে বহে বায়ু সুদ্ধ চিত্য জান।
গঙ্গা যমুনা দুই ধরএ উজান॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর জোরা[১]।
মৈদ্ধখানি আনিআ জে বন্দি কর চোরা[২]॥
শনিবারে বহে বায়ু শূন্যে মহাতিথি[৩]।
পূর্ব্বে উলে ভাস্কর[৪] পশ্চিমে জ্বলে বাতি॥ ৭০৫
নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘন ঘন।
আজুকা ছাপাই রাখ অমূল্য রতন॥
রবিবার বহে বাউ লৈয়া আদ্য মূল।
আগুন পানিএ গুরু এক সমতুল[৫]॥
আগুন পানিয়ে জদি হএ মিলামিলি।
নিবি জাইব আগুনি রইয়া জাইব ছালী[৬]॥
সোমবার বহে বায়ু সহজ সংজিত[৭]।

১। 'জোরা' স্থলে 'ঝুরা'—৩য় পুথি।
২। মধ্যে কমল আনি বন্দি কর চোরা— ঐ
৩। শনিবারে বহে বাবি শূন্য মহা স্থিতি— ঐ
৪। 'পূর্ব্বে উলে ভাস্কর' স্থলে 'পূর্ব্বে উলে রে ভানু'— ঐ
৫। আগুনি পানিরে গুরু কর সমতুল— ঐ
৬। আগুনিএ পানিএ জদি রহে এক মিলি।
নিফিব (নিবিব) আগুনি গুরু রহিবেক ছালি॥— ঐ
ছালি—ছাই, ভস্ম।
৭। 'সহজ সংজিত' স্থলে 'সহজে সঞ্চিত'— ঐ

শ্রীগোলা হাটের[১] বাদ্য বাজে বিপরীত ॥
ঝুমুকে ঝুমুকে বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি[২]।
ইন্দ্রের ভুবনে বাজে শূন্যে মহামুনি[৩] ॥ ৭১০
মঙ্গল বারে বহে বায়ু জুরিয়া মঙ্গল।
খেদাইরে অঙ্কুশ দিয়া মনাই (সে) পাগল ॥
গগনেতে মত্ত হস্তী উঠে[৪] নিরন্তর।
ছান্দিয়া বান্ধিয়া রাখ হস্তী মন্দির ভিতর ॥
বুধ বারে বহে বায়ু বুঝ আপে আপ।
ফিরাই খেলাও[৫] গুরু দুই মুখ সাপ ॥
চাপিলে গর্জ্জিয়া উঠে বিরহ[৬] নাগিনী।
সাপিনী না হয়ে গুরু সুরসা সংখিনী[৭] ॥
গুরুবারে বহে বায়ু বিরলেতে চিৎ[৮]।
এ শূন্য মন্দিরে সুয়া ডাকে বিপরীত ॥ ৭১৫

১। 'শ্রীগোলা হাটের' স্থলে 'শ্রীগোলার হাটে'—৩য় পুথি।
২। 'নানা ধ্বনি' স্থলে 'মোহা ধ্বনি'— ঐ
৩। ইন্দ্রজিত নাট করে শুনে মোহামুনি — ঐ
৪। 'উঠে' স্থলে 'ছুটে'— ঐ
৫। 'ফিরাই খেলাও' স্থলে 'ফিরিআ খেল রে'— ঐ
৬। 'বিরহ' স্থলে 'বিসম (বিষম)'— ঐ
৭। সাপিনী না হএ গুরু সরুয়া সঙ্গিনী— ঐ
৮। বৃহস্পতি বারে বহে বিরলে দিআ চিৎ।— ঐ

সুআ গোটা নহে সে জে অতি প্রাণধন[১]।
সভাকারে পরিপূর্ণ আছয়ে পূরণ ॥ *

ইতি বার সমাপ্ত।

[আগ্রন মাসেত গুরু হেমন্তের রিত।
ব্রহ্মনালে উজানে সুধিব সুনিশ্চিত ॥
আদিতে আগ্নিএ পুনি ধরয়ে অনল।
ব্রহ্মনাল ভেদিলে সে মর্দ্দে রিপুদল ॥
পৌষ মাসেত প্রভু পাষাণে কমল।
বিনি কাষ্ঠে তিহরী জ্বালহ আনল ॥

১। সুআ গোটা নহে জান জিউ প্রাণ ধন—৩য় পুথি।

* সপ্তবারের এই বিবরণ ২য় পুথিতে শুক্র বার হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ৩য় পুথিতে বৃহস্পতি বারে আরম্ভ হইয়া শুক্র বারে শেষ হইয়াছে। ৩য় পুথিতে ঐ অংশটি এরূপ,—

শুক্র বারে বহে বাবি শিশু প্রাণ জ্ঞান।
গঙ্গা জবুনা দুই ধরল উজান ॥
আচমানের মেঘে জেন পাতালের ঝরে (ঝড়ে ?) বাএ।
আদ্য নালে হৈইল জান রে নিশ্চএ (নিশ্চয়) ॥ (?)
বুঝ বুঝ আএ গুরু বাবির বিজয়া।
আপ্তমা পরিচ(য়) করি রাখ নিজ কায়া ॥
ইতি সপ্তবার সমাপ্ত।

আকাশের অরুন্ধুতি অভয়ারে জানি।
আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তোলে পানী॥ ৭২০

মাঘ মাসেত গুরু হিম খরশান।
ক্ষেমাইর চাকরী করি রাখহ পরাণ॥

অনন্ত মহিমা গুরু কি বলিতে পারি।
ধৈর্য্য হইয়া কর গুরু ক্ষেমাইর চাকরী॥

ফাল্গুন মাসেত গুরু আনন্দে পাতি ফান (ফান্দ)।
চারি পরে বন্দী করি রাখিবা জে চান (চান্দ)॥

চাঁদের ঘর বন্দী কর অন্য নাহি জানি।
পঞ্চ শব্দি কথা শুন সুললিত ধ্বনি॥

চৈত্র মাস হেমন্তের বসন্তের খেলা।
অভয়ার হাটি মধ্যে মিলয়ে শ্রীগোলা॥ ৭২৫

ধুন্ধুমীর শব্দ আর ইন্দ্রবাদ্য বাজে।
ভ্রমর ভ্রমরী আছে কমলের মাঝে॥

বৈশাখ মাসেত গুরু বসিয়া আসনে।
নিশ্চয়ে শুনহ ধ্বনি বসিয়া গহনে॥

চন্দন ছাড়িয়া জেন দুর্গন্ধেতে জাএ।
হেতু বুঝি নহি করে জীবন উফাএ (উপায়)॥

জ্যৈষ্ঠ মাসেত গুরু ভানু খরশান।
সুরসা সাপিনী তোলে কৈলাস সমান॥

অন্ধে (অধে) উর্দ্ধে তুলি ধর কাম মহাবলী।
বার স্মরণ করি না করিয় কেলি॥ ৭৩০

আষাঢ় মাসেত নদী সকতি উজাএ।
পাতালের পানী তুলি হস্তীকে নাচাএ ॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই নাড়ীর জে মাঝে।
দশমীতে তালি দিয়া রহিবা সহজে ॥
শ্রাবণ মাসেত নদী মৈদ্ধেতে উজাএ।
আউট্ হাতের নৌকা বাহি ছালী বেরাএ (?) ॥
উদুর পাইলে শুয়া বিলাই ধরি খাএ।
গগনমণ্ডলে বাসা করিল সুয়াএ ॥
ভাদ্র মাসেত গুরু আহার ধেয়াই।
নিশ্চল হইয়া বাপু রহ এক ঠাই ॥ ৭৩৫
চান্দ সুরুজ দুই করিয়া সমএ।
অভয় পুরিতে নাই বায়ুর জে ভএ (ভয়) ॥
আশ্বিন মাসেত গুরু আত্মা পরিচয়।
সরোবরে আছে পক্ষী জানিয় নিশ্চয় ॥
সরুয়া সংখিনী সঙ্গে একা ভেদি কাল।
পরিচয় করি হাসা বন্দি কর কাল ॥
কার্ত্তিক মাসেত গুরু জ্বালাইবা বাতী।
চারি পরে এক করি সম করি জ্যোতি ॥
ত্রিপিনিতে দিয়া থান্য বন্দি কর কাল।
বার মাসের বার তিথি পালিবা জে ভাল ॥]* ৭৪০

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত হইল।

রাগ—ভাটীআল।

সরবর সুখাইল[১] মৈশ্চ নিল চিলে।
নিজ কায়া ডুবাইলা তুহ্মি কামিনীর কোলে[২] ॥
অরোগিয়া ভাণ্ডার গুরু কদলি হইল রোগ[৩]।
জদি সে সাধিবা কায়া উলটি ধর জোগ[৪] ॥
উলটিয়া ধর গুরু সুমেরুর কলা।
[পাকিছে মাথার কেশ হই জাইব কালা[৫] ॥] *
[দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল।
উজাউক মহারস ভরৌক থাল জোর ॥] †

১। 'শুখাইল সরোবর'—২য় পুথি।
২। নিশ্চিন্তে দিয়াছ কায়া কামিনীর কোলে— ঐ
৩। অরোগ ভাণ্ডার গুরু কদলী সে রোগ—৩য় ঐ
৪। 'সাধিবা কায়া' স্থলে 'জীইবা গুরু'— ঐ
'উলটি' স্থলে 'ফিরি'—২য় ঐ
৫। উলটিয়া ধর গুরু সুমেরুর চূড়া।
না পাকে মাথার কেশ নাহি হৈবা বুড়া ॥— ঐ
উলটিয়া ভেদ গুরু ইত্যাদি।
পাকিছে মাথার কেশ হই জাইব কালা ॥—৩য় ঐ

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

† 'দশমীর দ্বারে গুরু ঠোক ঠোক তোল'—আদর্শ পুথির এই পাঠ অসম্পূর্ণ দেখিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম।

কানফাএ কহিল মোরে বিজয়া নগরে।
তেকারণে য়াইলাম আহ্মি তোহ্মার গোচরে[১] ॥ ৭৪৫
য়দ্ধে উর্দ্ধে তালি দেয় গুরু মোচন্দর।
পরমাত্তা চিনি লও সুনহ উত্তর[২] ॥
ব্যাউ ঘরে কিবা বাউ বাউ কর বন্দি।
মুলে স্থির কর গুরু কহিলাম সন্ধি[৩] ॥
বাউর ঘরেত গুরু বাউ কর নিসা[৪]।
আছোক ব্র্যাধক্ তবে হইয়া জাইব কাচা[৫] ॥

দশনীর দ্বার ভেদ ঢোকে ঢোকে তোল্।
উল্টাউক মোহারস বৈসে জোর থাল ॥—৩য় পুথি।

১। তেকারণে আইলু বাপু তোমা দেখিবারে—২য় ঐ
তেকারণে আইলুম গুরু তোমা চেতাইবারে—৩য় ঐ

২। আপ্তমা চিনিআ লঅ শরীরের অন্তর— ঐ
আত্তমা নিচল কর শরীর অন্তর—২য় ঐ

৩। বায়ুর ঘরেত গুরু বায়ু কর বন্দি।
মন স্থির করি কর বাবি কর বন্দি ॥—৩য় ঐ
বায়ুর * * * কর সন্ধি।
মৈদ্ধে কমল আনি চোরা কর বন্দি ॥—২য় ঐ

৪। 'নিসা' স্থলে 'মীশ্চা'—৩য় ঐ

৫। আছুক তরুণা বির্দ্ধ (বৃদ্ধ) হইয়া জাইব কাচা—২য় ঐ
আছোক তরুণা বুড়া হই জাইব কাঞ্চা—৩য় ঐ
বাধক—বার্দ্ধক্য, বৃদ্ধ।

[খাল জোরা ভর গুরু বায়ু কর তত্ত্ব।
গরল ভক্ষণ করি চিন্ত নিজ পথ ॥]*
স্বরীর সঞ্জোগ[১] বাউ কমল সাধন।
সটচক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান[২] ॥ ৭৫০
মেরুমূলে রহিব চন্দ্র না টুটিব কলা।
বেঙ্কা নালে সাধ গুরু না করিয় হেলা[৩] ॥
ইঙ্গিলা পিঙ্গিলা বুঝিবা বাউ সন্ধি[৪]।
রবি শশি চলিয়াছে তারে কর বন্দি ॥
[মন হয় গোসাই পবন হয় সাই।
হেন তত্ত্ব কহিআছে আপনে গোসাই ॥
মন আর পবন সহিতে কর জোর।
ক্রমে ক্রমে আনিয়া মনের ভাঙ্গ ভোর ॥]†

---

* † বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

১। 'সঞ্জোগ' স্থলে যথাক্রমে 'সংকেত' ও 'সঙ্গিত'— ২য়-৩য় পুথি।

২। সটচক্র ভেদ করি খেলাও গগন—২য় ঐ
সটচক্র ভেদ গুরু খেলঅ গয়ন (গগন)—৩য় ঐ

৩। বেঙ্গা নাল শোধ (শোষ ?) ইত্যাদি—২য়-৩য় ঐ
২য়-৩য় পুথিতে 'বেঙ্গা নাল' ইত্যাদি
চরণটি "মেরুমূলে" ইত্যাদি চরণের উপরে আছে।

৪। ইঙ্গলা পিঙ্গলা শোধ বুঝ মহাসন্ধি—২য় ঐ
'মহা' স্থলে 'নানা'—৩য় ঐ

উলটিয়া হৌক পুষ্প পুনি কর ধায়ান।
বুঝ বুঝ য়াএ গুরু তত্ত্ব ব্রাহ্ম ঙ্গান (জ্ঞান[১]) ॥ ৭৫৫
চাপ তিন ত্রিহড়ি উড়িয়া জাউক ধুয়া।
আনল জ্বালহ গুরু স্থির কর কায়া[২] ॥
[ত্রিপিনী করিআ স্থির কর্ণে দেঅ তালী।
উপরে বসন্ত খেলা জেন নহে খালি[৩] ॥
জানিআ জ্বালহ গুরু জেন নহে ছালি।
কন (কোন) কালে ন টুটিব তোমার গাভুরালি[৪] ॥]*

১। উলটি পলটি আর পুন কর ধ্যান।
চিন চিন অহে বাপু এই ব্রহ্মজ্ঞান ॥—২য় পুথি।
উলটি ফুটিল ফুল পুনি কর ধ্যান।
বুজ বুজ আএ বাপু পুনি মোহাজ্ঞান ॥—৩য় ঐ

২। চাপ তিন তিহরিত উঠি জাউক ধুয়া।
মনের আনল জ্বালি রাখ নিজ কায়া ॥— ঐ
চাপ তিহরি তুমি উলটউক ধুয়া।
জ্ঞানের আনল জ্বালি স্থির কর কায়া ॥—২য় ঐ

৩। ত্রিপিনী ধরহ হস্তে কর্ণে দেও তালী।
জাগিয়া জাগহ (জ্বালহ ?) গুরু জেন নহে ছালী ॥— ঐ

৪। কোন কালে না টুটিব তোমা গাভুরালী (গাভুরাল)।
শরীর সোন্দর হৈব জিনিবা জে কাল ॥— ঐ

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

ত্রিপিনি স্থাপনা কর বসি।
আদিত্য বার পাল আর ভূমি একাদসি[১] ॥
[দশমী দিব (?) মধ্যে ন কল্পিয় মন।
তার মধ্যে বারাণসী নিতি কর স্নান[২] ॥]* ৭৬০
আদ্ধে (অধে) উদ্ধে গুরুদেব তুলিয়া ধর কাম।
সরির সোন্দর হউক চিকণ হউক চাম[৩] ॥
[নাপিতের সিঙ্গা (জেন) চুমুকে তোলে টানি[৪]।
ইন্দ্রনালে তোল গুরু আচাভুআ বানি[৫] ॥
সারিঅ জালিঅ (জ্বালিও ?) গুরু না করিঅ ভয়।
ভাণ্ডার বান্ধহ গুরু হউক অক্ষয়[৬] ॥

১। আপনে করহ মনে আমলেত বসি।
আদ্য বার পাল তুহ্মি আর একাদশী ॥—৩য় পুথি।
স্থাপন করহ মন আমলে বসি।
আদ্যবার পাল বাপু তিথি একাদশী ॥—২য় ঐ
২। দশ দীশ (?) মধ্যে গুরু না কল্পিয় মন।
ঘট মধ্যে বারাণসী নিতি কর স্নান ॥— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৩। অধে উর্দ্ধে গুরু বাপু তুলি ধর কাম।
শরীর সোন্দর হৈব চিকণ হৈব চাম ॥— ঐ
'তুলি ধর' স্থলে 'তুহ্মি ধর'—৩য় ঐ
৪। 'সিঙ্গা' স্থলে 'সিংহা'—২য় ঐ
৫। ইন্দনাল শোধ গুরু আছাভুয়া পানী— ঐ
৬। সারিও জারিয় ইত্যাদি।
ভাণ্ডার বান্ধয় গুরু করিয়া অক্ষয় ॥— ঐ

কৃপিণীর ধন জেন রাখহ আপেক্ষি।
সম্ভোগ করিআ রাখ আপনাক দেখি[১] ॥
আসনেত মন করি চিন একাদশী।
পরম নিচল মধ্যে ধ্যান কর বসি[২] ॥ ৭৬৫
বিপন্থে রহিলে বাপু কিছু নাহি ফল।
কায়া সাধ গুরু বাপ চিন যম কাল[৩] ॥
জুতির কমল গুরু বেড়িয়া জে পাতে।
তাহাতে ডুবাঅ মন গুরু মীননাথে[৪] ॥
এড় এড় গুরু বাপ অমৃত কুণ্ডল। ঐ
থেমাইরে অঙ্কুশ মার হস্তিয়ার মুণ্ডে[৫] ॥
অঙ্কুশ মারিয়া হস্তী সদাএ দেয় ভুরি।

১। কৃপণের ধন জেন রাখএ উপেক্ষি।
সম্ভোগ করিয়া গুরু আপনাকে রাখি ॥—২য় পুথি।
২। আসনেতে মন কর ইত্যাদি।
পরম নিশ্চল মধ্যে ইত্যাদি ॥— ঐ
৩। পরের মূলে রহি গুরু কিছু নাই কাজ।
কায়া সন্ধি (সাধি ?) গুরু বাপু জিন যমকাল ॥— ঐ
৪। জুবতির মন গুরু বেরিআছে গীত।
তাহারে ডুবাইলা গুরু মীননাথ ॥— ঐ
৫। এড় এড় গুরু বাপু অমৃতের কুণ্ড।
ক্ষেমাইর অঙ্কুশ দেয় হস্তীর জে মুণ্ড ॥— ঐ

সাধিবারে জোগ রহ থানায় জে জুড়ি[1] ॥]*
এহি চারি ধাউত জান সরির আলয়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এহি চারি হএ[2] ॥ ৭৭০
[এই চারি জনেরে ধরিআ দড় করি।
সকলে মিলিয়া কর খেমাইর চাকরি[3] ॥]†
জথ সব কৈলা গুরু সব কৈলা ভঙ্গ[4]।
তাহারে না কৈলা গুরু মনের আতঙ্গ[5] ॥
সহজএ ভবনদী হইবারে পার[6]।
হেন নৌকা না রাখিলা ঘাটে আপনার[7] ॥
কহেন জে গোর্খনাথ স্থন মোচন্দর। ·

১। যদি সে সাধিবে জোগ স্থান রহ জুড়ি—২য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
২। লোভ মোহ কাম গুরু আর হএ ক্রোধ।
এই চারি জন জান শরীরে বিরোধ ॥— ঐ
এই চারি জন জান শরীরে অবোধ—৩য় ঐ
৩। এই চারি জনে জান দৃঢ় করি ধরি।
এ সকল মিলি ইত্যাদি ॥—২য় ঐ
† বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৪। আপনে কহিছ কথা আপনে কর ভঙ্গ।—৩য় ঐ
৫। এ সকল না রাখিলা মনেত আতঙ্গ ॥—২য়-৩য় ঐ
৬। সহজে সমন নদী ইত্যাদি—২য় ঐ
সহজে এ ভবনদী হইবা জে পার—৩য় ঐ
৭। হেন নৌকা রাখ তুহ্মি ঘাঠে আপনার— ঐ

অষ্ট জন না রাখিলা কৈলা সভান্তর[১] ॥
পাটে রাজা দড় করি[২] খেমাইর সনে মিলি।
কামের গলাতে দেয় লোহার জিঞ্জলি[৩] ॥ ৭৭৫
[সকল ছাড়িয়া গুরু খেমাইরে[৪] কর রাজা।
ভক্ষিআ গরল চন্দ্র কায়া[৫] কর তাজা ॥]*
কহিতে কহিতে গোর্খ[৬] হাতে মারে তুড়ি।
বিচলিত মীননাথ রাজ্য পাট ছাড়ি[৭] ॥
[উলটিয়া কৈল গোর্খে মীন কর্ণে লাগি।
জ্ঞানের প্রভাবে তান ভ্রম গেল ভাগি[৮] ॥]

১। কহেন্ত জে গোর্খনাথ ইত্যাদি।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ক্ষেমাইর নফর ॥—২য় পুথি।
২। 'দড় করি' স্থলে 'দড় কর'—৩য় ঐ
৩। 'জিঞ্জলি' স্থলে 'ছিকসী' ও 'ছিগলি'—২য়-৩য় ঐ
৪। 'খেমাইরে' স্থলে 'ক্ষেমা'—২য় ঐ
৫। 'কায়া' স্থলে 'অঙ্গ'— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৬। 'কহিতে কহিতে গোর্খ' স্থলে যথাক্রমে 'বলিতে বলিতে নাথে' এবং 'এ বুলিআ নাথে তবে'— ২য়-৩য় ঐ
৭। 'ছাড়ি' স্থলে 'এড়ি'—৩য় ঐ
৮। 'উছাট কৈলা গোর্খ মীন কানে লাগি।
জ্ঞান তাপে মীননাথ বড় হইল দুখি ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ ঠিক নহে মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।

সুখ ভোগ মীননাথ য়ার নাহি ভাএ[১]।
ছিকলি ভাঙ্গিয়া কথা গোর্খনাথে কহে[২] ॥
গোর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল[৩] ॥ ৭৮০

উচাটন কৈলা নাথে মীন কর্ণ লাগি।
জ্ঞানের প্রভাতে (?) তান ভ্রম গেল ভাঙ্গি ॥—২য় পুথি।

১। 'আর নাহি ভাএ' স্থলে 'আর নাই মন'—২য়-৩য় ঐ

২। বুঝিয়া পাইল নাথ গুরুর লিখন—২য় ঐ
বুঝিয়া পাইল জথ গুরুর বচন—৩য় ঐ

৩। এই ভণিতা ২য়-৩য় পুথিতে দেখা যায় না। ইহার স্থলে উক্ত পুথিদ্বয়ে যাহা লেখা আছে, তাহা এই,—

(ক) কহে সেক ফজুল্লায় বিচারিয়া পাঞ্জী।
স্ত্রীর বিষম মায়া বাদিআর বাজী ॥
আলাপে বিলাপে হয়ে কামে হএ মত্ত।
কালকুল হিতাহিত তেজহ (তেজএ ?) সমস্ত ॥—২য় পুথি।

(খ) কহে সেখ ফাজুল্লাএ বিচারি মন পাঞ্জি।
স্ত্রীর বিসম মায়া জানে হাসি বাজি ॥
আলাপে বিভোলা হএ কামে হএ মত্ত।
কাল কুল হিতাহিত তেজএ সমস্ত ॥—৩য় ঐ

সুহি রাগ ।

হেনকালে সাজি জথ কদলির জুবতি ।
নানা ভেসে রহে সব মীনেরে আহুতি[১] ॥

"গোর্খের বিজয়কথা কবিন্দ্র রচিল ।
সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ॥"

এই ভণিতার পরে আদর্শ পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি লিপিবদ্ধ দেখা যায়। ইহার মধ্যস্থ প্রায় সমস্ত পদগুলিই পূর্ব্বপ্রদত্ত ২য়-৩য় পুথির পাঠের অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। পাঠক দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, এই অংশটি আগাগোড়া একবারে অসংলগ্ন ও খাপছাড়া। আমার বিশ্বাস, প্রতিলিপিকারক নকল করিবার সময় দোভাঁজ-করা কাগজের যে পৃষ্ঠা আগে লিখিতে হয়, তাহা না লিখিয়া পরের পৃষ্ঠাই আগে লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন; তাহাতেই এই অংশটি সম্ভবতঃ এ রকম উলটপালট হইয়া গিয়াছে। এই অংশটি এ দিকে পরে আছে বুঝিতে না পারিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আদর্শ পুথিতে ইহা বাদ পড়িয়া গিয়াছে। তাই আমি ২য়-৩য় পুথি হইতে এই অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছি। আদর্শ পুথির সেই অংশটি এই ;—

তবে কি কায়া সাধ সিধি হএ তার ।
না সাধিলে জ্ঞান স্থনিলে না হএ সার ॥

১। হেকালে সাজি আইল কদলী যুবতী ।
নানা বেশে সাজি আইল মদন মূরতি ॥—২য় পুথি

কাকে করি মোহাদেবী বিন্দুক নাথেরে।
সাজিয়া রহিল দেবি মীনের গোচরে[১] ॥

সাধিলে সে সিদ্ধি হএ সুনহ বচন।
অনাসৃতে কোন কার্জ্য না হএ কদাচন।
ত্রিপিনি ধরহ তুহ্মি প্রতক্ষে জে দেখি।
সঞ্জোগ করিয়া খেল য়াপনার রাখি ॥
পরমাথ সহিতে গুরু কর পরিচয়।
সরির স্থাপন কর পাপ হইব খএ (ক্ষয়)
এথাতে থাকিলে গুরু কিছু নহি ভাল।
কায়া সাধ মীননাথ জিন জম কাল ॥
পুলক চইয়া তুহ্মি থাকহ বসিয়া।
মুক্তিপদ দিল গুরু যাপনে য়াসিয়া ॥
জুতিকমল গুরু বেড়িয়াছে পাতে।
তথাতে রাখহ মন গুরু মীননাথে ॥
সহস্র সহস্র মৈদ্ধে এক নিরঞ্জন।
একমনে ভাবিলে পাইবা দরসন ॥
য়গ্নেতের কুণ্ড তুহ্মি এড়হ য়খন।
য়ঙ্কুস মারিয়া তবে রাখহ দুর্জ্জন ॥
য়ঙ্কুস মারিয়া হস্তী সদাএ দেয় তুড়ি।

১। কাকেত করিয়া নাথ বিন্দুক কুমার।
সাজিয়া আসিল নারী মীনের গোচর ॥—২য় পুথি।
'আসিল নারী' স্থলে 'আইল দেবী'—৩য় ঐ

[সোল স কদলী আইল করি নানা সাজ।
বসিলেক চারি পাশে মীনে করি মাঝ[১] ॥] *
সোল সয় কদলি মীনে দেখি একত্তর।
হাসিয়া বলিল তবে ভোলা মোচন্দর[২] ॥

জদি সে সাধিবা জোগ রহ থান জোড়ি ॥
লোভ মোহো গুরু য়ার কাম ক্রোধ।
এহি চারি জন য়াছে সরিরের য়বোধ ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহো এহি চারি জন হএ।
জার মনে জেই ভাব তেন মত রহে ॥
মীনেরে অজ্ঞান সুনি গোর্খে কৈল সার।
পূর্ণ হইল ভবসিন্ধু পিণ্ড কৈল য়ার ॥
য়াপনে জানিয়া মীন বুজিলেক সব।
তেকারণে গুরু পাপ হইলেক ভব ॥
ভাবি চাহ গুরু দেব বিচারিয়া পাজি।
কি করিব বিসম মায়াএ কি করিব য়াজি ॥
কামে বিভোল হএ কামে হএ * * স্ত।
কাল কুল হিতাহিত তেজিল সমস্ত ॥

১। সোল শ কদলী মিলি করিয়া সমাজ।
বসিলেক্ত সভা করি পূর্ণচন্দ্র সাজ ॥—২য় পুথি।

* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

২। আদর্শ পুথির 'মোচন্দর' স্থলে 'মহেশ্বর' আছে। কিন্তু উহা নিঃসন্দেহে ভুল। ২য়-৩য় পুথি 'মোচন্দর' পাঠই ঠিক।

বোলাবোলি করি (সবে) য়াইল একমনে।
কি কারণে য়াসিয়াছ আহ্মা দরসনে১ ॥ ৭৮৫

আদর্শ ও ২য়-৩য় পুথির পাঠের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পূর্ব্বে যেই পাঠ দিয়াছি, তাহার সহিত এই খাপছাড়া অংশের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে গেলে যেই পাঠ হইতে পারে, এ স্থলে তাহাও প্রদর্শন করা গেল ; যথা,—

ত্রিপিনি ধরহ তুহ্মি প্রতক্ষে জে দেখি।
সম্ভোগ করিয়া খেল আপনার রাখি ॥
পরমাথ (পরমাত্মা) সহিতে গুরু কর পরিচয়।
সরির স্থাপন কর পাপ হইব ক্ষয় ॥
এথাতে থাকিলে গুরু কিছু নহি ভাল।
কায়া সাধ মীননাথ জিন জম কাল ॥
তবে কি কায়া সাধ সিধি (সিদ্ধি) হএ তার।
না সাধিলে জ্ঞান সুনিলে না হএ সার ॥
সাধিলে সে সিদ্ধি হএ সুনহ বচন।
অনাস্থতে কোন কার্জ্য না হএ কদাচন ॥
পুলক হইয়া তুহ্মি থাকহ বসিয়া।
মুক্তিপদ দিল গুরু আপনে আসিয়া ॥
জুতি কমল গুরু বেড়িয়াছে পাতে।
তথাতে রাখহ মন গুরু মীননাথে ॥

১। বোলাবুলি করিয়া আসিলা সর্ব্বজন।
কি কারণে আসিআছ আমার সদন ॥—২য় পুথি

আহ্মারে চাহিয়া সব[১] চলি জাও ঘরে।
জোগি পুত্র[২] গোর্খনাথ গ্যান (জ্ঞান) দিল মোরে ॥

সহস্র সহস্র মৈদ্ধে এক নিরঞ্জন।
একমনে ভাবিলে পাইবা দরসন ॥
অম্রেতের কুণ্ড তুহ্মি এড়হ যখন।
অঙ্কুস মারিয়া তবে রাখহ দুর্জ্জন ॥
অঙ্কুস মারিয়া হস্তী সদাএ দেয় ভুড়ি।
জদি সে সাধিবা জোগ রহ থান জোড়ি ॥
এহি চারি ধাউত জ্ঞান সরির আলয়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এহি চারি হএ ॥
লোভ মোহ গুরু আর কাম ক্রোধ।
এহি চারি জন আছে সরিরের অবোধ ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এহি চারি জন হএ।
জার মনে জেই ভাব তেন মত রহে ॥
জথ সব কৈলা গুরু সব কৈলা ভঙ্গ।
তাহারে না কৈলা গুরু মনের আতঙ্গ ॥
সহজ এ ভবনদী হইবারে পার।
হেন নৌকা না রাখিলা ঘাটে আপনার ॥
কহেন জে গোর্খনাথ স্তন মোচন্দর।
অষ্ট জন না রাখিলা কৈলা সভান্তর ॥

১। 'চাহিয়া সব' স্থলে 'ছাড়িয়া সবে'—৩য় পুথি।
২। 'জোগি পুত্র' স্থলে 'শিষ্য পুত্র'—২য়-৩য় ঐ

ঙ্গান (জ্ঞান) পাইয়া তবে স্থির নহে মন[১] ।
রহিতে না পারিলুম ঘরে চলিল য়থন[২] ॥

পাটের রাজা দড় করি খেমাইর সনে মিলি ।
কামের গলাতে দেয় লোহার জিঞ্জলি ॥
কহিতে কহিতে গোর্খ হাতে মারে তুড়ি ।
বিচলিত মীননাথ রাজাপাট ছাড়ি ॥
উছাট কৈলা গোর্খ মীন কাণে লাগি ।
ঙ্গান (জ্ঞান) তাপে মীননাথ বড় হইল দুখি ॥
মীনেরে অঙ্গান স্থনি গোর্খে কৈল সার ।
পূর্ণ হইল ভবসিন্ধু পিণ্ড কৈল আর ॥
আপনে জানিয়া মীন বুজিলেক সব ।
তেকারণে গুরু পাপ (?) হইলেক ভব ॥
সুখ ভোগ মীননাথ আর নহি ভাএ ।
ছিকলি ভাঙ্গিয়া কথা গোর্খনাথে কহে ॥
গোর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল ।
সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ॥
ভাবি চাহ গুরুদেব বিচারিয়া পাজি ।
কি করিব বিষম মায়া এ কি করিব য়াজি ॥

১। জ্ঞান পাইলাম এবে থির নহে মন—৩য় পুথি ।
জ্ঞান পাই মোহর জে স্থির নহে মন—২য় ঐ
২। রহিতে না পারি আমি চলিনু এখন— ঐ
রহিতে না পারি ঘরে চলিমু এখন—৩য় ঐ

[জথেক আছিল ধন সব নিলা হরি।
আর পুনি মায়া করি কি পাইবা কড়ি[১] ॥
বৃদ্ধ কাল হৈল মোর মৃত্যু উপস্থিত।
আর কি পাইতে আস আমার বিদিত[২] ॥] *
ভালে সে রাখিল মোরে গোর্খ অবধুতে[৩]।
বান্ধিয়া লই জাইত (নহে) জমরাজ দূতে[৪] ॥ ৭৯০
দড় (কায়া ?) রক্ষা করিবারে গোর্খে কৈল
সাধি (সন্ধি)[৫]।
রাখিতে না পারে য়ার মায়া করি বন্দি[৬] ॥

কামে বিভোল হএ কামে হএ মত্ত (মত্ত)।
কাল কুল হিতাহিত তেজিল সমস্ত ॥

১। কেলি আসে আসিয়াছ কিবা পাইবা কড়ি—২য় পুথি।
২। আর কিবা পাইতে আইলা ইত্যাদি— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৩। ভাল আসি রাখিলেক ইত্যাদি—৩য় ঐ
৪। বান্ধি নিতে আসিয়াছে সমনের দূতে—২য় ঐ
বান্ধিআ নিব মোরে নহে যমদূতে—৩য় ঐ
৫। 'দড়' স্থলে 'কায়া'—২য়-৩য় ঐ
'কৈল সাধি' স্থলে যথাক্রমে 'দিল সন্ধি' ও 'দিল বুদ্ধি'—ঐ
৬। রাখিতে নারিবা আর মায়া করি বন্দী— ঐ

পুত্র গোর্খনাথে মোরে পথ দেখাইল।
য়ার কার রচিব মায়া তোহ্মাতে কহিল[১] ॥
মঙ্গলা কমলা তুই (রাজ) পাটেশ্বরী।
সোল সয় কদলি লইয়া থাক নিজ পুরি[২] ॥
[সমুদ্র সুখাইআ তোমরা করিলা সুখনা।
আর কি করিতে চাহ ঘরে দিতে হানা[৩] ॥
বুঝিলাম তোমারার[৪] মায়া চলি জাঅ ঘরে।
তোমারারে দেখি প্রাণ সাত পাচ করে[৫] ॥ ৭৯৫
মালঞ্চেত পুষ্প নাহি কি দিব প্রসাদ।
সুখাইল গঙ্গা জেন জোয়ার নাহি তাত[৬] ॥

১। শিষ্য পুত্র গোর্খনাথে দেখাইল তত্ত্ব।
আর মনে না রুচিব তোমা মায়া জথ ॥—২য় পুথি।
'দেখাইল' স্থলে 'জানাইল'—৩য় ঐ
আর না রচিব মায়া তোমারার জথ— ঐ
২। 'সোল সয় কদলি' স্থলে 'সোল সত সখী'— ঐ
৩। সমুদ্র সুখাই মোর করিলে শুখানা।
আর কি পাইবা মোর তারে দিতে হানা ॥—২য় ঐ
৪। 'বুঝিলাম তোমারার' স্থলে 'বুঝিলু তোমার'— ঐ
৫। তোমারে দেখিয়া মন ইত্যাদি— ঐ
৬। মালঞ্চেতে……কি দিমু পসার।
সুখাইল গঙ্গার জল জোয়ার নাই আর ॥ ঐ

গোর্খনাথে যদি মোরে দেখাইল তত্ত্ব।
সুখনা গাছেত জেন মেলএ পত্তর[১] ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ বন্দি কৈল নাথে।
অখনে চলি জাঅ তোমারার হোতে[২] ॥] *
মঙ্গলাএ বোলে প্রভু সুনহ উত্তর[৩]।
তোহ্মার কথাএ মন হইল ফাফর[৪] ॥
কোন দুখে জাইবা তুহ্মি[৫] গোর্খের বচনে।
পাগল করিল গোর্খ (দিয়া) শূন্য গানে (জ্ঞানে) ॥ ৮০০
হেন সুখ সম্পদ প্রভু সংসারেত নাই।
কোন দোসে জাইবা তুহ্মি পুনি জোগি হই[৬] ॥
[মীনে বোলে মালঞ্চেত পুষ্প নাহি য়ার।
তোহ্মা সভারে লইয়া মুই দিবারে পসার ॥

১। এই পদটি ২য় পুথিতে নাই।
২। আপনে(?)চলিয়া জাইমো তোমা সভা হইতে—২য় পুথি।
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৩। মঙ্গলাএ বোলে নাথ জগত ঈশ্বর—৩য় ঐ
মঙ্গলাএ বোলে প্রভু কদলী ঈশ্বর—২য় ঐ
৪। তোমার বচন সুনি হইল ফাফর—২য়-৩য় ঐ
৫। 'জাইবা তুহ্মি' স্থলে 'চলি জাইবা'—২য় ঐ
৬। হেন সুখ সম্পদ জে ইত্যাদি।
কোন দুঃখে চলি জাইবা পুন ইত্যাদি ॥— ঐ
এ সুখ সম্পদ আর ইত্যাদি।
কোন দুঃখে যাইবা প্রভু ইত্যাদি ॥—৩য় ঐ

তোহ্মি সব চলি জাও ঘরে য়াপনার।
সুখ নাহিক আহ্মার নাহিক জোয়ার ॥
যদি সে গোরখে মোরে দেখাইল তত্ত্ব।
সুথনা কাষ্ঠেত য়ার না হইব (পত্র)[১] ॥]
মঙ্গলাএ বোলে তুহ্মি ঈশ্বর মিনাই।
হস্তি ঘোড়া রাজ্যপাট দিলা কার ঠাই[২] ॥ ৮০৫
সুবর্ণের ঘর আর মাণিক্য পয়লা (?)।
রঙ্গ বিরঙ্গ টঙ্গি কারে দিয়া গেলা[৩] ॥
হিরা মণি মাণিক্য য়তি সোভাকার।
সেত নেত কাপড় উত্তম (উপরে ?) তাহার[৪] ॥
তাহার উপরে প্রভু তুহ্মি এড় গাও।

১। বন্ধনীমধ্যস্থ পদত্রয় ২য়-৩য় পুথিতে এ স্থলে দেখা যায় না। তদ্রূপ পদ কয়েক পংক্তি পূর্ব্বে একবার পাওয়া গিয়াছে।

২। লক্ষ লক্ষ হস্তী সব জার অন্ত নাই।
এ সকল এড়ি তুমি জাইবা কোন ঠাই ॥—২য় পুথি।
এ সকল এড়িয়া যাইবা কোন ঠাই।
সোল সত কদলীগণ রৈল কার ঠাই ॥—৩য় ঐ

৩। সোবর্ণের ঘর সব মাণিক্যের পালা।
রঙ্গ রঙ্গী টঙ্গি সব দেখিতে লাগে ভালা ॥—৩য় ঐ
সোবর্ণের ঘর সব মাণিক্য প্রবাল।
রঙ্গ রঙ্গ টঙ্গি সব দেখিতে জে ভাল ॥—২য় ঐ

৪। হিরা মণি মাণিক্য জেন পাট মনুহর।
সিতা নেত বস্ত্র সব তাহার উপর ॥—৩য় ঐ

সোল সয় কদলিগণে ধরে হাত পাও[১] ॥
সেত নেত চোওরে তোহ্মারে করে বাও।
পুষ্পসজ্যাতে তোহ্মি সুখে নিদ্রা জাও[২] ॥
সুবর্ণের ছত্র ধরে সিরের উপরে।
কোটি কোটি লোকে য়াসি তোসএ তোহ্মারে[৩] ॥ ৮১০
কারে দিয়া জাইবা তুহ্মি এ খাট পালঙ্গ।

হিরা (মণি) মাণিক্য জে পালঙ্গ বিস্তর।
সেত সেত (নেত ?) দর্পণ জে তাহার উপর ॥ ২য় পুথি।
'সিতা নেত' না হইয়া সম্ভবতঃ 'সিত নেত' বা
'শ্বেত নেত' হইবে।

তাহার উপর প্রভু শুই নিদ্রা জাঅ।
সোল শ কদলী মিলি চাপে হাত পাঅ ॥—৩য় ঐ
তাহার উপরে প্রভু তুমি ঢাল গাও।
সোল শ কদলীয়ে জাতে হাত পাও ॥—২য় ঐ
সেত (শ্বেত) চোমরে বাঅ তোমার অঙ্গে করি।
সুখে নিদ্রা জাঅ প্রভু সৈজ্যার উপর (রি ?) ॥—৩য় ঐ
সেত চামরে প্রভু তোমা বাও করে।
সুখে নিদ্রা জাও পুষ্প শয্যার উপরে ॥—২য় ঐ
সোবর্ণের ছত্র ধরি সিরের উপর।
কোটী কোটী লোকে মাথা লোমাএ গোচর ॥
শিরের উপরে ধর সোবর্ণ ছত্তর।

কাহাতে সপিবা তুহ্মি রঙ্গ বিরঙ্গ[১] ॥
আহ্মি সব কারে দিয়া জাও জোগি হই।
এহি সব রাজ্য দেস দিলা কার ঠাই[২] ॥
কাহারে দিলা প্রভু কদলি অধিকারী।
কাহারে দিলা তুহ্মি উয়ারি মেহারি[৩] ॥
কাহারে দিয়া জাও প্রভু সুবর্ণ ভাণ্ডার।
কাহাতে সপিলা প্রভু বিন্দুক কুমার[৪] ॥

কোটী কোটী নরে মাথা লোমায় সত্বর ॥—২য় পুথি।
লোমায়=নোমায়, নোয়ায়; নত করে।

১। এই পদটি ২য়-৩য় পুথিতে নাই।

২। আমা সব কারে দিয়া জাইবা জুগী হই।
এই রাজ্য সম্পদ দিবে কার ঠাই ॥—৩য় ঐ
আমা সবে কারে দিয়া জাও যোগী হৈয়া।
কোন স্থানে চলি জাইবা রাজ্যপাট দিয়া ॥—২য় ঐ

৩। কাহারে সপিবা তুমি কদলীর নারী।
কারে দিয়া জাইবা তুমি উআরি মোহারি ॥—৩য় ঐ
কারে সমর্পিলা তুমি রাজ্য অধিকারী।
কারে দিয়া জাও ইত্যাদি ॥—২য় ঐ

৪। কাহারে সপিবা তুহ্মি সোবর্ণ ভাণ্ডার।
কাহারে সপিআ জাইবা বিন্দুক কুমার ॥—৩য় ঐ
কারে দিয়া জাইবা তুমি ইত্যাদি।
কারে দিয়া জাইবা তুমি ইত্যাদি ॥—২য় ঐ

কোন দুঃক্ষে জাইবা তুহ্মি (পুনি) জোগি হইয়া[১]।
কি দোসে জাইবা তুহ্মি আহ্মারে ছাড়িয়া ॥ ৮১৫
মঙ্গলা কমলা দুই পাটেশ্বরী।
আহ্মার রূপে ত্রিভুবন জিনিবারে পারি[২] ॥
[মীননাথে বোলে আন না বুলিঅ আর।
পাইবা গোর্খের শাপ হইবা ছারখার ॥
মঙ্গলাএ বোলে আর প্রাণ ভয় নাই।
প্রাণি জাউক তুহ্মি রহ (মোর ঠাই) ॥] *
মুখপদ্ম সম তোহ্মার পূর্ণিমার শশী।
মোর রূপে জিনিতে পারি স্বর্গের উর্ব্বসি ॥
মোর রূপে জিনিতে পারি ইন্দ্র সুরেশ্বরী।
লিলাএ জিনিতে পারি গঙ্গা আর গৌরী ॥ ৮২০
[মোর রূপে ত্রিভুবন জিনিবারে পারি।
আমার সমান রূপ আছে কোন নারী ॥
হরি হর আদি করি দেবতা সকল।
সকল জানিবা প্রভু কামেত বিভোল ॥

১। কি কারণে জাইবা ইত্যাদি ॥—২য়-৩য় পুথি।
২। আমি দুই জন তোমা মুক্ষ্য পাটেশ্বরী।
না হএ আমারা সম গঙ্গা আর গৌরী ॥—৩য় ঐ
মুক্ষ আমি দুই হই রাজপাটেশ্বরী।
আমার রূপে ইত্যাদি ॥—২য় ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

হাড়িফাএ কাণফাএ প্রভু সিঙ্কার ভিতরে।
জলান্তরি (জলন্ধরি) রূপ দেখি হাড়ি কর্ম্ম করে॥] *
আমি সব পাইলে দেবতা মোহ জাএ।
এমন সম্পদ কথা নাহি পাএ[1] ॥
[আমা সব পাইলে গোর্খের মন টলে।
হেন সুখ না পাইবা তুহ্মি এই মহীতলে[2] ॥ ৮২৫
স্ত্রী হোন্তে আছে কোন জান (জনে ?) সতান্তর।
জথ দেখ নারী লৈআ সবে করে ঘর ॥] †
নাটুয়াএ নাট করে গাইনে গাহে গীত।
তেলঙ্গাএ বাজি করে তোহ্মার বিদিত॥
এ সব সম্পদ তুহ্মি দিয়া জাইবা কারে।
জোগিয়ার লগে জাইতে জোগ সাধিবারে॥
স্ত্রী পুত্র এড়ি তোহ্মি জাও দেসান্তরে।
ইতিহাসে কহিয়াছে মোহামুনিবরে॥

* † বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

১। আমাকে দেখিলে দেবতা মোহ পায়।
হেন রূপ গুণ তোমার মনে নাহি ভায়॥—২য় পুথি।
আমি সব দেখিলে ইত্যাদি।
হেন রূপ গুণ প্রভু ইত্যাদি॥—৩য় ঐ

২। হেন সুখ না পাইবা বেড়াই মহীতলে—২য় ঐ

৩। নারী বিনে কোন জন আছে সতন্তর।
জথ জথ ত্রিভুবনে সবে নারী করে॥— ঐ

য়ার পুরুষে তবে গৃহবাস করে।
রাধা কানু বঞ্চিল এহি খিতিতলে ॥ ৮৩০
দেবের দেবতা হেন তাহা জানি।
সেহ রতি ভুঞ্জিল লইয়া রমণী ॥
মীননাথ জানন্ত জে সকল সংসারে।
সিম্বুক চাহিয়া সেহ হাড়ি কর্ম্ম করে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব য়াদি তার সেবইতি।
করিলেক গৃহবাস করিল বসতি ॥
ধর্ম্মপথ ভাবি কেনে তারা হইল পার।
পুরাণ বিচারি চাহ করিয়া বিচার[১] ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর জথ য়াছে চরাচর।
সকল জানিয় প্রভু কামের কাতর[২] ॥ ৮৩৫
কি কারণে গোসাই তুহ্মি উপখিয়া ভোগ।
বাধক কালেত গোসাঞি সাধিতে চাহ জোগ[৩] ॥

১। ধর্ম্মপথ ভাবি কেহ নহি হয়ে পার।
পুরাণ পড়িয়া চাহ ইত্যাদি ॥—২য়-৩য় পুথি।
২। 'কাতর' স্থলে 'নফর'— ঐ
৩। কি কারণে প্রভু তুমি উপেক্ষিলা ভোগ।
বুড়া বয়সে গোসাই সাধিবা কি যোগ ॥—২য় ঐ
বৃদ্ধ কালে গোসাই তুমি কি সাধিবা জোগ—৩য় ঐ
বাধক = বার্দ্ধক্য।

জথ স্থনিয়াছ প্রভু কিছু নহে সার।
স্ত্রী পুত্র দেখ প্রভু থাকিয়া সংসার[১] ॥
[রামের জানকী ছিল অনঙ্গের রতি।
কৃষ্ণের রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী ॥
চন্দ্রের রোহিণী শচী ইন্দ্রের জে নারী[২]।
রাবণের মন্দোদরী শিবের[৩] গঙ্গা গৌরী ॥
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারী[৪] শাস্ত্রেত জে দেখি[৫]।
পৃথিবীত কেবা আছে এ সব উপথি[৬] ॥ ৮৪০
বৃদ্ধ বয়স প্রভু কি সাধিবা কায়া।
দুক্ষ ভোগ ভুগিবারে তোমা লৈআ জাইআ[৭] ॥] *
রাজপাট ছাড়িয়া হইবা দেসান্তরি।

১। জথেক শুনিলা প্রভু কিছু নাহি লড়ে (সার ?)।
স্ত্রীপুত্র মুখ প্রভু চাহ একবার ॥—২য় পুথি
জথেক কহিলা প্রভু ইত্যাদি।
নারী পুত্র মুখ প্রভু চাহ একবার ॥—৩য় ঐ
২। চন্দ্রের রোহিণী হয়ে শচী ইন্দ্রনারী—২য় ঐ
৩। 'শিবের' স্থলে 'হরের'— ঐ
৪। 'নারী' স্থলে 'রামা'— ঐ
৫। 'দেখি' স্থলে 'লেখি'— ঐ
৬। 'উপথি' স্থলে 'উপেক্ষি'— ঐ
৭। বুড়া বসে প্রভু (তুমি) কি সাধিবা কায়।
দুঃখ ভোগ ভুগিতে তোমার মনে লয় ॥— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।

নিতি নিতি য়াসা মনে পরে দিব করি[১] ॥
কোটি কোটি লোক মৈদ্ধে তোহ্মি মোহাজন।
লৈক্ষ লৈক্ষ লোকে খাএ তোহ্মার নিছন[২] ॥
পরের অন্ন পাইয়া নিতি হইব য়াস।
মিলিলে খাইবা অন্ন না মিলিলে উপাস[৩] ॥
প্রভাত হইলে (প্রভু) তোহ্মার লাগে ভোক।
খুধাএ না পাইলে অন্ন বড় পাইবা সোক[৪] ॥ ৮৪৫
নিতি নিতি খাও প্রভু পঞ্চাস ব্যেঞ্জন।

১। রাজ্য পাট এড়ি প্রভু হৈবা দেশান্তরি।
আশা করি (রহিবা পরে দিব) করি ॥—৩য় পুথি।
রাজ্য পাট এড়ি তুমি যাইবা দেশান্তরি।
নিত্য নিত্য আশা হইব ইত্যাদি ॥—২য় ঐ

২। কোটী কোটী লোকে খাএ ইত্যাদি—২য়-৩য় ঐ
৩য় পুথিতে এই চরণটি ১ম চরণের উপরে লেখা আছে।

৩। খাইবে পরের অন্ন ইত্যাদি।
মিলিলে খাইবা অন্ন না পাইলে উভাস (উপাস) ॥
—৩য় পুথি।
পরের ঘরের অন্ন নিত্য ইত্যাদি।
মিলিলে খাইবা না মিলিলে উপবাস ॥ —২য় ঐ

৪। প্রভাত সময়ে প্রভু তোমার লাগে ভোক।
খুধাতে না পাইলে (অন্ন বড়) পাইবা দুখ ॥—৩য় ঐ
'বড় পাইবা' স্থলে 'পাইবা বড়'—২য় ঐ
ভোক—ক্ষুধা।

পঞ্চাস য়ন্ত্রেত জোগাই তোহ্মার ভোজন[১] ॥
খুধাএ পিড়িত হইলে অন্ন খাইবা সুখে।
স্বপনেহ রাজভোগ না পাইবা লগে[২] ॥
হাত ঠারে কথা কহেন লাখে লাখে।
ঘরের মৈদ্ধেত জে তোহ্মারে বেড়ি থাকে ॥
তোহ্মার মস্তকে ধরে নবদণ্ড ছত্র।
জোগি হইলে পাইবা জে গাছের পত্র ॥
সুবর্ণ মন্দিরে থাক কামিনীর কোলে।
জোগি হইয়া থাক তুহ্মি না বুঝিলা ভালে[৩] ॥ ৮৫০
লেপ নেহালি পরে সুখে নিদ্রা জাও।
সোল সয় কদলিএ ধরে তোহ্মার হাত পাও ॥
জোগি হইলে থাকিবা তুহ্মি বনের মাঝারে।
তোহ্মারে বেড়িব জথ সকুন শ্রীকালে[৪] ॥
সোনার কাপড়ে তোহ্মার সরির ডুখাএ।

১। সতত ভোজন কর ইত্যাদি।
সোল শ কদলী করে তোমারে সেবন ॥—৩য় পুথি।

২। সুধা অন্ন তাহাত জে (তার পর ছিন্ন)।
স্বপ্নেহ * * * ন পাইবা লাগ ॥— ঐ

৩। সোবর্ণের ঘরে থাক ইত্যাদি।
যোগী হইলে থাকিবা জে শ্রীকালের মেলে ॥—২য় ঐ

৪। জুগী হৈলে থাকিবা জে জঙ্গলের মাজার।
তোমারে থাকিব বেড়ি কুকুর শ্রীকাল ॥—৩য় ঐ

ভগন কাথাখান তোহ্মি কেমনে দিবা গাএ[১] ॥
বাড়ব য়ানলে তোহ্মার সুখাইব গাও।
হেন মীনরাজা তুহ্মি দুক্ষ দিয়া জাও[২] ॥
বিচিত্র বসন পরি বসি থাক খাটে।
তোহ্মারে করএ সেবা কদলির ঠাটে[৩] ॥ ৮৫৫
এ বলিয়া মঙ্গলাএ চৌক্ষে দিল ঠার।
সোল সয় কদলি তবে করিল দিদার[৪] ॥
ভোলেত পড়িল মীন কৈন্যার আলাপে[৫] ।

১। ডাঙ্গরি সুতার বস্ত্র গাথানি লুকাএ।
কাথা আর লঙ্গার তুলিআ দিবা গাএ ॥—৩য় পুথি।
টাঙ্গরী সুতার বস্ত্র শরীর দেখাএ (ঢুখাএ ?)।
লেঙ্গরা কাথাটি তুমি তুলি দিবা গাএ ॥—২য় ঐ

২। হেন দুঃখ তোমাকে দিবেক বিধাতায়।
কাথার উকুসে খাইব তোমার জে গাএ ॥— ঐ
উকুসে—মৎকুন, ছারপোকা।

৩। বিচিত্র মন্দিরে থাক নিতি বৈস খাটে।
তোমাত করিএ সেব কদলীর ঠাটে ॥—৩য় ঐ

৪। এ বুলিআ মঙ্গলাএ দিল চক্ষু ঠার।
সোল শ কদলী মিলি দিলেক দিদার ॥—২য়-৩য় ঐ
কিন্তু 'চক্ষু ঠার' স্থলে 'আখি ঠার'—২য় ঐ
দিদার—দর্শন।

৫। 'কৈন্যার' স্থলে যথাক্রমে 'মঙ্গলা' ও 'কদলী'—২য়-৩য় ঐ

সোল সয় কদলি মিলি মীনের পাও চাপে[১] ॥
বিন্দুনাথেরে মীনের কোলে দিয়া[২] ।
মঙ্গলা কমলা দুই পাসেতে বসিয়া[৩] ॥
মধুর কহেন কথা ঝারি বাধে কেস ।
দুই পাও মুছিয়া করে য়তি বেস[৪] ॥
সকল জুবতিগণ য়াছে চারি পাসে ।
একমনে সেবে সবে নানামত ভেসে ॥ ৮৬০
কেহএ চামর দোলাএ কার হাতে ঝারি ।
গন্ধ পুষ্প চন্দন য়ার ভিঙ্গারের জল ভরি ॥
কেহএ তাম্বুল জোগাএ স্নবর্ণ বাটা ভরি ।

১। সোল সত কদলীতে হাত পাও জ্বাতে—২য় পুথি ।
'মীনের' স্থলে 'হাত'—৩য় ঐ
২। বিন্দুকনাথেরে নিআ কোলেত বৈসাইআ— ঐ
বিন্দুকনাথেরে পুনি ইত্যাদি—২য় ঐ
৩। মঙ্গলা কমলা বৈসে দুই দিগে চাপিআ—৩য় ঐ
মঙ্গলা কমলা রহে দুই পাস চাপিয়া—২য় ঐ
৪। বহু বহু কথা কহে ইত্যাদি ।
দুই ভাগ করিআ বান্ধএ মাথার কেস ॥—৩য় ঐ
নিত্য নিত্য কথা কহে ইত্যাদি ।
দুই পাও মুছি মুছি করে নানা বেশ ॥—২য় ঐ
বাধে—বান্ধে ।

নানা ভেস করিয়া বসিছে সারি সারি
কদলি দেখিয়া মীন ম্লান নহি হএ[১] ।
দক্ষিণে থাকিয়া গোর্খ বোলে হাএ হাএ[২]
এতেক বুঝাইয়া গুরু করিলাম চেতন[৩] ।
কদলিএ মায়া করি ফিরাইল তোর মন[৪] ॥
এতেক কহিয়া গুরু নারিলুম বুঝাতে ।
এত দুক্ষে না পারিলুম কদলিথুন নিতে[৫] ॥ ৮৬৫
ভোলা মোচন্দর গুরু পড়িলেক ভোলেত ।
কামিনী এড়িতে গুরু নাহিক মনেত[৬] ॥

১। কদলী দেখিআ মীনে আন নাহি ভএ (ভাএ ?)
—৩য় পুথি ।

২। আদর্শ পুথিতে 'হাএ হাএ' স্থলে 'মাএ' আছে। ২য়-৩য় পুথিতে 'হাএ হাএ' আছে।

৩। এথেক করিআ গুরু করিআ চেতন—৩য় ঐ
এথেক কহিয়া গুরু করিলা (ম) চেতন—২য় ঐ

৪। মায়া করি কদলীএ ফিরাইল মন—২য়-৩য় ঐ

৫। এথেক বুলিআ গুরু নারিল বুজাইতে ।
এত * * * হোন্তে নিতে ॥—৩য় ঐ
এথেক জতন কৈলু না পারি বুঝাইতে ।
এত দুঃখে না পারিনু এথা হোতে নিতে ॥—২য় ঐ

৬। ভোলা মোচন্দর গুরু পড়িলেক ভোলে ।

তিথি য়বসেসে জেন স্রোত নাহি গাঙ্গে
স্ত্রীর মায়াএ গুরু জোগ সব ভাঙ্গে[১] ॥

ধানসি রাগ ।*

মীনের চরিত্র দেখি[২] জতি গোরখাই।
মন দুক্ষ ভাবি গোর্খে বলিল কিটাই ॥
[অতি দুক্ষে কএ কথা গুরুর দিগে চাই।
তোমা হেন পশুবুদ্ধি জগতেত নাই[৩] ॥]

কামিনী ছাড়িতে তার মনে নাহি বলে।—২য় পুথি।
আদর্শ পুথির 'পড়িলেক' স্থলে 'পড়িল'—৩য় ঐ

১। নারীগণ দেখিআ গুরু মনে বড় রঙ্গ।
স্ত্রীর মায়াএ গুরু বাপ জোগ কৈলা ভঙ্গ ॥—৩য় ঐ
বাঘিনী দেখিয়া গুরু জোয়ার আইসে গাঙ্গে।
স্ত্রী মায়া গুরু বাপু যোগ কথা ভাঙ্গে ॥—২য় ঐ

* ২য় ও ৩য় পুথিতে এ স্থলে কোন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই।

২। 'দেখি' স্থলে 'বুঝি'—২য়-৩য় পুথি।

৩। 'তোহ্মি হেন ভাল গুরু পৃথিবীত নাই।
অতি দুক্ষে কহে কথা গুরুর দিগে চাই ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ অপেক্ষা বেশী সঙ্গত বোধ হওয়ায় ৩য় পুথির পাঠ দেওয়া গেল।

স্ত্রী পুত্র লইয়া থাকিতে কুতুহলে।
য়াপনার জোগভঙ্গ কৈলা কোন ফলে[১] ॥ ৮৭০
এহার বচন হেন বেদ হেন লাগে।
আহ্মি জথ কহি তোহ্মা ধরএ বাগে (বাঘে[২]) ॥
বাঘিনী তোহ্মার গুরু তুহ্মি হইলা সিস্য।
জোগকথা স্তুনি তোহ্মার হইয়া গেল বিস্য[৩] ॥
গুরুর বচন তোহ্মার হইল জঞ্জাল।

১। নারী পুত্র লৈআ থাকিবা কুশলে;
ডুবাইবা নিজ কায়া বাঘিনীর কোলে ॥—৩য় পুথি।
'কুশলে' স্থলে 'কুতূহলে'—২য় ঐ
'ডুবাইবা' ও 'কোলে' স্থলে যথাক্রমে 'ডুবাইলা' ও
'বোলে'— ঐ

২। তাহার বচন তোমার ভাল হেন লাগে।
আমি জথ কথা কহি জেন ধরে বাঘে ॥—৩য় ঐ
গুরুর বচন কিছু ভেদ নাহি লাগে।
জ্ঞানকথা স্তুনিতে তোমারে ধরে বাঘে ॥—২য় ঐ

৩। বাঘিনী * * * স্রিস্র (শিষ)।
জোগকথা স্তুনিতে তোমার লাগে বিষ ॥—৩য় ঐ
'জোগকথা' স্থলে 'জ্ঞানকথা'—২য় ঐ
সিস বা সিস্য—শিষ্য। বিস্য— বিষ।

বাঘিনীএ কহে কথা সেই হইল ভাল[1] ॥
বাঘিনীর সিস্য হও বাঘিনী হইল গুরু।
য়াহার পাইলে জে তবে হএ দারু ॥
চর্ম্ম দড়ি হইল[2] গুরু মনে চাহ ভাবি।
সিসিরের জল জেন হরি নিল রবি ॥ ৮৭৫
[আমার বচন গুরু স্থন দিআ মন।
বাঘিনীর হাতে পড়ি হৈলা অচেতন ॥] *
দিন কথ য়াছে গুরু য়াউ সেস হইছে।
মোহোর বচন তুহ্মি জানিবা জে পাছে[3] ॥
মির্ত্তু কালে কেহ না জাইব তোহ্মার সনে[4]।
দিন চারি কান্দিবেক কদলির গণে[5] ॥
[জীবন থাকিলে গুরু তুমি ঘর গিরি।

১। বাঘিনীএ জেই কহে সেই লাগে ভাল—২য়-৩য় পুথি।
২। 'হইল' স্থলে 'হইলা'— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৩। মরণ হইব গুরু দিন দুই তিনে।
আমার বচন গুরু নাহি শুন কানে ॥—২য় ঐ
দিন চারি আছে গুরু মরিবারে সাছ।
গুরুর বচন তুহ্মি সব কৈলা মিছু ॥—৩য় ঐ
৪। তুহ্মি যদি মরি জাঅ ন জাইব সনে— ঐ
তুমি মৈলে কেহ না জাইব তোমা সনে—২য় ঐ
৫। 'কদলীর গণে' স্থলে 'কদলীর নারীগণে'—৩য় ঐ

মৈলে জীবন আর ন য়াসিব ফিরি[১] ॥]
পবন য়ামল কর বাউ কর বন্দি।
গড়ল ভক্ষণ কর তারে কর বন্দি[২] ॥ ৮৮০
পবন ঘোড়া মন বাউ চিন জানিয়া।
ঘোড়া বন্দি কৈলে বাউ না জাএ চলিয়া[৩] ॥
চৈতন্যের দড়ি দিয়া ঘোড়া কর বন্দি।

১। "জীবন থাকিলে জেরেন নাগরি।
মইলে জীবন য়ার ন য়াসিব ফিরি॥" আদর্শ পুথির এই পাঠে প্রথম চরণে ভুল থাকা সম্ভব মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম.

জীবন থাকিলে গুরু এই ঘর গিরি।
মরিলে জীবন গুরু ন আসিব ফিরি॥--৩য় পুথি।
গিরি—গৃহী।

২। পবন আমেল কর তাতে কর সন্ধি।
গরল জানিয় গুরু পবনের বন্দি॥—২য় ঐ
পবন আপন তাকে তুমি কর বন্ধি।
(গরল ?) জানিঅ গুরু পবনের সন্ধি॥—৩য় ঐ

৩। পবনের হস্তী মন মাহুত জানিয়া।
ঘোড়া বন্দি কর গুরু না জাউক ছুটিয়া॥—২য় ঐ
পবন জে ঘোড়া মন রথ জানিআ।
ঘোড়া বন্দি কর বাউ না জাইব (ছুটিআ) ॥—৩য় ঐ

এহি সে জানিয় গুরু জীবনের সন্ধি ॥
মীনে বোলে সুন পুত্র জতি গোর্খনাথ।
জতেক কহিলা বাপু সকল প্রতেক[১] ॥
তবে কি বোল মোরে মায়ার সরির।
কামিনী বিনে মোর সরির নহে স্থির[২] ॥
কদলি সকল জদি না দেখি নয়ানে।
ক্ষেণেক রহিতে না পারি নির্জ্জনে[৩] ॥ ৮৮৫
য়ার মত নহে মন বাঘিনী সে সাধি।
এহি মন ভাবি মোর নাহিক সমাধি[৪] ॥

১। মীনে বোলে শুন পুত্র পণ্ডিত গোরখাই।
জথেক কহিলা গুরু প্রতি জে বুঝাই ॥—২য় পুথি।

* * * *

জথেক বলহ পুত্র সর্ব্ব পরতেক—৩য় ঐ

প্রতেক বা পরতেক—প্রত্যক্ষ, সত্য।

২। তবে কিবা মায়া মোর জড়িল শরীর।
কামিনী মোহন মায়া চিত্তা নিল মোর ॥—২য় ঐ

এবং

কামিনীর মায়া মোর চিত্তা নহে স্থির—৩য় ঐ

৩। খেনেক রহিতে আহ্মি ন পারি নির্জ্জনে।— ঐ
খেনেকে না পারি আমি রহিতে নির্জ্জনে ॥—২য় ঐ

৪। আমার জে মনে নাই বাঘিনীর সাদ (সাধ)।
দুই মত ভাবি মোর ঘটিল প্রমাদ ॥— ঐ

গোর্খনাথের গুরু আজ্ঞা (কেন) ভাড়ি।
ডাকাইতেত সমর্পিল জথ ধন কৌড়ি[১] ॥
জোয়ারে মারিল নৌকা সাগরের জলে।
সুজন কাডারি হইলে কি করে য়খেলে[২] ॥
য়াপনে জানহ গুরু আহ্মি কোন জন।
জানিয়া না জান গুরু বুদ্ধি হইল হীন[৩] ॥
এ বলিয়া জতিনাথে ভাবি মনে মন।
কেমতে ভাঙ্গিব গুরুর মনের (জে) ভ্রম[৪] ॥ ৮৯০
মায়াজালে বন্দি হইল ভোলা মোচন্দর[৫] ।

আপনেত (মন নাহি) বাঘিনী সে সাধি।
দুই মত ভাবি মন নাহিক সমাধি ॥—৩য় পুথি।

১। গোর্খনাথে বলিলেন্ত আমা কেন ভাড়ি।
ডাকিনীতে সমর্পিলা জথ ধন কড়ি ॥—২য় ঐ
গোর্খনাথে বোলে গুরু মোরে তুহ্মি ভাড়ি।
ডাকাইতেত সমর্পিলা ইত্যাদি ॥—৩য় ঐ

২। তুফানে পাইলে নৌকা সাগরের জলে।
সুজন কাণ্ডারী হৈলে কি করে আকুলে ॥—২য়-৩য় ঐ
৩য় পুথিতে কিন্তু 'কাণ্ডারী' স্থলে 'কারানি' আছে।

৩। আপনে না জান গুরু তুমি কোন জন।
জানিয়া না জান গুরু পশুর লক্ষণ ॥—২য়-৩য় ঐ

৪। কেমতে ভাঙ্গিমু আজু তাহার জে মন। —৩য় ঐ

৫। মায়া দড়ি বন্দী হৈলা ইত্যাদি।—২য়-৩য় ঐ

মায়া এড়ি হইতে নারে গুরু সত্তান্তর[১] ॥
বুধি স্থির না হএ গুরু ভাবে দুই মত।
মনে মনে সার কৈল গোর্খ অবধূত[২] ॥
[কদলির মায়া যদি নহি করি চুর।
না ছাড়িব মায়া মোহ না হইব দূর[৩] ॥]
এ বলিয়া জতিনাথ আগে কৈল হাত।
মীনের কোলেত থুইল বিন্দুনাথ[৪] ॥

১। মায়া ছাড়িয়া গুরু নহে সত্তান্তর—২য় পুথি।

২। স্থির হইতে নারে গুরু ভাবি দুই মতে।
মনে সত্য কৈল নাথ গোর্খ অবধূতে ॥ ঐ
এবং—
মনে বিমসিয়া তবে গোর্খ অবধূতে—৩য় ঐ

৩। 'জদি সে কদলী মায়া করিছে সত্তর।
না ছাড়িব সেই মায়া ভ্রম হইব দূর ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ ভ্রান্ত মনে করিয়া ৩য় পুথির পাঠ দিলাম।
কদলীর মায়া যদি নহি করি দূর।
না ছাড়িব মায়া মোহ না ছাড়িব পুর ॥—২য় পুথি।

৪। এত ভাবি ইত্যাদি।
মীন কোল হইতে নৈল বিন্দুক জে নাথ ॥— ঐ
এথেক কহিয়া নাথে আগু হৈয়া হাত।
মীনের কোলে থুইল বিন্দুক জে নাথ ॥—৩য় ঐ
সম্ভবতঃ শেষ চরণটি ভুল। উহা এরূপ হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত ;—'মীনের কোলেতু লইল বিন্দুক জে নাথ।'

মীনে বোলে স্থন পুত্র জতি গোরখাই।
পাখালিয়া বিন্দুনাথ য়ান তোর ভাই[১] ॥ ৮৯৫
কাথা ঝুলি মোর কাছে এড়ি জাও তুহ্মি।
পাখালিয়া আন তারে স্থন গুণমণি[২] ॥
মনে মনে ভাবে তবে জতি গোরখাই।
আজুগা দেখিমু মুই গুরুর বড়াই[৩] ॥
বিন্দুনাথ মারিয়া দেখাইমু লোক।
তবে সে জানিবা গুরু সাচা হেন মোক[৪] ॥
মারিমু তাহার পুত্র দিমু জিয়াইয়া।

১। পাখালি বিন্দুকনাথে আন গিয়া চাই—২য় পুথি।
পাহালি বিন্দুক জে আন তোর ভাই—৩য় ঐ
পাহালি—পাখালি; ধুইয়া।
২। ঝুলি কাথা মোর কাছে সব জাও এড়ি।
সরোবর হোতে ভাই আন শুদ্ধ করি ॥—২য় ঐ
কাথা ঝুলি মোর কাছে সব জাঅ থুআ (থুইআ)।
সরোবর জল হোতে আন পাখালিআ ॥—৩য় ঐ
৩। মনে মনে চিন্তিলেক ইত্যাদি।
আজুকা কান্দাইমু গুরু কদলীর মাই ॥—২য়-৩য় ঐ
৪। বিন্দুকনাথেরে মারি দেখাইমু শোক।
তবে সে জানিব গুরু সাচ্ছা হেন যোগ ॥—২য় ঐ
বিন্দুক কুমার মারি দেখাইমু লোক।

ভাঙ্গিমু জে ঘরখানি দিমু জোড়াইয়া[১] ॥
আছে কি না য়াছে গুরু চাহিমু পরিক্ষিয়া[২]।
য়াপনার গুণঙ্গান বেক্ত করিয়া[৩] ॥ ৯০০
ভাবিয়া চিন্তিয়া নাথ মন কৈল স্থির[৪]।
বিন্দুনাথ কোলে করি হইল বাহির[৫] ॥
এহি মতে চলি গেল সরোবর তিরে।
নাথ দুই হস্তের নখে বিন্দুক বিদারে[৬] ॥
মারিয়া জে বিন্দুনাথ ঝুলি খোসাইল[৭]।

তবে সে জানিবা গুরু সাছ হেন মুখ ॥—৩য় পুথি
মোক—মোকে, আমাকে। সাচ্ছা বা সাছ—সত্য।
১। ভাঙ্গিয়াছে ঘরখানি দিমু জে গঠিয়া—২য় ঐ
ভাঙ্গিমু জে ঘরখানি দিবামো গঠিয়া—৩য় ঐ
২। আছে নাহি মায়া গুরু পরীক্ষা চাহিমু। ঐ
মায়া ছেনাইয়া ,, ,, ,, —২য় ঐ
৩। আপনার গুণ জ্ঞান বেক্ত করি দিমু—২য় ৩য় ঐ
৪। 'মন কৈল স্থির' স্থলে যথাক্রমে 'যুক্তি কৈলা সার' এবং 'মনে কৈল সার'— ঐ
৫। বিন্দুকনাথেরে লই ইত্যাদি— ঐ
৬। নখের আচোরে (আচড়ে) তার বুক জে বিদারে—২য় ঐ
নখের আচোর দিআ বুকখানি চিরে—৩য় ঐ
৭। ফাড়িয়া বিন্দুকনাথ ইত্যাদি—২য় ঐ
ফাড়িআ বিন্দুকনাথের ঝুলি নিকালিল—৩য় ঐ

ধোপার পাটেত নিয়া তাহারে ধুইল[১] ॥
টাঙ্গিয়া রৌদ্রেত দিল সুখনা মৈশ্চ জেন[২] ।
বিন্দুক দেখিয়া কান্দে কদলির গণ[৩] ॥
বিভোল হইয়া তবে কান্দে হুলাহুলি ।
ভুমিত পড়িয়া কান্দে জতেক কদলি[৪] ॥ ৯০৫
কান্দিতে কান্দিতে সবে মীন স্থানে কহে ।
কান্দিয়া আকুল সবে[৫] গড়াগড়ি বাহে ॥
[আচম্বিত পড়িলেক জেন[৬] বজ্রঘাত ।
পুত্রের কারণে কান্দে রাজা মীননাথ ॥
কথাতে বিন্দুকনাথ দেখমো নয়ান ।
কেমতে মারিল তারে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন ॥
সাক্ষাতে আনিআ যদি দেখাইলা তনয় ।

১। ধোপার কাপড় জেন পাছারি ধুইল—২য়-৩য় পুথি ।
২। 'সুখনা' স্থলে 'শৈল'—২য় ঐ
টাকিআ রৌদ্রেত দিল জেন কোয়াল মাছ—৩য় ঐ
টাকিআ—টাঙ্গিয়া ।
৩। দেখিয়া চরিত্র সব কদলীর গণ—২য় ঐ
দেখিআ বিন্দুকনাথ কদলী সমাজ—৩য় ঐ
৪। সমুদ্রে হইল জেন (কল্লোল কাকলী) ।
ভূমিত * * * সকল কদলী ॥ ঐ
৫। 'আকুল সবে' স্থলে 'বিকল হৈয়া'— ঐ
৬। 'পড়িলেক জেন' স্থলে 'জেহেন পড়িল'—২য় ঐ

মুখে মুখ দিআ কান্দে রাজা মীনরায়[১] ॥
মহাদেবীগণ কান্দে জথ পরিবার।
ভূমিত পড়িয়া কান্দে করে হাহাকার ॥ ৯১০
কান্দে রাজা মীননাথ নয়ানে বহে ধার।
কথা হোন্তে আসি নাথ কৈলা অথান্তর ॥
আপনার ভাই হোন্তে গুরুপুত্র ভাই।
আমার (জাতি কুলে)[২] জ্ঞাতি বধ নাই ॥
কাল রূপে আইলা গোর্খ মোর মনে লএ।
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক শরীরে না সএ ॥] *
[কান্দিতে কান্দিতে নাথ হৈলা অচেতন।
উদ্দেসিয়া গোর্খে কিছু বলিলা বচন[৩] ॥
আমি হই শিষ্য পুত্র তুমি মহাজন।
জীয়াইমু আপন ভাই মারিছি জখন ॥ ৯১৫
স্থুন পুত্র গোর্খনাথ বচন নির্ঘাৎ।

১। সাক্ষাতে আনিল যদি আপনা তনয়।
মুখে মুখ * * * শোক অতিশয় ॥—২য় পুথি।
২। 'জাতিকুলে' স্থলে 'জ্ঞাতিকুলে'— ঐ
* বন্ধনীর অংশ ৩য় পুথি হইতে গৃহীত।
৩। 'তা স্থনিয়া মীননাথ হইল অচেতন।
উদ্দেশিয়া মীননাথ বলিল বচন ॥' আদর্শ পুথির এই পাঠ অপেক্ষা পরিষ্কার অর্থদ্যোতক মনে করিয়া ২য় পুথির পাঠ দিলাম। এখানে 'মীননাথ' স্থলে 'মীননাথে' হইলেই ঠিক হইত।

কিরূপে জীয়াবা কহ বিন্দুক জে নাথ ॥
এ বলিয়া মীননাথ উচ্চস্বরে কয়।
স্তুতি ভক্তি করি কহে গোর্খ মহাশয় ॥] *
কেবা মারে তোহ্মার পুত্র কেনে মর তুহ্মি।
মারিছি আহ্মার ভাই জিয়াই দিমু আহ্মি ॥
তা স্থনিয়া মীননাথ মেলিল নয়ান।
য়ান য়ান বলি তরে বলিল বচন[১] ॥
য়াদ্য কথা য়াস্তহ্মি গোর্থে মারে তুড়ি[২]।
উঠিয়া বসিল ম্রেতা[৩] জীবন সঞ্চরি ॥
পুত্র পাইয়া মীননাথ কোলে তুলি লইল।
স্তুতি ভক্তি করি মীনে গোর্খেরে বাখানিল ॥

রাগ ভাটীয়াল।

[অমাবস্যা পালিয় সংক্রান্তি পালিয়
ডানে পাশে না শোয়াইয় নারী।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

১। আন আন পুত্র মোর গোর্খ মহাজন—২য় পুথি
২। আদ্য মন্ত্র আহুস্তিয়া গোর্খ মারে টুরি— ঐ
৩। 'ম্রেতা' স্থলে 'মরা'—২য় পুথি। ম্রেতা—মৃত, মরা।
৪। পুত্র পাই মীননাথ কোলেতে লইলা।
স্তুতি নতী করিয়া গোর্খেরে প্রশংসিলা ॥—২য় ঐ

নারীর নিশ্বাসে শরীর শুখাইব রে
দিনে দিনে জাইব গাভুরালী ॥
অভাগিয়া নরলোকে কিছুই নহি বুঝে রে
ঘরে ঘরে পালেন্ত বাঘিনী।
দিবা হৈলে বাঘিনী জগত মোহিনী রে
রাত্রি হৈলে সর্ব্বাঙ্গ শোষে ॥
হরি নিল দুগ্ধ পুটী বাঘিনী আউটে রে
বিড়াল বসিছে প্রতিআশে।
ভূমিতে ঢালিল রে এই সব দুগ্ধ সার
খাবরী রহিল আকাশে ॥
মুরার[1] কিনারে ছড়াখানি বহে রে
তাহাতে উজাএ দাড়িপুটী।
আহারের লোভে রে বাজিছে ভেগিনী রে
পিষ্টেতে বান্ধিল আঠা ঝুলি ॥ ৯২৫
কাণা ভাই গীত গাএ খোড়া ভাই স্তুনে রে
ঠুটা[2] ভাইয়ে মাদল বাজায়।
সমুদ্র মাঝারে গুরু কৈ মৎস্য উজাএ রে
রঙ্গিনীয়ে রঙ্গ লৈয়া ধায় ॥] *

১। মুরা—পাহাড়। ২। ঠুটা—অঙ্গুলিহীন।
* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

রাগ ভুপালী ।

[রবি শশী অমাবস্যা এ তিথি পূর্ণিমা ।
প্রতিপদ নবমী না জাইয় নারী সীমা ॥
জতনে মাসান্ত (পাল ?) দশমীরে ।
বাঘিনী শোয়াসে আউ (আয়ু) জায় ধীরে ধীরে ॥
বৎসরেতে বার মাস তাতে এক দিন ।
তত্ত্ব জানিবা যদি গুরু মুখে চিন ॥
সন্ধ্যা পালিয় জান বামেতে পবন ।
মন বন্দি করিয়া জে রাখহ জীবন ॥ ৯৩০
কদাচিত নিজ চন্দ্র না করিবা ব্যয় ।
বার বৎসরের আয়ু এক দিনে ক্ষয় ।
শুন শুন মোচন্দর বিনোদের দিষ্টি ।
কহি দেয় সোয়াল সংসার জে স্থিতি ॥
কোন নালে আইসে প্রাণ কোন নালে জায় ।
কেমন সংযোগে আত্মা পরিচয় হয় ॥
জল আর কুম্ভে সুধা রহিছে কোন লক্ষে ।
আকাশে থাকয়ে বায়ু সে বা কিবা ভক্ষে ॥
কোন ক্ষেণে করে মন আমলে গমন ।
নিদ্রায় চেয়ায় মন আসি কোন জন ॥ ৯৩৫
কোথায় বৈসয়ে মন কোথায় পবন ।

কোথায় বৈসয়ে পঞ্চ তত্ত্বের আসন ॥
বাহিরে ভিতরে শব্দ কোনে করে নিতি।
কোন পিণ্ড তাহার জে কোন স্থানে স্থিতি ॥
এথেক বলিয়া গোর্খ করিল প্রণাম।
ভাবসিদ্ধি বলি মীনে বলে রাম রাম ॥
হাসিয়া বলিলা মীনে নাম মহানাম।
তত্ত্ব লিঙ্গ দেখা নাই হেন বলে কেন ॥
ক্রোধ হইয়া মীনরাজা বলিলা বচন।
শিষ্য হইয়া শিখায়সি এমত কথন ॥ ৯৭০
হাসিয়া বলিলা গোর্খ তুমি মহা অংশ।
অপরিচ(য়) হৈয়া রৈলা যোগ করি ধ্বংশ ॥
প্রথমে কহিবা গুরু কায়া পরিচয়।
কায়া কোথা হোতে পাইলা কাহাতে উদয় ॥
দ্বিতীএ কহিবা গুরু এ তনু (তত্ত্ব ?) কারণ।
অজপা কাহারে বলি জপে কোন জন ॥
তৃতীয়েতে পঞ্চ শব্দী বাজে ঘরীআলী (?)।
কহিয়া দেয়ত মোরে করিয়া আকলী ॥
চতুর্থে শ্রীহাটের কহিবা কথন।
কহিবা সকল তত্ত্ব মীন মহাজন ॥ ৯৭৫
পঞ্চমে কহিবা কথা ঘন পার তালী (?)।
কহি দেও এই তত্ত্ব তোমাকে জে বলি ॥

ষষ্টে কহিয়া দেও প্রভুর বিচার।
কেমন মন্দিরে থাকে কি রূপ তাহার॥
সপ্তমে কহিবা কথা সংসারের সার।
গুরু তুমি কোন জন শিষ্য হও কার॥
অষ্টমেতে আর কথা বলি দেও মোরে।
জল ভূমি আর আকাশ রহিছে কোন জোরে॥
নবমে পবন আছয়ে কোন লক্ষে।
সভার আহার আছে বায়ু কি বা ভক্ষে॥ ৯৫০
দশমে নিদান বুঝি কেহ নহি রয়।
দীপ নিবাইলে জুতি (জ্যোতি) কোথা গিয়া রয়॥
শরীর বিয়োগে প্রাণ কোথা চলি জায়।
এহার পরম তত্ত্ব কহ মীনরায়॥
একাদশে কহি দেহ শব্দের ব্যবস্থা।
শব্দ উঠিলে ধ্বনি চলি জায় কোথা॥
দ্বাদশে কহি দেহ অপরূপ কথা।
এক তনু বিনাশিতে আর নাই ব্যথা॥
ত্রয়োদশে কহি দেয় পরম কারণ।
নিদ্রা কাহারে বলি চেয়ায় কোন জন॥ ৯৫৫
চতুর্দ্দশে কহি দেয় বাপ মাও স্থান।
তখনে আছিলা তুমি কাহার ভুবন॥
কোথায় জর্ম্মিলা তুমি কোথায় হৈলা স্থির।

কনে (কোনে) বা করিব তোমার এ সপ্ত শরীর ॥
পঞ্চদশে কহি দেহ জনম কারণ।
কহি দেয় আদ্য কথা উৎপত্তি লক্ষণ ॥
ষোড়শে জিজ্ঞাসি কথা কহ মহাশয়।
সহস্রার বলি কারে সে বা কোন হয় ॥
সপ্তদশে কহি কথা কর অবধান।
কহি দেহ কারণ মিলন মহাজন ॥ ৯৬০
অষ্টাদশে শুন গুরু আমার বচন।
পরিচয় দেয় মোরে তুমি কোন জন ॥
ঊনবিংশে আর কথা কহ মহাজন।
কেমন মন্দিরে থাকি (থাকে) কারে বলি মন ॥
বিংশতিতে কহ মনুরার স্থান স্থিতি।
কোথায় থাকি আহার করয়ে নিতি নিতি ॥
একবিংশে কহ গুরু মনের উপায়।
সুগন্ধি চন্দন গন্ধ কোথা থাকি পাএ ॥
দ্বাবিংশে কহি তত্ত্ব শুন মীনরায়।
নিদ্রা গেলে মনুরা জে কোন খানে জায় ॥ ৯৬৫
তৃতীয় বিংশেতে ছিলা জননী উদরে।
কোন দেব আছিলেক তোমার শরীরে ॥
চতুর্ব্বিংশে কহি কথা শুনিতে থাথার।
মাও ঘরিণী সে জে পুত্র জে ভাতার ॥

পঞ্চবিংশে আর তত্ত্ব কহ মহাজন।
অমাবস্থা চন্দ্র কোথা হয় ত মিলন ॥
ষড়্‌বিংশে রাহু ভেদ কহিবা নিশ্চয়।
জিজ্ঞাসা করিয়ে কথা হয় কি না হয় ॥
সপ্তবিংশে কহ কথা বুঝাই দেও মোরে।
কোথা জর্ম্ময়ে মন্মুরা কোথায় সঞ্চরে ॥ ৯৭০
অষ্টবিংশে এক কথা কহ তত্ত্বরূপ।
কেবা ধর্ম্ম করে নিত্য কেবা করে পাপ ॥
উনত্রিংশে আর কথা কহ মহামতি।
কোথায় জর্ম্ময়ে কায়া কোথায় বসতি ॥
ত্রিংশে করি জিজ্ঞাসা জে স্নুনহ বচন।
কারে বা বলয়ে মন কারে বা পবন ॥
একত্রিংশে কহ কথা জিজ্ঞাসি তোমায়।
কেবা খাইবারে চাহে কেবা বা যোগায় ॥
কাল ফুরাইল যদি অনাদি নিধন।
কায়া হোতে হইলেক তাহার লক্ষণ ॥ ৯৭৫
ছায়া হোতে কায়া হইল কায়া হইতে মন।
কায়া ছায়া শিব শক্তি হৈলা ততক্ষণ ॥
দ্বিতীএ অজপা জান চারি বেদ সার।
সদাএ জপয়ে জীব ক্ষেমা নাই তার ॥
তৃতীয়েতে শুন পঞ্চ শরীর কারণ।

ত্রিঅঙ্গুল টঙ্গির জে হইল নির্ম্মাণ ॥
সে টংঙ্গির মৈদ্ধেতে জে আছে হর গৌরী।
পঞ্চ শব্দী বাদ্য বাজে নিতি বাজে ঘরী (ঘড়ি) ॥
সিদ্ধা সবে মনে ভাবি স্থির কৈল মন।
ক্ষেমাইরে প্রহরি দিয়া বুঝিয়া আপন ॥ ৯১০
রবির ঘরেতে শশী রাখিয় যতনে।
পঞ্চ শব্দি বাদ্য বাজে সুনিবা শ্রবণে ॥
চতুর্থে কহিয়ে সুন শ্রীহাট কারণ।
স্বর্গপুরী বেড়ি থাকে সুন দিয়া মন ॥
পঞ্চমে কহি জে জগ নীচে পরে থারী (?)।
তখনে চলিয়া জায় তেজি ঘর বাড়ী ॥
ষষ্টে কহিয়ে সুন প্রভুর বিচার।
আকারে উকারে রহিআছে সে জে সার ॥
সংসার ভরিয়া আছে রহে নিজ ঘঠে।
দেখিতে না পায় তারে রহিছে নিকটে ॥ ৯১৫
সপ্তমে কহি জে শুন গুরুর বিচার।
সংসার অসার জান গুরু মাত্র সার ॥
তিন গুণ প্রমাণ কারণ মহাশয়।
তাহান সমান গুরু জানিয় নিশ্চয় ॥
জ্ঞানাঞ্জন জ্বালে গুরু সোবর্ণের মতে।
ধন্ধ পথ ভাঙ্গি গুরু দেখাইল পথে ॥

চমক উপরে জেন পাথর ঘসয়।
দীপ্তিমন্ত অনল জেহেন নিকলয়॥
তনুমধ্যে হেনমতে আছে নিরঞ্জন।
গুরুপদে ভক্তি করি করহ দর্শন॥ ৯৯০
অষ্টমে কহিব জল স্থলের বিচার।
স্থির বায়ু ভর করি রহিছে সংসার॥
নবমেতে কহি শুন বায়ুর কারণ।
সুগন্ধি ভরিয়া বায়ু রহিছে জীবন॥
দশমে কহিব জেন তিহরি জ্বলয়।
শুন গুরু মোচন্দর তুমি মহাশয়॥
পবনে শরীর নাই শরীর অন্তরে।
অনলে আনল জর্ল জলেতে সঞ্চরে॥
খাখেতে জে খাক জান রহে মাত্র সার।
ভস্ম ছালি হৈয়া জাইব দেহ আপনার॥ ৯৯৫
মন সে বিনোদ রথ পবন সারথি।
তাহার উপরে হংস চড়ে শীঘ্রগতি॥
পবনে চালায়ে রথ হৈয়া মহাশূর।
উড়িয়া পরম হংস জায় ব্রহ্মপুর॥
একাদশে কহি শুন শব্দের বিচার।
গগন পুরিয়া শব্দ উঠে অনিবার॥
দ্বাদশে কহিয়ে গুরু ঘটে নিরঞ্জন।

মতি বুদ্ধি ভিন্ন হয়ে এই সে কারণ ॥
ত্রয়োদশে কহি গুরু শব্দের কারণ।
কিঞ্চিত কহিব গুরু স্থন দিয়া মন ॥ ১০০০
আহার করিয়া ব্রহ্ম বায়ু ভর করি।
উর্দ্ধ বায়ু ভর করি চলয়ে অন্তরী ॥
কুর্ম্ম চলয়ে জেন লক্ষি সহসাত।
নারী সবে চলে জেন অশ্বথের পাত ॥
আখিতে মিলন হৈয়া রহিছে ত্বরিত।
শক্তিহীন হৈয়া শেষে পড়িব ভূমিত ॥
শিব শক্তি চলি গেলা প্রভু দরশনে।
আপনে প্রহরী জেন রহিল আপনে ॥
নাগ আদি পঞ্চ বায়ু দেহের প্রধান।
দোহানের মধ্যে বায়ু নিবারিল জান ॥ ১০০৫
কদলী সকলে বোলে এ কি অদভুত।
মনেতে জানিল দড় গোর্খ অবধূত ॥] *
কদলি সকলে বোলে এহি সে রাক্ষস।
মায়ারূপ ধরি য়াইল ধরি জোগিবেস[১] ॥
সাত দিনের ম্রেতা হইলে জিয়াইতে পারি।

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথিতে অধিক আছে।

১। রমণী সকলে বোলে কোথার রাক্ষস।
মায়া করি আসিআছে ধরি জুগীবেশ ॥—২য় পুথি

ভোলাইয়া নিতে চাহ মোর প্রভু ভাড়ি[১] ॥
মীনের চৌদিগে তবে কদলি সবে বেড়ি।
সোল সয় কদলি রহে মীননাথ ধরি[২] ॥
শূন্য মন্ত্র সুনাইয়া পাগল করিব।
আজ্ঞা সব এড়ি তবে প্রভু লইয়া জাইব[৩] ॥ ১০১০
দেখিয়া জে জতিনাথ অগিনি হেন জ্বলে[৪]।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি করি গোর্খনাথে বোলে ॥
মুখে খাও মুখে বর্ছ মুখে জাও সঙ্গ[৫]।
গোর্খের শাপেত উঠে (উঠ ?) হইয়া পতঙ্গ[৬] ॥
বির্ক্ষের (বৃক্ষের) ফল মুল বসি কর পান।
এহি শাপ দিল তোরে করি সমাধান[৭] ॥

১। কেমন সাহস কৈল আসি এই পুরী।
ভোলাইয়া নিতে পারে মোর প্রভু হরি ॥—২য় পুথি।

২। মীন চারি দিগে রাং নারীগণে বেড়ি;
সোল শ কদলী আছে ইত্যাদি ॥— ঐ

৩। বোলে মন্ত্র আহুত্তিয়া পাগল করিব।
অলক্ষিতে এথা হোতে প্রভু হরি নিব ॥—২য় ঐ

৪। তা স্থনিয়া যতিনাথ অগ্নি হেন জ্বলে— ঐ

৫। 'জাও সঙ্গ' স্থলে 'কর সঙ্গ'— ঐ

৬। উড়হ গগনে পাখী হইয়া পতঙ্গ— ঐ

৭। বৃক্ষের জে ফল ফুল চুসি কর পান।
এই বর দিল আমি হইয়া কৃপাবান ॥— ঐ

এ বলিয়া জতিনাথ হাতে মারে তুড়ি[1]।
বাদুর হইয়া সব কদলি[2] গেল উড়ি ॥
কদলি সকল গেল মীননাথ এড়ি[3]।
সকল কদলি গেল শূন্য হইল পুরি[4] ॥ ১০১৫
মীনেত কহিল তবে গুরুর বচন[5]।
ভ্রম ভাঙ্গিল মীন হইল চেতন[6] ॥
স্বপনেহ[7] মীননাথ উঠিল জাগিয়া।
আসনে বসিল মীন ঙ্গান (জ্ঞান) আকলিয়া[8] ॥
তবে গোর্খনাথে আসনে কৈল মন।

১। এত বলি যতিনাথ হাতে মারে টুরি।—২য় পুথি।
২। 'কদলী' স্থলে 'নারী'— ঐ
৩। 'এড়ি' স্থলে 'ছাড়ি'— ঐ
৪। উড়িয়া কদলী গেল ইত্যাদি— ঐ
৫। 'তবে' স্থলে 'জথ'— ঐ

আদর্শ পুথিতে 'বচন' শব্দের পরে 'স্মরি' (স্মরি) বলিয়া একটা শব্দ লিখিত দেখা যায়। কিন্তু এ স্থলে উহা যে হইবে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

৬। ভ্রম ভাঙ্গি মীননাথ হইল চেতন—২য় পুথি।
৭। 'স্বপনেহ' স্থলে 'স্বপ্ন হোতে'— ঐ

আমার বিশ্বাস, 'স্বপনেহ' না হইয়া মূলে শব্দটি 'স্বপনেতু' ছিল।

৮। 'আকলিয়া' স্থলে 'আছুত্তিয়া'—২য় পুথি।

বিন্দুনাথেরে কৈলা আসন আরোহণ[১] ॥
আসনে তুলিয়া তিন করিলা গমন।
এহি মতে চলি গেলা বিজয়া ভুবন[২] ॥
কায়া সাধে মীননাথ বসি(য়া) য়াসনে।
আদ্ধে য়াধে (অধে উর্দ্ধে) ভিড়ি গুরু সাধে
ব্রাহ্ম ঙ্গান (জ্ঞান)[৩] ॥ ১০২০
পুরাণ পাঠক জদি স্বরিলা।
মনে মনে বিজ মন্ত্র সকল স্বরিলা[৪] ॥
পুরাণ দেড়ে (?) জদি দেহ জে দিলা মন।
ক্রমে ক্রমে য়াসি তবে মিলিল বাহন ॥
জোগ সাধে মীননাথে স্থির কৈল কায়া।
স্থন স্থন গুনিজন গোর্খের বিজয়া[৫] ॥

১। তবে গোর্খনাথে কৈল আসনেতে মন।
জ্ঞান দিলা বিন্দুকনাথেরে ততক্ষণ ॥—২য় পুথি।
২। আসন তুলিয়া সব চলিলা সত্বর।
এই মতে চলি গেল বিজয় নগর ॥— ঐ
৩। কায়া সাধি মীননাথ বসিল ধেয়ানে।
অধে উর্দ্ধে গুরু জ্ঞান ভ্রম নহি মনে ॥— ঐ
৪। পুরাণ জ্ঞানের পন্থ পুনি যদি আইলা।
বেওরে বেওরে পন্থ সব উদ্দেসিলা ॥— ঐ
৫। যোগ সাধি মীননাথ স্থির কৈল কায়া।
শুন শুন গুণীগণ গোর্খের বিজয়া ॥
আদর্শ পুথিতে 'কায়া' ও 'বিজয়া' স্থলে 'কায়াএ' ও 'বিজয়াএ' আছে।

বিমস্থি য়া চাহ য়াগে য়ার পাছে।
জেই দিগে মন করে সেই দিগে বৈসে॥
[গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম।
সমাপ্ত হইল জান মীনের চেতন॥] * ১০২৫

গোর্খা বিজয়াএ পুস্তক সমাপ্ত। মাহো আসিন॥ দেড় পহর বেলা॥ থাকিতে পুস্তক সমাপ্ত॥ মোকাম ভট্টাচার্য্যর তালুক য়াইনর মস্তার (?)॥ ভিমসাপি মতি-ভ্রম॥ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম জথা দিস্ট॥ তথা লিখিতং। লিখন দোসক নাস্তি॥ সয়খর শ্রী ডোমন পাট্টা (?) পুস্তক মালিক শ্রীবেচিরাম দাস ও শ্রী পরাণ ভঙ্গরাজ (?)॥ ওলদে কণ্ঠমণি দাস পর পিতামোহা অভিরাম দাস॥ ইতি ১১৮৪ সম সাক্ষএ (?) বাসর॥ শ্রীদুর্গা॥ †

* বন্ধনীর অংশ ২য় পুথি হইতে গৃহীত।

† 'শ্রীদুর্গা' কথাটি ১২ বার লেখা আছে। এই অংশটি আদর্শ পুথির।

ইতি মিননাথ চৈতন্য গোর্খবিজয় সমাপ্ত। স্বাক্ষরমিদং শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, (সাং বাণী গ্রাম জিলা চট্টগ্রাম) সন ১২৫৬ মাঘ তাং ১ জৈষ্ঠ। *

* এই অংশটুকু ২য় পুথির।

আদর্শ পুথির পত্রসংখ্যা ৩৭। দোভাজকরা কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। ৭×২০ অঙ্গুলি পরিমিত কাগজ। দ্বিতীয় পুথির পত্রসংখ্যা ৪০। উভয় পৃষ্ঠে লেখা। তৃতীয় পুথিখানি খণ্ডিত। তারিখাদি অজ্ঞাত হইলেও শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

পরিশিষ্ট (ক)

(পশ্চাৎপ্রাপ্ত প্রতিলিপি হইতে পাঠান্তর প্রদর্শন)

তিনখানি প্রতিলিপির সাহায্যে "গোরক্ষ-বিজয়ে"র সম্পাদন-কার্য্য শেষ হওয়ার পর উহার আরও পাঁচখানি প্রতিলিপি আমার হস্তগত হয়। তন্মধ্যে দুইখানি মাত্র সম্পূর্ণ এবং তিনখানি খণ্ডিত অবস্থাপন্ন।

আমাদের অবলম্বিত তিনখানি পুথির সহিত পশ্চাৎপ্রাপ্ত পুথিগুলির পাঠে পরস্পরের মধ্যে এতই অমিল রহিয়াছে যে, তৎসমস্ত প্রদর্শন করিতে গেলে প্রত্যেক পুথিখানিই প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু আপাততঃ আমাদের সে উপায় নাই। আবার সকল স্থলের পাঠান্তর প্রদর্শনও এখন একরূপ অসম্ভব। ইহা একখানি অতি মূল্যবান্, সুন্দর ও অদ্ভুত পুথি। ইহার অনেক স্থল সাধারণ পাঠকের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য। এ জন্য ইহা সর্ব্বথা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, বিশেষতঃ স্থানে স্থানে ইহার অর্থ-বোধ সুগম হইবে মনে করিয়া অবলম্বিত পুথিত্রয়ের প্রদত্ত পাঠের স্থলে যেখানে একবারে সম্পূর্ণ নূতন পাঠ পাওয়া গিয়াছে, আমরা পুনরায় সে সকল স্থলের পাঠান্তর নিম্নে প্রদান করিলাম।

পরে যে পাঁচখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আগে উল্লেখ করিয়াছি, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এ স্থলে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। যথা,—

(১) ৪র্থ পুথিখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৮; দুই পিঠে লেখা। আকার বড়। ইহার শেষে এরূপ লিখিত আছে :—

"যথা দিষ্টং তথা লিখীতং লিখগো নাস্থি (নাস্তি) দোসক। ইতি সন ১২৫৩ সাল মঘি সন ১২০৯ সাল তারিখ ৫ আসার রোজ যুকুর বার রাত্রি ৭ সাত ঘণ্টার সমএ পুরিত। ত্রাক্কান সন ১১৬৯ সাল ইংরাজী সন ১৮৪৭ সাল তাং ১৮ জুন মোং কলিকাতা সাং সিবতলা সমাপ্ত হৈল। শ্রীশ্রী লোকমন ঠাকুর সাং জোগারা (জোয়ারা) স্তানে পটিআ। এই পুস্তকর মালিক শ্রীকাথেছেরা রাধাচরণ ঠাকুর সাং বৈষ্ণপাড়া॥" এই প্রতিলিপিতে ভণিতায় সেখ ফয়জুল্লার নাম ছাড়া এক স্থলে ভীমদাসের নামও দেখা যায়।

(২) ৫ম পুথিখানি নিতান্ত আধুনিক; "লিখিতং শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী দেবশর্ম্মনঃ। ১২৬৭ মঘি তারিখ ১১ মাঘ বুধ বাসরে।" পত্রসংখ্যা ৪২। দুই পিঠে লেখা। মধ্যে ৩৩ পত্রটি নাই। ইহাতে সেখ ফয়জুল্লার নাম ছাড়া ভণিতায় এক স্থলে শ্যামদাস সেনের নামও পাওয়া যায়। ইহা স্থানে স্থানে বড়ই অশুদ্ধিপূর্ণ।

(৩) ৬ষ্ঠ পুথিখানি আগন্ত খণ্ডিত,—কেবল ১৫ হইতে ২০ পত্র পর্য্যন্ত বিদ্যমান। দোভাঁজ-করা কাগজের এক পিঠে লেখা। লিপিকাল জানা যায় নাই। প্রায় শতেক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা যায়। এই কয় পত্রে কেবল সেখ ফয়জুল্লার ভণিতা আছে।

(৪) ৭ম পুথিখানিও আগন্ত খণ্ডিত,—কেবল ৮ হইতে ১৮ পত্র পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। দুই পিঠে লেখা। অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ। লিপিকাল অজ্ঞাত। প্রায় ১৫০ বৎসরের প্রাচীন। ইহাতে কেবল সেখ ফয়জুল্লার ভণিতা আছে।

(৫) ৮ম পুথিরও আদ্যন্ত নাই,—কেবল ২ হইতে ১১ এবং পত্রাঙ্কবিহীন একটি পত্র আছে। অত্যন্ত প্রাচীন ও জীর্ণশীর্ণ। লিপিকাল জানা যায় না। প্রায় ২০০ বৎসরের প্রাচীন। ইহাতেও কেবল সেখ ফয়জুল্লার ভণিতা আছে।

এই পাঁচখানি পুথির মধ্যে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পুথিগুলি অসম্পূর্ণ। তাহাদের সহিতও আদর্শ পুথির স্থানে স্থানে অমিল আছে বটে, কিন্তু সে পার্থক্য কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া। শব্দ-গত পার্থক্য প্রদর্শন এখন অসম্ভব। তাই উক্ত তিনখানি পুথি পরিহার করিয়া আমরা কেবল ৪র্থ ও ৫ম পুথি হইতেই পাঠান্তর প্রদান করিব। এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, মধ্যে মধ্যে আদর্শ পুথিগুলির অনেক স্থল এই দুই পুথিতে দেখা যায় না। সে জন্য সে সকল স্থলের পাঠান্তর দেওয়া যাইতে পারে নাই।

গ্রন্থের আরম্ভে ও শেষে আদর্শ পুথির পাঠের সহিত মিল করিতে না পারিয়া তৎস্থলে ৪র্থ ও ৫ম পুথির পাঠ অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ৪র্থ পুথিতে গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ ;—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।
নিমেষে সৃজিলা প্রভু সকল সংসার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন।
নানারূপে কেলি কৈলা না জাএ খণ্ডন॥

৫ম পুথির আরম্ভ এইরূপ ;—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
জাহার লীলায়ে হৈল এ তিন ভুবন॥
না আছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল পাতাল।
জলমধ্যে ভাসে প্রভু সেই দীন দয়াল॥

৪র্থ পুথি,—

তবেত প্রণাম করি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার॥
তবেত প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
জাহার কারণে হইল এই তিন ভুবন॥
না আছিল অগ্নি আর না আছিল পানি।
না আছিল গুরু শিষ্য ভাটি আর উজানি॥
না আছিল চন্দ্র সূর্য্য না আছিল দিস।
কালকুট সর্পেতে জে না আছিল বিষ॥
হুহুঙ্কার জন্ম প্রভু ধর্ম্ম নৈরাকার।
না আছিল জল স্থল সকলি আন্ধার॥
জখনে আসিলেন প্রভু না সঙ্গি আপনা।
জে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা॥

৫ম পুথি,—

নাহি ছিল হুতাশন আছিল ত পানি।
নাহি ছিল গুরু শিষ্য ভাটি আর উজানি॥
নাহি ছিল চন্দ্র সূর্য্য না আছিল শিষ।
সর্পের মুখে না আছিল কালকুট বিষ॥
হুঙ্কারে হইলো সব স্থান নৈরাকার।
না আছিল জল স্থল ঘোর অন্ধকার॥
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি হলো মন।
শক্তি বিনে কিরূপেতে করিবে সৃজন॥
নিদ্রা ভাঙ্গি মহাপ্রভু হইলো চেতন।
চৈতন্ত পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ॥
কোথা হইতে আইলা তুমি কি নাম তোমার।
এই বলিয়া ধরিবারে মনে কৈলা সার॥

৪র্থ পুথি,—

চৈতন্য পাইআ প্রভুর অক্ষর আকার।
সে আকার দিআ তবে জর্ম্মাইলা বিকার॥
পৃথিবী স্থজিতে প্রভু জদি কৈলা মন।
ততক্ষণে জন্মাইলা ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥
নিদ্রাভাবে ধর্ম্ম দেব ছিলেন অচেতন।
চৈতন্য পাইআ দেখে ছাহ্মার লক্ষণ॥
কোথা হৈতে আসিআছ কি নাম তোমার।
এ বলিআ ধরিবারে মনে কৈলা সার॥
এবং কোন জন হএ থাকে মোর পাস।
এ বলিআ ধরিবারে মনে কৈলা আশ॥
লড়ালড়ি করি ধর্ম্ম বিমর্শি চাহিলা।
চতুর্দ্দিগে ভুমিআ ধরিতে না পারিলা॥

৫ম পুথি,—

লড়ালড়ি করি প্রভু জায়ে ধরিবারে।
চতুর্দ্দিকে ধায়ে প্রভু নারে ধরিবারে॥
ত্বরমান গিয়া প্রভু তাহাকে ধরিল।
অতি ক্রোধে তার পরে চাপিয়া বসিল।
জানু পদ দিয়া প্রভু করিল আসন।
নখে বিদারিতে প্রভু ভাবিলেক মন॥
শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ধারা।
শূন্যমধ্যে জন্মিলেক লক্ষ লক্ষ তারা॥
উদরে না রহে বীর্য্য মুখেতে আসিল।
সেই বীর্য্যে সূর্য্যদেব তখনে হইলো॥
সেই বীর্য্যে চন্দ্র জন্ম হইলো তখন।
জন্মিয়া জে চন্দ্র দেব উঠিল গগন॥

৪র্থ পুঁথি—

মনে অতি কোপ করি ভ্রমণ করিলা।
সাত পাক দিআ তানে চাপিআ ধরিলা॥
অতি কোপে তার কান্ধে চাপিআ বসিলা।
সপ্ত পাক দিআ তারে আসনে বসাইলা॥
নখের আচরে সেই অঙ্গ বিদারিলা।
প্রথমে নখের চোটে আহুতিল ধুআ।
আকাশে স্থাপনা কৈলা শরিতের খোআ॥
রক্তবর্ণ হইলেক চন্দ্রিমা আকার।
আপনা স্থাপনা ক্ষিতি অবতার॥
অচৈতন্ত হইআ আছিল কথক্ষণ।
পুনি চৈতন্ত পাইআ করে নিরক্ষণ॥
নখে বিদারিআ জোনি তখনে করিলা।
উদরে আছিল বির্জ (বীর্য্য) খেনে নিকালিল

৫ম পুঁথি,—

আদ্য কথা কহি আমি সুন হে বিচার।
বৈকার স্থাপনা এই সুন কহি সার॥
চৈতন্ত পাইয়া পুনি করে নিরক্ষণ।
সহিতে না পারি বেগ হইলা অচেতন॥
বৈকার স্থাপনা এই ক্ষিতি অবতার।
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু মনে কৈল সার॥
চৈতন্ত পাইয়া পুনি কহিতে লাগিল।
আপনার দেখা পুনি আপনে পাইল॥
ভাবুক ভাবিনী যদি ভাবেতে দেখিল।
ভাবিতে ভাবিতে প্রভু বিমর্শি পাইল॥
হুঙ্কারে জন্মিল ধর্ম্ম বিষ্ণু হইলো মুখে।
আপনে আপনা কায়া রাখিল সম্মুখে॥

৪র্থ পুথি,—

সেই বির্জ্জে চন্দ্র সূর্য্য জন্মিলা দুই জন।
জন্মিআ জে চন্দ্র সূর্য্য উঠিল গগন॥
চৈতন্ন পাইআ তবে দর্শিতে লাগিলা।
আপনা দর্শন তবে আপনে পাইলা॥
ভাবক ভাবিনা জদি ভাবিতে দেখিল।
হইআ ভাবক রূপ বির্মর্সি চাহিলা॥
নৌখে বিদারিআ জোনি দিলা নৌখ ঝারা।
শূন্নমধ্যে জন্ম হইল শত শত তারা॥
জোগ বিচারণ হেতু করিলা কারণ।
আদি অনাদি সৃষ্টি করিলা সৃজন॥
আদি বোলে অনাদি আমি তোমাকে বুজাই।
উৎপত্তি প্রলয় সমর্পিলুম তোমার ঠাই॥

৫ম পুথি,—

আদি অনাদি দুই করি নিরীক্ষণ।
ভাবের আনন্দে ঘর্ম্ম হইলো তখন॥
সেই ঘর্ম্মে পরমাত্মা হইলেক জেই।
সেই ঘর্ম্মে জন্মিলেক আত্মা সেই॥
চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ঘর্ম্মেতে জন্মিল।
এই সকল একে একে আপনে জন্মিল॥
জল স্থল ভরি আছে এ তিন ভুবন।
সেই ঘর্ম্মে জন্মিলেক যথ জীবগণ॥
যোগ পরিচয় হেতু করিল কারণ।
আদি অনাদি সৃষ্টি করিল তখন॥
আকাশ পাতাল মর্ত্ত্য সৃজন করিয়া।
আদ্য দেবী আছিলেক অনাদির কায়া॥

৪র্থ পুথি,—

তোমাতে সমর্পিলুম সব আমি আছি ভিন।
তোমার আমার জান এক অংশ চিন॥
আদি বোলে কহি দেয় (দেও) সয়ালের স্থিতি।
কেমন সংজোগে হইল কাহার উৎপত্তি॥
কোথা হৈতে আইসে সেই কোথাএ চলি জাএ।
সেই সব বিবরণ কহিতে যুয়ায়॥
অনাদি বোলেন আদি আমি তোমায় স্মরি।
অক্ষর সংগিত শাস্ত্র বুঝিলে সে তরি॥
ভাবক ভাবিনী যদি ভাবেতে দেখিলা।
হইআ ভাবক রূপ নিমর্জিআ চাহিলা॥
হুহুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা বিষ্ণু হইল মুখে।
আপনে আপনা কাআ রাখিলা সন্মুখে॥

৫ম পুথি,—

অনাদিয়ে বলে আদি তোমারে বুঝাই।
উৎপত্তি প্রলয় সমর্পিলা কার ঠাই॥
আদি বোলে তোমা সঁপি আমি আছি ভিন।
তুমি আমি এক তত্ত্ব জানিয় প্রভিন॥
দেবী বলে করি দেয় সয়ালের স্থিতি।
কেমনে সংযোগ হব বলহ উৎপত্তি॥
কোথা হৈতে আইসে প্রভু কোথায় চলি জায়।
এই সব বিবরণ কহিতে (জুয়ায়)॥
অনাদিয়ে বোলে আদি আমি তানে স্মরি।
অক্ষর সঙ্কেত শাস্ত্র বুজিলে সে তরি॥
সঙ্কেতে আছয়ে জান জগতের পতি।
সকলি আছয়ে জান * * ।

৪র্থ পুথি,—

আগু অনাগু রূপে করে নিরক্ষণ।
ভাবেতে আপনা ঘর্ম্ম জন্মিল তখন॥
সেই ঘর্ম্মে জর্ম্ম হইলা আদ্য সর্ব্ব জন্তু।
আনল বরুণ ভাবি স্থির কৈলা তন্তু॥
একে একে সর্ব্বজন স্বজন করিলা।
সেই ঘর্ম্মে মহামুনি সকল জন্মিলা॥
নিরঞ্জন ভাবি সব স্বজন করিলা।
অনন্ত ভাবিআ সব জন্মি নিকালিলা॥
সেই ঘর্ম্মে মহামুনি হইলেন স্থাপন।
সেই ঘর্ম্মে হইলেন পৃথিবী উৎপন॥
আকাশ পাতাল মর্ত্ত্য স্বজন করিলা।
সংসারের জথ কিছু সকল স্বজিলা॥

৫ম পুথি,—

* * জন্ম গাছ গাছমধ্যে বীজ।
এই জ্ঞান ধম্ম স্থান কহিলুম সাছ॥
গরল মথিলে জান উঠি জায় ননি।
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষে জেন উঠয়ে আগুনি॥
শুনিতে শুনিতে আগু হয়ে গেল মগু (?)।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জেন বাড়িল প্রচণ্ড॥
পুর্ণিমার চন্দ্র জেন অঙ্গ হৈল রিষ্ট (হৃষ্ট)।
শুনিতে শুনিতে আগু হয়ে গেল পুষ্ট॥
শুনিয়া সঙ্কেত শাস্ত্র ভাবিতে লাগিল।
ভাবিতে ভাবিতে পুনি বিমর্সি চাহিল॥
ভাবিতে ভাবিতে হৈল শরীরের কাস্তে।
পুর্ণিমার চন্দ্র জেন অমাবস্যা অন্তে॥

৪র্থ পুথি,—

পৃথিবী স্থাপনা প্রভু করিলেন বিশেষ।
এই পরিচয় করি হইআ এক বেস॥
আগু বোলে কথা কহি শুন অবতারি।
অক্ষর অংশের কথা কহিতে না পারি॥
এক অংশে আছি আমি অংশ বেআপিত।
সকল আছএ অংশ হউ বিবর্জ্জিত॥
গাছ হৈতে পরি জেন মক্ত (?) হইতে গাছ।
তেন মতে ব্রহ্মাজ্ঞান সব জান সাছ॥
দুগ্ধ মথনে জেন উঠি গেল ননি।
দুই কাষ্ঠ ঘসি জেন জন্মএ আগুনি॥
শুনিতে শুনিতে আগু হইআ গেল সত (?)।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জেন বাড়িল সরত॥
পূর্ণমাসি হই জেন সরিল (শরীর) পুরণ॥
শুনিতে শুনিতে আগু হইল মগন॥
একে একে জথ সব বিমসি চাহিল।
আগু অনাগুরুপে সকলি পাইল॥
চাহিতে চাহিতে হইল শরীরর অস্ত।
পূর্ণমাসি ছাড়ি জেন অমাবস্যা হস্ত॥
অমাবস্যা ছাড়ি জেন প্রতিপদ হইল।
তেনমত পুনর্বাপি শরীর জন্মিল॥

৫ম পুথি,—

পূর্ণ মাসি পূরে জেন শরীরের কল।
তোমাতে সংযোগ আমি স্বামী শিষে ভেল॥
অমাবস্যা পরে জেন প্রতিপদ হইল।
চন্দ্রের সংযোগে যেন শরীর জন্মিল॥

৪র্থ পুথি,—

দুগ্ধ মথনে জেন উঠি গেল ননি।
দুই কাষ্ঠ ঘসিলে জেন জলএ আগুনি ॥
গাছ হইতে ফল পড়ি জেন গাছ হইল।
চন্দ্র সকারি জেন জন্মিআ উঠিল ॥
বদনে জন্মিলেন শিব যুগীরূপ ধরি।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার বেস অনন্ত মুরারি ॥
নাভি হৈতে জন্মিলেন গুরু ধনন্তরি।
সাক্ষাতে সিদ্ধার বেশ অনন্ত সখারি ॥
হার (হাড়) হইতে হারিফা জন্মিআ নিকালিলা।
সর্ব্বাঙ্গে সিদ্ধার বেস তাহার আছিল ॥
কর্ণ হৈতে নিকালিল কানফা জোগাই।
অতি ধরতর হইল গাভুর সিদ্ধাই ॥
সিদ্ধা ঝুলি সিদ্ধা কেথা গলাতে বেড়াই।
জটা হইতে নিকালিলা জতি গোরখাই ॥

ইত্যাদি।

৫ম পুথি,—

(বদনে জন্মিল) হর যোগীরূপ ধরি।
* * * ॥ ইত্যাদি।

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—			
৮	৫০	তবে আন্ত কহিলেন কহ কহ করি।	৪	পুথি
"	৫১	এথেক শুনিয়া সবে মাথা কৈল হেট।		
		বলিলেক এই কন্তা সকলের শ্রেঠ॥	৫	"
		এবং—এখানে আমারা সব এতে জম্মিল॥	৪	"
৯	৫২	তাহা হৈতে জম্মি সব হইলাম বিদিত।		
		জম্ম নিআ করে কর্ম্ম বড় অনুচিত॥	৪	"
১১	৬৭	মদি কামে আসি দেবের ভোলাইল মন।		
		ধ্যানভঙ্গ হৈল শিবের গৌরী পরে মন॥	৪	"
১২	৭১	মহাদেবে * * * ভালা।		
.		তোমারে লইয়া আমি হইআছি বিভোলা॥	৪	"
"	৭২	শত বার মর তুমি জম্ম বারে বার।		
		একবার পরি আমি একখানি হাড়॥	৪	"
"	৭৩	আমার গলাতে আছে নিশানি তোমার।	৪	"
"	৭৪	দেবী বোলে তুমি তর আমি কেন মরি।		
		তত্ত্বকথা কহ প্রভু যুগে যুগে তরি॥	৪	"
১৩	৮০	লামাতে থাকিআ মীন হুস্কার পুরএ।		
		মহাদেবের সর্ব্ব কথা কর্ণে করি লএ॥	৪	"
১৬	৯৫	আদ্য দেব পৃথিবীকে তুমি অবতার।		
		গঙ্গা গৌরী দুই নারী আছএ তোমার॥	৪	"
"	পাদটীকা ৪	মহাদেবে বোলেন দেবি কহিএ তোমার ঠাই।	৪	"
১৭	১০১	দেবীর বচন শুনি দেব মহারাজ।		
		জথেক আছিল সিদ্ধা মিলাইলা সমাজ।	৪	"
১৮	১০৩	বসিলা সকল সিদ্ধা খাইতে অন্নপানী।	৪	"
"	১০৪	ভুবনমোহন দেবী শঙ্কর ঘরিণী।		
		কটাক্ষে লইতে চাহে সিদ্ধার পরাণি॥	৪	"

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
১৮	১০৭	হানিলেক কামবাণে টলি গেল মন ॥	৪ পুথি
১৯	১১২	সোল সত নারী লইআ কর গাভুরালি ॥	ঐ
২০	১১৪	তথাপিহ মোর মনে এই অভিলাস ॥	ঐ
২২	১৩২	জেমত মাগিলা বর পাবে তার ফল ।—	ঐ
২৩	১৩৬	দেবী বোলেন তাহারে ছলিব অন্তরূপ ।	
		পশ্চাতে জানিবা প্রভু কহিলুন স্বরূপ ॥	ঐ
"	১৩৭	'বহড়ির দ্বার' স্থলে 'বহরি নগরে'	ঐ
২৪	১৪০	নারীর হাট ঘাট দেখে নারী সব রাজা ॥	ঐ
"	১৪১	দেখিয়া কদলিগণ ভোলে মীনের মন ।	
		তখনে পাইলা দেখা কদলীর গণ ॥	ঐ
"	১৪২	মঙ্গলা কমলা দেখি মীন গেল ভোলে ।	ঐ .
২৫	১৪৪	নানা মতে করি আনন্দিতে ।	
		বেড়িআ রহিলা চারি ভিতে ॥	ঐ
২৫	১৪৫	'জেন দেখি' স্থলে "মেঘে জেন"	ঐ

১৪৫ পদের পর নিম্নোক্ত অংশটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—

মীনের চারি দিগে বসি কদলী সকল আসি
দেখি জেন রূপ মনোহর ।
করিআ জে নানা সাজ কেসরী জিনিআ মাজ
কটাক্ষেতে হানে পঞ্চ শর ॥
গতি অতি নানা ভাতি দসন মুকুতা পাতি
শ্যামল সুন্দর কলেবর ।
কটিতে কিঙ্কিণী সাজ চরণে নেপুর বাজ
দেখিআ মুনির মন টলে ।

২

নয়ানে নয়ানে চাহে　　　হাত লাড়ি কথা কহে
ঠমকে দেখাএ দুই স্তন।
উরুপরে দিয়া তালি　　　কথা কহে ফিরি ফিরি
কহে অতি মধুর বচন॥

পৃষ্ঠা। পদ-সংখ্যা—

২৬　১৫১　"স্ত্রীপাট আক্ষি সব হই"—স্থলে
এথাএ তুমি হও দণ্ডধর—　　　৪ পুথি

ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী "নিরন্তর বঙ্ক একস্বর" চরণের যোড়া চরণ।

২৭　১৫১　নারীর পাটন এই　　সোল সত নারী লই
রাজা হও তুমি মহাশয়।　　　ঐ

ইহা পরবর্ত্তী "আমি সব কর পরিণয়" চরণের যোড়া চরণ।

"　১৫২　ছাড় অমঙ্গল বেশ——　　　ঐ

২৮　১৫৫　'বুঝি সবে অনুমান——　　　ঐ
মীনে ধরি তোলে সর্ব্ব নারী—　　　ঐ

"　১৫৬　সোল শত নারী মিলি মীননাথে ধরি তুলি
স্নান করাএ পুণ্যঘঠ ভরি।—　　　ঐ

২৯　১৫৭　সেত নেত চামরে করে বাও　　　ঐ

"　১৫৯　মীনে ভাবে সর্ব্বক্ষণ নাহি জানি কোন জন—　　　ঐ
আজ্ঞা দিলা মীননাথ যুগী পাও কথা কথায়—　　　ঐ

৩০　১৬০　নৃপতির আজ্ঞা পাইলা—　　　ঐ

১৬০ পদের পর নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—

কেলি কুতুহল রসে　　　অনুক্ষণ মীন বৈসে
নারীগণে থাকএ বেড়িআ।
তাম্বুল জোগাএ কেহ　　　চামরে করএ বাও
কেহ দেহি চন্দন লেপিআ॥

আনিআ কাঞ্চন ঝারি সুবাসিত জল ভরি
কোন নারী পাখালে চরণ।
মেলিআ কবরী আনি • চরণের লইলা ধূলি পানি
বসিবারে দিলা সিংহাসন॥
জেন চন্দ্র শোভিত তারাগণে বেষ্টিত
কদলীতে রহিল মীন।

পৃষ্ঠা পদ-সংখ্যা—

৩০ ১৬১ 'গরভিত' স্থলে 'গর্ভজাত'— ৪ পুথি
রাজার কুমার হইল তখনে গণিআ চাহিল
নাম থুইল জতি বিন্দুনাথ॥
ভাট বিপ্র জথ জনে তুসিলা নানান ধনে
মঙ্গলা রহিলা তার সাথ।

* * * ঐ

৩১ ১৬৪ এথেক ভাবিআ দেবী মনে হইল ভ্রম।
বিবস্ত্র হইআ রৈলা পদ্মর আশ্রম॥ ঐ
" ১৬৬ সেই দিগে জদি নাথ গমন করিলা। ঐ
৩২ ১৭১ আসনের মধ্যে তার পেটেতে সামাইলা।
দেবীর চরিত্র জানি গোর্খনাথ হাসিলা॥ ঐ
" ১৭৪ ভয় পাইয়া মহামাআ ডাকিয়া বলিল।
জতি সতী গোর্খনাথ তোমাকে জানিল॥ ঐ
৩৩ ১৭৮ মার্গ পন্থে গোর্খনাথ তানে এড়ি দিলা।
মার্গের ঠেলাএ গিআ রাহাতে (রাঢ়াত) পড়িলা॥ ঐ
" ১৭৯ চোটের ঠেলাএ (দেবীর) কেকালি ভাঙ্গিল।
কটি বেথা পাইয়া দেবী সে দেশে রহিল॥ ঐ

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
৩৩	১৮০	তথাএ থাকিয়া দেবী বিদেশ মুহিলা। নিতি প্রতি এক নীর খাইতে লাগিলা ॥	৪ পুথি
৩৪	১৮৪	এ বলিআ জতিনাথ রাহাত (রাঢ়াত) চলিলা। সিবের ঘরিণী দেবী সাক্ষাতে দেখিলা ॥	৪ পুথি
"	১৮৮	গর্ব্ব সুরা রাজসুতা...... । শিশু হৈতে সিব পূজে স্বামী মনস্কাম ॥	ঐ
"	১৮৯	উদ্দেশিআ বর মাগে .... ।	ঐ
৩৬	২০১	মনে দুঃখ পাইআ কন্যা কান্দিল বিস্তর। কান্দিতে কান্দিতে কন্যা ভাবিলা অন্তর ॥	ঐ
৩৮	২১০	তবে কি সিদ্ধার সঙ্গতি ফিরি আমি। আমার বচন জদি এক শুন তুমি ॥	ঐ
৩৯	২১৭	'সম্বোধিয়া' স্থলে 'সম্ভাসিআ'	ঐ
"	২১৯	উড়িআ চলিছে জুগী জলধর গতি।	ঐ
৪০	২২১	এমত আছএ কেবা......... ।	ঐ
	২২২	এথেক ভাবিআ গোর্খ মহাক্রোধ হইলা।	ঐ
"	২২৩	পানাই তাহারে গিয়া......... ।	ঐ
"	২২৪	কানফারে দেখি গোর্খ বলিলেন্ত রোসে। মোর উপর আসনে জাঅ কেমন সাহসে ॥	ঐ
৪১	২২৬	একখর বক তুমি গুরু কোন ঠাই ॥	ঐ
৪২	২৩০	কদলীর হাতে পড়ি তনু হইছে শেষ ॥	ঐ
৪৩	২৩৬	তুমি গেলে রক্ষা পাবে ঈশ্বর মীনাই ॥	ঐ
"	২৩৭	কানফার বচনে গোর্খ বলিলেন্ত রোসে। তোর গুরুর বার্ত্তা আমি জানিএ বিশেষে ॥	ঐ

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
৪৪	২৪২	তার পুত্র গোপিচন্দ এ কথা শুনিল।	
		মিত্তিকা খুদিআ ঘর তাহারে রাখিল।।	৪ পুথি
"	২৪৪	ছুই জনের মন হইল উলমন্তের বেস।।	ঐ
৪৫	২৫১	মোর পুরে আইলা কেনে কহ সিগ্রগতি।।	ঐ
"	২৫২	মোর কিছু নিবেদন শুন মন করি।।	ঐ
৪৭	২৫৯	সাক্ষি হইঅ দেব ধর্ম্ম এ তিন ভুবন।	
		এ বলিআ কর্ম্ম বাণ সাধে ততক্ষণ।।	ঐ
৪৮	২৬৫	জমপুর হইতে নাথ আইল উলটিআ।	
		বকুলের তলে আসি পুনি হইলা থিআ।।	ঐ
"	২৬৭	লিখন মুছিআ মুই আইলুম জম ঘাটা।।	ঐ
"	২৬৮	'এড়াইলুম' স্থলে 'এবেসে'—	ঐ
"	২৭০	সাত পাচ ভাবি নাথ মনে কৈলা সার।	
		নিশ্চয়ে করিব আমি গুরুকে উদ্ধার।।	ঐ
৪৯	২৭৩	আনিব ব্রাহ্মণ বেসে গুরুকে চেতাই।।	ঐ
"	২৭৫	লঙ্গ মহালঙ্গ জদি প্রভুর আজ্ঞা পাএ।	
		আজ্ঞা অনুসারে কার্জ্য করিবারে চাহে।।	ঐ
৫০	২৭৮	সুবর্ণের লাঠি দেউক সুবর্ণের ছাতি।	
		সুবর্ণের গাড়ু দেউক কাঞ্চলি সঙ্গতি।।	ঐ
"	২৭৯	ততক্ষণ বন্দিলেন গুরুর চরণে।	
		প্রভুর আদেশে লঙ্গ চলিল তখনে।।	
		বিশ্বকর্ম্মার স্থানে গিআ দিলা দরশন।	
		কহিলেক গোর্খনাথের সর্ব্ব বিবরণ।।	ঐ
৫১	২৮৫	গলাএ দিলেন পৈতা কোপাগেতে ফোটা।	
		মনেতে হরিস আছে জমদ্বারে দিছে কাটা।।	ঐ

পৃষ্ঠা। পদ-সংখ্যা—

৫১	২৮৭	এক দিষ্টি কদলিগণ ব্রাহ্মণেরে চাহে ॥	৪ পুথি
„	২৮৮	নমস্কার কৈলে তবে বোলে হও চির আউ।	
		এ বার বৎসর হউক সভার জে প্রমাউ।	ঐ
৫২	২৯১	আসির্ব্বাদে দীর্ঘজীবী হবে সর্ব্ব জন।	
		জুগিআর বেসে আমি করিব গমন॥	ঐ
৫২	২৯৪	আনিব যুগীর জ্ঞানে গুরুকে চেতাই ॥	ঐ
৫৩	২৯৭	....তুলিলা।	
		গুরুকে চেতাইতে তবে গোর্খনাথ চলিলা ॥	ঐ
„	২৯৮	ভ্রমিতে ভ্রমিতে নাথ.........।	
		.........মতে পৃথিবীতে ফিরে ॥	ঐ
„	৩০০	হেট মুণ্ডে কাএ নাথ.........।	ঐ
৫৪	৩০৩	সর্ব্ব লোকের গাএ দেখে......।	ঐ
৫৫	৩০৫	এক রাউতের আছে দুই চারি নারী।	
		সোল সত কদলী মধ্যে মীন অধিকারী ॥	ঐ
„	৩০৬	সুবর্ণের গ্রিহ সব বিচিত্র নগর।	ঐ
৫৫	৩০৭	কাঞ্চনে গঠিত ঘর অতি শোভাকার।	
		সুবর্ণ সকল সোভে তাহার উপর।	ঐ
৫৭	৩১৫	কেমনে বুজিব আমি দেসের বিধান।	ঐ

উক্ত পদের পর নিম্নোদ্ধৃত পদটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—

তখনে অজপা মন্ত্র করিলা সোরন।

সিগ্রগতি মহামন্ত্র জপিল তখন।

৫৮	৩২০	...............নারী রহে ছলে ॥	ঐ
„	৩২২	'গুণ কথা' স্থলে 'মনের কথা'	ঐ
„	৩২৩	কটি দেহে হস্ত দিআ...........	ঐ

পৃষ্ঠা পদ-সংখ্যা—

৫৯ ৩২৮ লক্ষে লক্ষে যুগী মারি ফেলিছে অপার।
আমারা যুগীর গন্ধে পন্থ নারি বহিবার॥ ৪ পুথি

৬০ ৩৩৩ নতুন যুগীরে পাইলে কমরেতে কাটে।
পোলা বস্যা যুগী পাইলে পাটাএ তুল্যা বাটে॥ ঐ

৬১ ৩৩৬ না জানিআ এথাএ তুমি কেনে বা আসিলা।
বিপন্থ আসিআ তুমি সকল হারাইলা॥ ঐ

৬৫ ৩৪৪ 'হেট কেনে কর মাথা' স্থলে 'মনে কেনে পাও বেথা' ঐ

৬৬ ৩৪৬ আজ্ঞা নিত (নিত্য) পালিব তোমার। ঐ

৬৭ ৩৪৮ পদের পর নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—

সিগ্রগতি চল জাই বিলম্বের কাজ্য নাহি
ঘরে মোর আছে লক্ষ কাম।
* * *
জীবন সাফল হইল তোমাএ বিধাতাএ দিল
সঙ্গে বসি খাইব দুগ্ধ ভাত।
বহুল সম্মান পাইব খাট পালঙ্গ পাইব
দুই জন শুইব এক সাথ॥

৬৮ ৩৫০ মাগিআ খাইএ মোরা গিআ দেশ দেস,
এমত অধর্ম্ম দেসে না করি প্রবেশ॥ ঐ

৩৫১ কোন দেসে নাহি শুনি এথ বড় কথা।
কদলীর রাজাএ কেনে দূতের কাটে মাথা॥ ঐ

৩৫৪ পদের পর নিম্নোদ্ধৃত পদটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—
কেমনে দেখিব আমি মীননাথের পুরী।
কিরূপে আসিতে পারি আপনা সম্বরি॥

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
৭০	পাদটীকা ১	"পরশি" স্থলে "পরদেশী"	৪ পুথি
„	৩৬৫	আর জথ ঘর তোর ভরিআছে চাউলে।	
		হাসিআ বোলাইব তোরে যুগীর রাউলে॥	ঐ
৭২	৩৭৫	যুগিনীর কথা শুনি গোর্খনাথ হাসি।	
		ঝুলি থাকি নিকালি দিলা সুবর্ণ কলসী॥	ঐ
৭২	৩৮২	ভাঙ্গের বারি মারিয়া কেকালি ভাঙ্গি আমি॥	ঐ
৭৯	৪১৩	পদের পর নিম্নোদ্ধৃত পদটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে,—	
		সঙ্গ মৃদঙ্গ লইল কর্ত্তাল মহাসঙ্গ।	
		আপনে নাটোআ গোর্খ এই তিন (দুই ?) সঙ্গ॥	
৮৩	৪৩৩	'সুবচনী' স্থলে 'সুলোচনী'	ঐ
৮৭	৪৫২	ছাড়হ প্রলাপ কথা জাও সিগ্র করি।	
		পিরীতে না জাইবা জদি থাবে দণ্ড বারি॥	ঐ
„	৪৫৩	এমত অধর্ম্ম দেসে না করি গমন॥	ঐ
৮৯	৪৬১	না বুঝ দেবের বোল—	ঐ
৯৬	৪৯১	নাটোআ হইয়া হও সভানের বশ॥	ঐ
৯৮	৪৯৮	* * * অধিক জতনে॥	ঐ
৯৯	৫০৭	অভয়ার ঘর গুরু অভয়া ভাণ্ডারী।	
		ভাহারে... দিলা গুরু চৈতন্ত পসরি॥	
		চৈতন্ত না থাকি তুমি দ্বার দিলা এড়ি।	
		খালি হইল ঘর গুরু ধন নিল হরি॥	ঐ
১০৬	৫৪৬	মায়ার দারুণ দড়ি করহ ছিগুন॥	ঐ
১০৮	৫৫৭	প্রদীপ নিপিল গুরু আন্ধার ঘরখানি।	
		দ্বারখানি মুক্ত রাখি রহিলা আপনি॥	ঐ

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
১০৯	৫৬৫	অঙ্গ হইল লরথর বকুলার পাখি।	
		হারুআল বর্ণ হইল মোর দুইটি আখি ॥	৪ পুথি
		হিঅ লরথর মাথা বোকুলের পাখি।	
		অন্ধকারে মাণিক্য হারাইলা মোর দৈন্য আখি।	৫ম ঐ
„	৫৬৬	মাজা খসি গেল গুরু * * *	
		ভাঙ্গা ঘরখান গুরু জঙ্গলে হএ ভালা ॥	৪ পুথি
১১৩	৫৭৮	তাতে না রহে ভুলি—	ঐ
„	৫৭৯	'সঙ্গেত ব্যাপিত রএ' স্থলে "অঙ্গেতে ব্যাপিত রহে"	ঐ
১১৪	৫৮০	এই তিন সম্বরিআ ক্ষেমাইরে অঙ্কুস দিআ	
		গরল চন্দ্র সভার পালন।	৪ পুথি
„	পাদটীকা ১	চারি চন্দ্র সম্বরিআ আপনাকে ভার দিআ	
		তবে সে সকল রক্ষা পায়ে।	ঐ
১১৫	৫৮৩	উলটি ধর আপনা ত্রিপিনিতে দেয় থানা—	ঐ
১১৬	৫৮৬	জথেক কহিলা সত্য * * *।	৪ পুথি
„	৫৮৯	তোমারে......ফাটি জাএ বুক।	৪ „
১১৭	৫৯১	মাউগা যোগীএ মোরে খোটা দিব পুতা।	
		অনন্ত সিদ্ধার দৈক্ষে তুমি পাইবা বেথা।	ঐ
„	৫৯২	ভাল সে সাধিলা জোগ...... ॥	ঐ
১১৭	পাদটীকা	৪ পরের তরে ধন দিআ আপনা হইলা ঠগা।	
		জীবন বদলে গুরু কারে দিবা বাগা ॥	৪ „
১১৯	৬০০	কামিনীর কোল এরি তুমি না জাইবা।	ঐ
„	৬০৩	সুখাইল বালুচর গাঙ্গে নাহি পানি ॥	ঐ
১২০	৬০৫	বিঘাটে ছাপাইআ নৌকা রহি কোন সুখ।	
		সুখাইল গঙ্গার জল জমুনাএ দিল লুক ॥	৪ „

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
১২০	৬০৭	মন্ধে (অধে) উদ্ধে ছাড়ি গেল এ চান্দ সুরুজ।	
		ফাফর হইআ গেল বাঘিনীর জোজ ॥	৪ পুথি
১২২	৬১৪	দারিদ্রের হাতে গুরু সমর্পিলা ধন।	
		পাইআ সকল ধন করিল চর্ব্বণ ॥	ঐ
”	৬১৬	পাকনা কলাতে গুরু বাদুর সমর্পিলা ॥	ঐ
”	৬১৭	হিমের হাতেতে গুরু সপিলা উৎপল।	
		সুখনা কাষ্টেতে জেন জলন্ত আনল ॥	ঐ
১২৪	৬২৩	টলিল তোমার বস (বয়স) .... ॥	ঐ
১২৭	৬৩৮	.... গুরু আর রাজ্য দেশ।	
		গুরুর বচন তুমি সব কৈলা শেষ ॥	ঐ
১৩০	৬৫২	কপট ছাড়িআ গুরু নাই কর দিস।	
		ক্রমে ক্রমে স্থিতি জানি সব হইব মিস—	ঐ
১৩৫	৬৭৮	পদের পর নিম্নোদ্ধৃত পদটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—	
		মাগি খাই জুগী মোরা ঘরে ঘরে গিয়া।	
		আপনে ডুবাইলা গুরু আপনার কাআ ॥	
১৩৫	৬৭৯	গুরু বোলি কহি আমি তোমার নাই মন ॥	৪ পুথি
”	৬৮০	মিলিব তোমার ঘটে সকল বাহন ॥	ঐ

৬৮০ পদের পর নিম্নোদ্ধৃত অংশটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—

আপনে কহিআ গুরু আপনে সে ভোলা।
আপনে কহিআ কথা আপনে কৈলা হেলা ॥
লড়ি গেছে বুদ্ধি গুরু টলি গেল কলা।
সোল সত যুবতী লইয়া খেলিলা জে খেলা ॥

১৩৬	৬৮৩	জোগ বিচারণ করে চাহি চক্ষে চক্ষে।	৪ পুথি
”	৬৮৫	একমনে শুনে মীন সিদ্ধি জোগ পায় ॥	ঐ

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
১৩৭	৬৮৮	খোরন্নিতে ভিন্ন নাই ………।	৪ পুথি
"	৬৮৯	……ঘর চালে চালে ॥	ঐ
১৩৮	৬৯০	ঝিম জাউক রহিআ সিতল ……।	ঐ
১৩৮	৬৯১	সম্বর পাটনেতে নগরে জোরে হাল।	ঐ
"	৬৯৩	আহার টুটাইআ গুরু সদাএ নিদ্রা কর ॥	ঐ
১৩৯	৬৯৫	…………… অতি।	
		উজানি রসের মাঝী লইয়া জাএ পতি ॥	৪ "
"	৬৯৬	ভোজন…………আনন্দেতে।	৪ "
"	৬৯৮	বেদ সব ভেদি লঅ গুরু মহাসয় ॥	৪ "
১৩৯	৭০২	কাআ মোর কামিনী জে সাজাইলে সাজে।	
		শ্রীমন্দিরের পঞ্চ শব্দ………॥	৪ পুথি
১৪০	৭০৪	………সমুদ্রের ঝোরা।	৪ "
"	৭০৬	তবে সে রহিব গুরু………।	৪ "
১৪১	৭০৯	শ্রীগোসার মন্দিরে বাদ্য বাজে নিত্য নিত।	৪ "
১৪২	৭১৬	সুআ গুটি নহে গুরু জীউ প্রাণেশ্বর ॥	
		ছান্দিআ বান্ধিআ রাখ মন্দির ভিতর ॥	৪ "

উক্ত পদের পর নিম্নোদ্ধৃত পদটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—

বুঝিআ সকল তত্ত্ব কর এক জর।
সপ্তবার ভুলিআছ পীর মোচন্দর ॥

১৪৫	৭৪১	পদের পূর্ব্বে নিম্নোদ্ধৃত পদটি ৪র্থ পুথিতে বেশী আছে ;—	
		বুঝ বুঝ অহে গুরু কাআর বিচার।	
		আপ্ত পরিচঅ করি রাখ আপনার ॥	
"	৭৪৩	মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টলিব কলা।	৪ পুথি
"	৭৪৪	উজানিতে রসের জ্ঞান কেনে হইলা ভোল ॥	ঐ

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—		
১৪৬	১৪৭	মূল কমলে আনি বাউ বুঝ সন্ধি ॥	৪ পুথি
১৪৬	১৪৮	'নিশা' স্থলে 'নিছা'—	৪ ”
১৪৭	১৫০	সরির সংজোগ কর বাউ কর সাধন।	৪ ”
”	১৫১	বেঙ্কা নাল সোধ .... ।	
		পাকিছে মাথার কেশ হইআ জাবে কালা ॥	৪ ”
”	১৫২	ইঙ্গা নাল সাধ গুরু বুঝ মহাসন্ধি।	৪ ”
”	১৫৩	মন হএ পবন পবন হএ সাঞি।	৪ ”
”	১৫৪	মন পবন সাথে কর এক জোর়।	
		ক্রমে ক্রমে আসিয়া মনের ভাণ্ডার ভর ॥	৪ ”
১৪৮	১৫৭	'স্থির' স্থলে 'স্থিতি' ও 'খালি' স্থলে 'ছাজি'	৪ পুথি
১৪৯	১৫৯	স্থাপন করহ মন আসনে(ত) বসি।	
		আত্মবার পালিবা জে ভিম একাদসি ॥	৪ ”
”	১৬০	দস দিগের মধ্যে গুরু না করিয় চিত।	
		ঘট মধ্যে বারাণসী জীবন অনিত ॥	৪ ”
”	১৬১	অধ উর্ধে গুরু তুমি [illegible] মোকাম।	৪ ”
”	১৬২	নাপিতের সিঙ্গায়ে চুম্বকে তোল পানি।	
		ইন্দ্রনাল সোধ গুরু আঠা কুয়ার পানি ॥	৪ ”
১৫০	১৬৪	সংজোগ করিয়া গুরু চিনহ আপন।	
		আসনেতে চিত্ত দিআ স্থির কর মন ॥	৪ পুথি
”	১৬৫	পরম নির্জন মধ্যে গঅা বারানসী।	
		তাহার নিকটে বৈসে রবি আর শশী ॥	৪ ”
”	১৬৬	ফল হিনে রহি বাপু কিছু নাহি ভাল।	৪ ”
”	১৬৭	জুতির কমলে গুরু করিআ জে পাত।	৪ ”

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—			
১৫০	৭৬৮	বুঝ বুঝ গুরু বাপু অমৃতের ভাণ্ড।		
		কামের অঙ্কুস দিআ হস্তী কর দণ্ড ॥	৪	পুথি
১৫১	৭৬৯	জদি সে সাধিবা জোগ হস্তী রাখ ধরি।	৪	"
১৫২	৭৭৫	সার জোগ ধর গুরু ক্ষেমা সঙ্গে মিলি।		
		.... সিকলি ॥	৪	"
"	৭৭৮	উশ্চাটন কৈল গোর্খ মীনের ...... ।		
		.... নিদ্রা গেল ভাঙ্গি।	৪	"
১৬১	৭৯৪	আর কিবা পাইবা মোরে দিতে চাহ হানা।	৪	"
"	৭৯৫	না কর আমার মাআ .... ।		
		তোমা-সব দেখি প্রাণ ছটফট করে।	৪	"
১৬২	৭৯৭	গোর্খনাথ পুত্র মোবে দেখাইল পন্থ।		
		আর না রুচিবে জ্ঞান তোমার মাআ জথ ॥	৪	"
"	৮০০	পাগল করিল তোমা জুগীর গিআনে (গেআনে)।	৪	"
১৬৩	পাদটীকা	৪ হিরা মণিমাণিক্যের খাট মনুহর।	৪	"
১৬৮	৮৩০	নারী লয়ে যত জনে.......... ।		
		রাধা কানু বঞ্চিলেক অবনী ভিতরে।	৩	"
১৬৮	৮৩২	হাড়িফা জে মহাজন সিদ্ধার ভিতরে।		
		স্ত্রীমুখ চাহিয়া (সেহ) হাড়িবৃত্তি করে।	৪	"
১৬৮	৮৩৩	দেবতা গন্ধর্ব্ব নর আছে যথ ইতি।		
		নারী লইয়া গৃহবাস করে নিতি নিতি।	৪	"
১৭১	৮৪৭	সুধা অন্ন পাইবা আলুনি কচু সাগ (শাক)।		
		স্বপনেহ না পাইবা রাজভোগ লাগ।	৪	"
১৭১	৮৪৮	হাতে অস্ত্র করিয়া প্রহরী লাখে লাখে।		
		বাহিরে ভিতরে তোমা প্রহরী বেড়ি থাকে।	৪	"

পৃষ্ঠা	পদ-সংখ্যা—			
১৭১	৮৫২	.... জে বলে আর কারে।		
		তোমারে থাকিব বেড়ি ত্রিকাল কুকুরে।	৪	পুথি
„	৮৫৩	টাকুরির সুতের বস্ত্র গাএ সোভা পাএ।		
		যুগী হইলে ঝুলি কেথা তুলি দিবে গাএ।	৪	„
১৭৭	৮৭৭	দিন চারি আছ গুরু মরি জাবে হাছা (সাছা)।		
		আমার বচন তোমার সব লাগে মিছা।	৪	„
১৭৮	৮৮০	পবন আমল করি কাআ বুঝ সন্ধি।		
		রবি সসি আইসে চলি তারে কর বন্দি।	৪	„
১৭৯	৮৮৪	বিসম মাআএ মোর ভেদিল সরির।	৪	„
„	৮৮৬	আগমেস্তে নাই মন ....।		
		তুই মত ভাবি মোর না হএ সমাধি।	৪	„
[illegible]	৮৮৭	গোর্খনাথ বলে প্রভু আমা কেন ভাণ্ড।		
		ডাকিনাতে সমর্পিলা অমৃতের কুণ্ড।	৪	„
১৮৩	৯০০	আছে কি না আছে মাআ পরিক্ষি চাহিব।	৪	„
„	৯০২	নখের আচড়ে তার বুকখানি ফারে॥	৪	„
১৮৪	৯০৫	সমুদ্র হিল্লোল জেন হইল	৪	„
১৮৫	৯১১	কোথা হৈতে আসি গোর্খ কৈল ছারখার।	৪	„
„	৯১৪	মানের মুখেতে শুনি এতেক বচন।	৪	„

১৮৬ ৯২০ পদের পর নিম্নোদ্ধৃত ভাবে ৪র্থ পুথিখানি শেষ হইয়াছে:—

পুত্র পাইআ মীননাথ আনন্দিত মন।
বিন্দুকনাথেরে কৈলা আসনে আরোহণ॥
আসনে বসিআ মীন স্থির কৈলা মন।
গোর্খনাথ কহে সব গুরুর বচন॥

পবন আমল করি তারে কয় সন্ধি।
রবি সসি আইসে চলি তারে কয় বন্দি॥
পবন আমল তোমি জদি সে করিলা।
বেক্তর অবেক্তর পন্থ সব উদ্ধারিলা॥
এই মতে জোগকথা কহিলা বিস্তর।
তিন জন চলি গেলা বিজআ নগর॥
কাআ সাধি মীননাথ স্থির কৈলা কায়া।
সুনহ গুনিন জন গোর্খবিজয়া॥
ইতি গোর্খবিজয় সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা পদ-সংখ্যা—

১৯৭ ১০১৬ পদের পর নিম্নোদ্ধৃত ভাবে ৫ম পুথিখানি পরিসমাপ্ত হইয়াছে :—

স্বপ্ন দেখিয়া জেন উঠিল জাগিয়া।
গুরুর (?) বচন শুনি উঠিল চিন্তিয়া॥
আনন্দ করিয়া দুই চলিল সত্বরে।
নিমিসে চলিয়া গেল বিজয়া নগরে॥
কায়া সাধে মীননাথ করিয়া ধেয়ান।
অধে উৰ্দ্ধে এড়িয়া সাধয়ে ধৰ্ম্মজ্ঞান॥
পুরাণ জ্ঞানের কথা যদি সে সাধিল।
সত্বরে সত্বরে সব পন্থ উদ্দেশিল॥
পুনর্ব্বার সবে যদি মীন দিল মন।
ক্রমে ক্রমে * * করিলা বাহন॥
ডাকিল মরণ নিজ কি...তাহার।
ঢেউ জল জল ঢেউ নহে স্থিতি যার॥

অন্তরূপ ধরিয়া হৃদয়ে কর পান।
মাজমান হইয়া আনন্দে কর স্নান।
অন্তমন হইলে সমর্থ নহে ভ্রম।
আনন্দ হইয়া চিত্তে বুজাইও মরম।
মহোদধি মধ্যে জেন বসে হুতাশন।
তেন মতে সকলের আছে নিরঞ্জন।
ধ্যানেতে সামর্থ হইয়া ধর্ম্ম নৈরাকার।
আনন্দে বসিলা ধ্যানে সিদ্ধা করি সার

ইতি—গোর্খ-বিজয় পুথি
সমাপ্ত।

পাঠকগণ দেখিবেন, বিভিন্ন প্রতিলিপিতে প্রত্যেক পদের বা শব্দের কিরূপ সুসঙ্গত ও সার্থক পাঠ-পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে! বাঙ্গালীর কবি-প্রতিভার এরূপ অদ্ভুত বিকাশ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, সন্দেহ নাই।

আবদুল করিম

পরিশিষ্ট (খ)

"গোরক্ষ-বিজয়ে"র ভাষা

ও

প্রাচীন শব্দাদির অর্থ

এই সুন্দর গ্রন্থখানি কেবল বিষয়-গৌরবে শ্রেষ্ঠ নহে, ভাষাতত্ত্বালোচনার পক্ষেও ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক। এক দিকে বাঙ্গালী-হৃদয়ের খাঁটি ভাষা দ্বারা যেমন ইহা গ্রথিত, বাঙ্গালী-হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব ও চিন্তা তেমনই ইহার প্রাণ। সাধারণ গ্রাম্য লোকে যে ভাষায় কথা বলে ও চিন্তা করে, যে ভাষায় কৃত্রিমতা-জনিত আবিলতা নাই, কিন্তু একটা মধুর স্বাভাবিকতা আছে, এক কথায় বলিতে গেলে, যাহা বাঙ্গালার খাঁটি ভাষা, এই গ্রন্থের ভাষা তাহার একটা অবিকল প্রতিরূপ-স্বরূপ পরিগৃহীত হওয়ার উপযুক্ত। ইহার প্রত্যেকটি কথার ভিতর, প্রত্যেকটি উপমার অন্তরালে অন্তর্বাহিনী ফল্গুনদীর ন্যায় একটা মধুরতা, একটা স্বাভাবিকতা অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। কত যুগ-যুগান্তরের ঘটনারাজি লইয়া গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু কবির বর্ণনাগুণে সে সমস্ত ঘটনা যেন কল্যকার-দৃষ্ট ছায়াবাজির চিত্রের মত মানস চক্ষে প্রতিভাত হয়! ইহার ভাষার স্বাভাবিক নব সৌন্দর্য্যে চক্ষু মন তৃপ্ত হইয়া যায়, তাহার মধুর ঝঙ্কারে হৃদয়তন্ত্রী আপনিই বাজিয়া উঠে! এতদ্ভিন্ন ইহার ভাষায় আলোচনা-যোগ্য অনেক শব্দ এবং ভাষা ও ব্যাকরণের অনেক

বিভূতি বিদ্যমান। তৎসমুদায় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ ও সুন্দর প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা কিছুই নাই, তার উপর অবসরেরও একান্ত অভাব। সে জন্য আমরা সে কার্য্যের ভার বিশেষজ্ঞ পাঠকের হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেবল ব্যাকরণ ও ভাষা সম্বন্ধে স্থূলভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া ইহার দুরূহ ও প্রাচীন শব্দ সকলের অর্থাদি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

১। এই গ্রন্থের বহু শব্দেই ধ্বন্যাত্মক বা প্রাদেশিক উচ্চারণ ও তদনুরূপ বানান দেখা যায়। পাঠকগণের পক্ষে গ্রন্থাংশের অর্থবোধ সুগম হইবে মনে করিয়া নিম্নে প্রাগুক্তরূপ শব্দসমূহের উল্লেখ করিয়া দিলাম; যথা,—সোন্দর, সোন্দরি, হাবিলাস (অভিলাষ), ষোরন বা সোরন (স্মরণ), দ্বায়ারে (দ্বারে), খেমাই (ক্ষমা), সুথার (সূতার বা সূত্রধর), মোহা (মহা), কৈন্যা (কন্যা), সরিল (শরীর), মোধ্যে বা মৈধ্যে (মধ্যে), পৈশ্চাতে (পশ্চাতে) বএস বা বস (বয়স), মনিস্য (মনুষ্য), প্রমাই বা পর্মাউ (পরমায়ু), ধ্যায়ান (ধ্যান), দুক্ষ বা দুঃক্ষ (দুঃখ), মোহোন (মোহন), মোহোনি (মোহনী বা মোহিনী), দোআরি বা দ্বায়ারি (দ্বারী), মুক্ষ (মুখ্য), মুরুক্ষ (মূর্খ), বির্ধ (বৃদ্ধ), বেথা (ব্যথা), বের্থ (ব্যর্থ), নিস্যাস (নিশ্বাস), কথ (কত), কথেক (কতেক), বৈক্ষে (বক্ষে), লৈক্ষ (লক্ষ), লৈক্ষন (লক্ষণ), উপাএ বা উকাএ (উপায়), দুতিআ (দ্বিতীয়া), দীর্ঘাই (দীর্ঘায়ু) ইত্যাদি।

২। উত্তম ও মধ্যমপুরুষের সর্ব্বনামগুলি সর্ব্বত্র আন্মি, তুন্মি বা তোন্মি, আন্মরা বা আন্মারা, তোন্মরা বা তোন্মারারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিলিপিতে আমি,

তুমি, আমারা, তোমারা, তোমারার, তোমারারে প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে।

৩। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তির 'কে' স্থলে 'ক' প্রয়োগ; যথা—(ক) কোন পাকে ন পারিলুম তাহাক দেখিতে।

৪। উত্তম পুরুষে নাম পুরুষের ক্রিয়া-ব্যবহার অন্যান্য প্রাচীন পুথির মত একান্ত সাধারণ। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

৫। কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার সম্বন্ধেও ঐ কথা।

৬। 'আমরা বা তোমরা সব' স্থলে 'আহ্মি সব বা তোহ্মি সব' ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। ষষ্ঠী বিভক্তির 'এর' স্থলে কেবল 'র' প্রয়োগ; যথা,—মীনর ঠাই।

৮। সপ্তমী বিভক্তির 'এ' বা 'তে' স্থলে প্রায় সর্ব্বত্র 'ত'র প্রয়োগ; যথা,—সভাত (সভাতে), কদলিত (কদলীতে), বাসাত (বাসাতে), কথাত (কোথাতে), ভূমিত (ভূমিতে), তাত (তাতে), মাথাত (মাথাতে), পাটাত (পাটাতে) ইত্যাদি।

৯। পঞ্চমী বিভক্তির 'হইতে' অর্থে চট্টগ্রামে অদ্যাপি 'তুন' বা 'তু' এবং 'থুন' বা 'থু' ব্যবহৃত হয়। এই পুথিতে তাহাদের কয়েকটা প্রয়োগ আছে; যথা,—তাহাতুন (তাহা হইতে), কথাথুন (কোথা হইতে), ঝুলিতুন (ঝুলি হইতে), কোলেতু (কোল হইতে), স্বপনেতু (স্বপ্ন হইতে) ইত্যাদি।

১০। অনুজ্ঞা-বোধক ক্রিয়াপদগুলির রূপ বা বানান লক্ষ্য করিবার যোগ্য; যেমন,—কহিঅ বা কহিয়, হৈঅ বা হৈয়, চাঅ, জানিঅ বা জানিয়, দেঅ বা দেয়, হইঅ বা হইয়, ডুবাঅ, বলিয়, বুলিঅ, নেয়, জাঅ ইত্যাদি।

১১। অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির অন্তে 'য়' এবং 'আ' উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা,—লৈআ, বাড়িয়া, করিআ ইত্যাদি।

১২। পা, মা, গা, বা, রা, ছা, ভাব প্রভৃতি শব্দগুলির পাঅ বা পাও, মাঅ বা মাও বা মাই, গাঅ বা গাও, বাঅ বা বাও, রাঅ বা রাও, ছাঅ বা ছাও, ভাঅ বা ভাও প্রভৃতিরূপে ব্যবহার প্রণিধানের যোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় উক্ত শব্দগুলি যথাক্রমে পাদ, মাতা, গাত্র, বাত, রব, শাবক, ভাব প্রভৃতি। 'মেয়ে' (চট্টগ্রামের 'মাইআ') অর্থেও 'মাই' অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩। অধুনা আমরা যেখানে 'ও' ব্যবহার করি, সেখানে প্রাচীন কালে 'হ' (কখন কখন 'য়'ও) ব্যবহৃত হইত ; যথা—আন্ধিহ, তবেহ, সেহ, স্বপনেহ, গানাইয়—ইত্যাদি।

এই 'হ' আরও একরূপে ব্যবহৃত হইত ; যেমন পাদপূরণে—মোহোর বা মোহর (মোর), তাহান (তান—তাঁর)। ক্রিয়াপদে জোর দেওয়ার উদ্দেশ্যে বা নিশ্চয়ার্থ বুঝাইবার জন্যও 'হ' ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা,—'আপনে জানহ গুরু আন্ধি কোন জন।'

'ছাড়হ প্রলাপ কথা তুমি জাও চলি।'

১৪। প্রাগুক্ত অর্থে ক্রিয়াপদে 'ক' প্রয়োগ ;—যেমন,—ভাজিবেক, নিবেক, লইলেক, কান্দিবেক, নাহিক ইত্যাদি।

১৫। আধুনিক ইহার, ইহা, এই, যে বা যেই, সে বা সেই প্রভৃতি পদগুলি এহার, এহা, এহি, জেএ, সেএ প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৬। 'আট' ও 'ধাতু' শব্দ-দ্বয়ের 'আউট' ও 'ধাউত' রূপে পরিণতি লক্ষ্য করিবার বিষয়। 'সাধু' শব্দের 'সাউধ'রূপে ব্যবহার আমরা অন্য পুথিতে পাইয়াছি।

১৭। কতকগুলি শব্দ নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যায়; যেমন,—ঝাটাই (ঝাট—ঝটিতি), জোগাই বা যোগাই (যোগী), ঝিয়াই (ঝি—কন্যা), সিধাই (সিদ্ধাই—সিদ্ধ), খেমাই (খেমা—ক্ষমা)। মনাই (মন), মিনাই(মীন—মীননাথ), গোর্খাই বা গোরখাই (গোর্খ বা গোরক্ষ), পানাই বা পান্নাই (পানফ), কান্নাই (কানফা).

কন্যা অর্থে 'ঝি' ও 'ঝিয়ারি' প্রযুক্ত হইয়াছে। চট্টগ্রামে 'ঝিয়ারি' অদ্যাপি প্রচলিত আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থে। জামাতার ভগ্নী বা কন্যার ননদীকে এখানে 'ঝিয়ারি' বলা হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় বধূ অর্থে 'বউহারি' বা 'বউয়ারি' বলিয়া এরূপ আর একটি শব্দ প্রচলিত আছে। 'কন্যা' অর্থ ছাড়া 'ঝি' শব্দের আরও এক প্রয়োগ দেখা যায়; খুড়ি-মাকে আমরা 'ঝি' সম্বোধন করি।

১৮। এই গ্রন্থে 'আবাস' অর্থে এক স্থলে 'আওআস' শব্দের ব্যবহার আছে। 'পদ্মাবতী'তে কবি আলাওল সাহেবও এই শব্দের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন; যথা,—

"তার মধ্যে দেখ পদ্মাবতীর আওআস।
সমীর সঞ্চার নাহি পক্ষীর প্রকাশ।"

শব্দটি 'আবাস' শব্দেরই সম্প্রসারণ বলিয়া বোধ হয়।

১৯। সপ্তমী বিভক্তির একার যোগ না করিয়া ব্যবহার; যথা,—'সহজাএ (সহজে) ভবনদী হইবারে পার।'

এরূপ ব্যবহার আরও অনেক প্রাচীন পুথিতেই পাওয়া যায়।

২০। পুংলিঙ্গ শব্দে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে পুংলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগ; যেমন,—

'যতি সতী বলিয়া গোর্ধেরে বাখানিল।'
'তুমি যতি সতী হেন নিশ্চয় জানিল।'
'চলিল সুন্দর কন্যা তেজি লাজ ভয়।'

২১। আধুনিক 'কোথা' শব্দটি সেকালে 'কথা'রূপেই ব্যবহৃত হইত, নানা পুঁথিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সর্ব্বত্রই 'কথা' ব্যবহৃত হইয়াছে।

২২। এখনকার 'হইতে' (পদ্যে 'হৈতে' বা 'হোতে') শব্দটি তখন হোন্তে, হোন্তে, হন্তে, হৈতে রূপে ব্যবহৃত হইত, সন্দেহ নাই।

২৩। যেখানে আমরা অধুনা 'ই' ব্যবহার করি, সেখানে প্রাচীন কালে 'হি' ব্যবহৃত হইত, যেমন,—চাহি, বুঝাহি ইত্যাদি। 'চাহি' রূপে ব্যবহার এখনও বিরল নহে।

২৪। নিশ্চয়ার্থ বুঝাইতে অকারান্ত ক্রিয়াপদের শেষে অনুজ্ঞায় 'হ' যুক্ত হইতে দেখা যায়; যথা,—চিন্তহ, করহ ইত্যাদি।

২৫। 'না পারি'ও 'না পারে' এই অর্থে 'নারি' ও 'নারে' শব্দের ব্যুৎপত্তি রহস্যময়।

২৬। চট্টগ্রামে ন বোলে, ন লেখে ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ প্রচুর। কথ্য ভাষায় 'ন' শব্দের এই পূর্ব্ব-নিপাত আরবী ভাষার অনুকরণ।

২৭। কয়েকটি গুণবাচক বিশেষণের বিশেষ্যে পরিণতি-পদ্ধতি প্রণিধান-যোগ্য; যথা,—ভালাই, বড়াই। 'বুরাই' (মন্দভাব) শব্দটিও এ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং এখনও কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২৮। কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দে 'আ' বা 'ঈ' যোগ করিয়া

সম্প্রসারিত করা হইয়াছে; যেমন,—জোগিয়া বা যোগিআ (যোগী), হত্তিআ (হস্তী), বাদিআ (বেদে), মাগনিয়া, নাটুআ, নাটুয়া বা নাটোআ (নট)। এরূপ প্রয়োগ চট্টগ্রামে অদ্যাপি প্রবল; তবে কিঞ্চিৎ বিকৃতভাবে; যেমন,—যোগ্যা, বাদ্যা, মাগন্যা ইত্যাদি।

২৯। 'খানি' শব্দের ব্যবহার এখন সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন কালে উহার অবাধ ব্যবহার ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এই গ্রন্থে আমরা 'একখানি কথা', 'কন্যাখানি' প্রভৃতির প্রয়োগ দেখিতেছি।

৩০। কয়েকটি শব্দে ন স্থলে ল ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়; যথা,—লামাই (নামাই), লামাতে (নামাতে—নিয়ে), লাড়ি (নাড়ি), লড়ে (নড়ে), লড়িবারে (নড়িবারে), লোমাএ (নোঁয়ায়) ইত্যাদি।

৩১। এই গ্রন্থে নিম্নোক্তরূপ প্রাচীন ক্রিয়াপদ দেখা যায়,—

(ক) উত্তম পুরুষে—দেখম, জানম, কহম, লোয়াম, দেখমো, কহিএ, করিএ ইত্যাদি। পাইলু, পড়িলু, শুনিলু, কৈলুম ইত্যাদি। জাইমো, দিমো, দিমু, ধরিবাম, দিবামো ইত্যাদি।

(খ) মধ্যম পুরুষে—জানসি, শিখায়সি, ভুবালা (ভুবাইলা), ভুপালা, ম্বখালা ইত্যাদি।

(গ) নাম পুরুষে—নাচন্ত, নাচেন্ত, নাচন্তি, বাহন্ত, বোলন্ত, নেয়ন্ত, হন্ত বা হওন্ত, আছন্ত, আছেন্ত, পালেন্ত, জায়েন্ত, করিলেন্ত ইত্যাদি। বোলএ, আছএ, পাএ বা পায়ে, হএ বা হয়ে, লএ বা লয়ে, নাচয়, ভাএ বা ভায়, খসয়, জপয়ে ইত্যাদি। কেল, কইল, কৈল ইত্যাদি।

৩২। নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে উত্তম পুরুষে ক্রিয়াপদ প্রয়োগ লক্ষ্য করিবার যোগ্য ; যথা,—

'অখনে চলি জাম (জাঅম) তোমারার হোতে।'—১৬২ পৃঃ।

মধ্যম পুরুষে 'জানসি' প্রভৃতিরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার এখন আর নাই, তাহা 'জানিস্' প্রভৃতিরূপে তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নামপুরুষে বোলএ, আছএ প্রভৃতি ক্রিয়াপদে পাদপূরণের জন্যই যে একার যোগ করা হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। একার যোগ করিলে এ সব পদই বোলে, আছে প্রভৃতি রূপ ধারণ করে এবং তদ্রূপ প্রয়োগও যথেষ্ট দেখা যায়। নাচন্ত প্রভৃতিতেও পাদপূরণের সুবিধার্থই যে শেষে ন্ত যোগ করা হইত, তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে 'নাচে' প্রভৃতিরূপ প্রয়োগ থাকিত না। আবার বোলএ, খেলএ প্রভৃতি কখন কখন বোলঅ, খেলঅ রূপেও চলিত। এই গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্ত আছে।

নিম্নলিখিত কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—

নি—কি ; যথা,—চিন নি, পারিব নি ; কিন্তু 'দেওনি' এই বাক্যে 'দেও নিয়া' অর্থ হইবে।

থিয়—স্থির বা (অব)স্থিত; যথা,—পুনি বকুলের তলে হইলেক থিয়া। 'দাঁড়াও' অর্থে এখনও আমরা 'থিয়াও' ব্যবহার করি।

লেস—কেশ ; যথা,—দুই ভাগ করিআ বান্ধিএ মাথার লেস—১৭৩ পৃঃ।

হাউর পানি—(১০৯ পৃঃ) 'আলোড়িত বা ঘোলা জল'।

বোলান—সম্ভাষণ ; যথা,—হাসিয়া বোলান দিব তোর যোগী রাউলে। বাক্যালাপ করাকে এ দেশে 'মাতান' বলে।

'বোলান' শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ 'মাতান', সুতরাং যোগী-রাউলে তোমাকে হাসিয়া মাতাইব, উক্ত বাক্যের এই অর্থ। 'নিমন্ত্রণ করা' অর্থেও এ দেশে 'বোলান' শব্দের ব্যবহার আছে।

হের আইস—এখানে 'হের' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না।

নিছন—(এখানে) নিছিয়া দেওয়া দ্রব্য; যথা,—'লক্ষ লক্ষ লোকে খাএ তোহ্মার নিছন।' এই শব্দ লইয়া 'সাধনা' পত্রিকায় একবার বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছিল।

দুখাএ—দুঃখ হয়, বেদনাযুক্ত হয়; যথা,—সোনার কাপড়ে তোহ্মার সারর দুখাএ। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, এরূপ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন মাইকেলের অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

নেহালি—লেপ, রজাই। লেপ নেহালি উভয়ে কতকটা একার্থবোধক হইলেও একটু পার্থক্য আছে। লেপ কতকটা হালকা—দিনেও গায়ে দিয়া যেখানে সেখানে নেওয়া যায়; কিন্তু নেহালি কেবল শুইলেই ব্যবহার করা যায়।

এড়ি—এই ক্রিয়াপদের বহুল প্রয়োগ এই গ্রন্থে আছে। উহা এখনও আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দ। উহার অর্থ—রাখি, ত্যাগ করি, ছাড়ি।

উয়ারি বা উআরি—'উয়ারি মেহারি' অর্থে 'বাড়ী-ঘর' বুঝাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কেবল 'উয়ারি' শব্দেও এক স্থলে 'বাড়ী' অর্থ বুঝা যায়; যথা,—"চেকা মারি কৈল নিয়া বাহির উয়ারি।" এই শব্দদ্বয়ের মূল কি, জানি না। চট্টগ্রামে মহিষের খোঁয়াড়কে 'উরা' বলে। এই 'উরা' শব্দের সহিত 'উয়ারি' শব্দের কোন সংস্রব আছে কি না, বলিতে পারি না।

রাউল—এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে চট্টগ্রামে 'রাউলী' বলে। রাউলীরা বিবাহ করেন না। এই গ্রন্থে 'রাউল' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। তাহাদের পুত্র-কলত্রাদি ছিল। তাহা হইতে মনে হয়, তাহারা 'গৃহস্থ যোগী' ছিল।

মনাই,—মন্থুরা মন। আরবী 'মন্‌বরা' হইতে বাঙ্গালায় 'মন্থুরা' হইয়াছে। 'মনাই' ও 'মন্থুরা' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার মুসলমানের মধ্যে খুব। 'মনাই ক্ষ্যাত্রা' নামে পুথি আছে। 'আরে ওকি মনাইরে' ইত্যাদি গান আছে। স্নেহ-দ্যোতনার্থ 'মনাই' হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মেখলি—ইহার পাশাপাশি 'কাঁথা' শব্দের উল্লেখ থাকিলেও শব্দটি 'কাঁথা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এরূপ একার্থ-বোধক যুগ্ম শব্দের একত্র অবস্থান বাঙ্গালায় ঢের আছে; যেমন,—লজ্জা সরম, বাড়ী ঘর ইত্যাদি। আলাওল সাহেব 'পদ্মাবতী'কে লিখিয়াছেন,—

"মেখলি ধাজারি রুদ্রাক্ষের জপমালা।
কান্থা (কাঁথা?) চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা॥"

এখানে 'মেখলি'র অর্থ কি?

'মেখল' নামে চট্টগ্রামে হাটহাজারী থানায় এক গ্রাম আছে। উহা সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের জন্মস্থান। 'মেখল' গ্রামের নামের সহিত এই 'মেখলি' শব্দের কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। শুনিয়াছি, ত্রিপুরা জেলায় 'মেখলী' বলিয়া একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছেন। উঁহাদের নির্মিত বা ব্যবহৃত কাঁথাও 'মেখলি' বা 'মেখলিয়া কাঁথা' নামে অভিহিত হইতে পারে। অন্ততঃ 'মেখলিয়া' শব্দে তাহাই সূচিত

হয়।* সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের 'মেখল' গ্রাম হইতে ত্রিপুরায় উঠিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই উক্ত সম্প্রদায় তথায় 'মেখলী' নামে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন।

খাওআ—(১১৭ পৃঃ—ভুলে 'খাও' ছাপা হইয়াছে) শব্দটি 'খাওা' রূপে লিখিত আছে। ইহার অর্থ যে খুব খায়—খাদক বা পেটুক। চট্টগ্রামে আজও ইহা 'খাউআ' রূপে প্রচলিত আছে। 'যে কখন খায় নাই,' এই অর্থে আমরা 'হা-খাউআ' শব্দের ব্যবহার করি।

গাভুরালী—'গাভুরের ভাব' এই অর্থে 'গাভুর' শব্দে 'আলী' যোগ করিয়া 'গাভুরালী' করা হইয়াছে। পদ মিলাইবার সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে ইহা 'গাভুরাল' রূপেও প্রযুক্ত দেখা যায়। 'গাভুর' অর্থে বলশালী ও যুবক। 'গাভুরালী' অর্থে যৌবন, যুবকোচিত দর্প, অহঙ্কার ইত্যাদি। মাননীয় দীনেশ বাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ডাক্তার গ্রীয়ারসন সাহেবের দোহাই দিয়া এই শব্দটিকে অকারণে 'গাভুরাণী' করিয়া ফেলিয়াছেন। মাণিক-চাঁদের গানের—

"বান্ধিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পাড় (পড়ে) কালী।
এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাভুরাণী॥"

এই পদে শব্দটি যে 'গাভুরালী' হইবে, দৃষ্টিমাত্রই বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে আমরা দীনেশ বাবুর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের কথা গ্রাহ্য না করিয়া ডাঃ গ্রীয়ারসনের ইংরেজী পত্র উদ্ধৃত করিয়া আবার সাফাই গাহিয়াছেন। চট্টগ্রামে এই শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গে 'গাভুরাণী' রূপে প্রচলিত থাকা সম্বন্ধে উক্ত সাহেব বাহাদুরের কথায় সত্যের লেশ মাত্র নাই। আমাদের

ঘরের কথায় আমাদের কথা বড় না হইয়া দীনেশ বাবুর মত মনস্বী লোকের নিকট একজন বিদেশীয়—বিজাতীয় লোকের ভ্রান্ত কথা বড় হইল, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যাহা হউক, আশা করি, অতঃপর দীনেশ বাবু তাঁহার এ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

অতঃপর গ্রন্থের দুরূহ ও প্রাচীন শব্দাবলীর অর্থাদি প্রদত্ত হইতেছে,—

পত্রাঙ্ক	পদসংখ্যা	শব্দ	অর্থ
১	২	লক্ষণ	লক্ষ্য করণ
	৬	এবা ('এবা' নহে; তাহা ছাপার ভুল)	এই বা, ইনিই বা
২	৮	ক্ষেত	ক্ষত
	৯	আড়ত্তে (?)	অর্থ বুঝা গেল না।
		ধুয়া	ধূয়া বা ধুম?
		ধোয়া	কুয়াসা?
	১০	বৈক্ষে	বক্ষে বুকে
	১৬	পরাত্রমা	পরমাত্মা
৩	১৯	ক্ষিত	ক্ষিতি
	২০	আড়ত্তিয়া	?
	২৭	দেয়	দেও
		সয়ালের	সকল সংসারের
৪	৩১	গরিষ্ট	বৰ্দ্ধিত
	৩৩	হয়	হব
	৩৪	ডাকারি ডাকারি	এ স্থলে ৩য় পুথির 'আকারে উকারে' পাঠই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।

৫	৩৪	মিসাইল	এ স্থলে ২য়-৩য় পুথির 'মিসামিসি' পাঠই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।
৬	৪০	বাবিত	এই স্থলে ২য় পুথির 'নাভিতে' পাঠই ঠিক বলিয়া বোধ হয়।
৭	৪২	সিধাই	সিদ্ধাই, সিদ্ধা
৭ পাদটীকা	২	জোগাই – যোগাই	[illegible]
"	৫	মাই	এই শব্দ ও 'মাই' একার্থ-বাচক, [illegible]।
৯	৫১	কবড়	কবচ
১০	৫৮	বাথড়	বাথড়
১১	৬৯	পিষ্ট জোগে	পৃষ্ঠভাগে
	৬৮	ছিঙ্গার	শৃঙ্গার
১২	৭০	উজ্জলা	উজ্জল
	৭৪	জোগে জোগে	যুগে যুগে
১৩	৭৭	মোচন্দর	মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ
		বোগাল	বোয়াল মাছ
১৪	৮৬	সভালের	সকলের
১৫	৮৯	কাড়াই	কানফা (যোগী)
১৭	১০০	নিতা	নিমন্ত্রণ, 'ন্যুতা' রূপে আজও এই দেশে প্রচলিত।
১৯	১১১	সত্তর	সত্বর, শীঘ্র
পাদ-টীকা	২	পাম	পাই
	৩	গোমাই	গোঞাই
	৫		

২০	১১৪	হাবিলাস	অভিলাষ
	১১৭	আকলিল	ইচ্ছা করিল, আকাঙ্ক্ষা করিল।
	১১৯	তুরমানে	'ত্বরমাণ' শব্দেরই রূপ-ভেদ শীঘ্র।
২০ পাদ-টীকা ২		পিছা	ঝাঁটা
২১	১২৩	সম্ভমা	সংযমী
২৩	১৩১	ধুত	অবধূত
২৫	১৪২	ছিঙ্গার	শৃঙ্গার
		পোরে	'পৈরে' হইবে বোধ হয়; পরে, পরিধান করে।
২৬	১৪৮	দেহি	= দেই = দেয়
	১৪৯	বয়সের	বয়সের
,, পাদ-টীকা ৪		ছাল	ছাই
২৭	১৫৩	চোয়বে	চাহবে
২৮	১৫৫	চিক্ক	চিহ্ন
৩২	১৭১	সামাইল	প্রবেশ করিল
	১৭৩	জালি দিয়া	বোধ করিয়া
	১৭৫	জান	যাম, যাই
	১৭৭	বাহের	বাহির
৩৩	১৮১	অন্বাসন	অন্বেষণ
		কদার্থন	ভর্ৎসনা
৩৬	১৯৮	আচাভুয়া	আশ্চর্য্য
৩৭	২০৪	ভাড়	ভাঁড়াও, প্রতারণা কর
৩৮	২০৯	কাঠা	কাষ্ঠ

৩৮	২১১	কাছটি	কর্পটি (?)
	পাদ টীকা ৫	কর্কটি	কর্পটি (?)
৩৯	২১৬	খোয়াজ	খাজা খোয়াজ খিজির এক মুসলমান পীরের নাম। এক সময়ে তাঁহার 'ডিঙ্গা ভাসান' একটা ব্রতবিশেষ ছিল। হিন্দুরাও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। এই স্থলে তাঁহার নামটি প্রক্ষিপ্ত এবং 'মীনচেতনে'র কর্পটি-নাথ নামই ঠিক বোধ হয়।
	২১৮	অালগ	শূন্য, যাহা মাটীতে লগ্ন বা লাগা নহে।
৪০	২২২	পানাক	পানফা নামক অনুচরকে।
	২২৩	পানাইয়	পানফাও
	পাদ-টীকা ৪	পানাই	পানফা
		কিটাইল	বিরক্তি সূচক স্বরে বলিল
৪২	২২৯	বগুলাটি	বকটি
৪৩	২৩৬	কাহ্নার	কানফার
৪৫	২৪৮	মেখলি	সম্ভবতঃ কাঁথা
		পাহুাই	পানাই, পাদুকা
৪৭	২৬২	নেয়ন্ত	নিজেন----
		উধারিয়া	উদ্ধারিয়া "
	পাদটীকা ১	সাধ্কে	সন্ধান করে
	" ২	পাজি	পাঁজি, পঞ্জী

৪৮	২৬৫	থিয়া	স্থিত, অবস্থিত, স্থির, দণ্ডায়মান।
	২৬৭	খোটা	খোঁটা; পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করাইয়া কোন বিষয়ে অনুযোগ করার নাম খোঁটা দেওয়া। বাঙ্গালায় ইহার প্রতিশব্দ আছে বলিয়া জানি না।
		বাজ্রিয়াছিলুম	সম্ভবতঃ বাধাইয়াছিলাম।
		ঝোড়া	(এখানে) ঝগড়া ?
	২৬৮	কাটি দি	কাটিয়া দিয়া
	২৬৯	সোচা	অন্তঃসারশূন্য : চট্টগ্রামের 'চোঁচা'।
	পাদটীকা ৫	স্থঠা	শুষ্ক হইবার পূর্ব্বাবস্থাকে 'স্থঠা' বলে।
৪৯	২৭৩	চেয়াই	চেতন করিয়া
	২৭৭	নেতণ	? সুসূক্ষ্ম ; এই শব্দটি অন্যত্র 'উপবীত' অর্থেও ব্যবহৃত দেখা যায়।
	২৭৮	ত্রিকড়ি	কর্ণাভরণ-ভেদ
		ছটি	ছড়ি, যষ্টি
৫০	২৭৮	লঠি	লাঠি, যষ্টি
	২৮৩	সর্জ্জ	সজ্জা, সাজ
৫১	২৮৫	আলগ ছাতি	ছাতি স্কন্ধে লাগা নহে ; এই উক্তি একটু গর্ব্ব-

			দ্যোতক মনে হয়।
৫১	২৮৫	জোগ বাটা	যোগ-পাটা ?
	২৮৬	ডাঙ্গ	দণ্ড, লাঠি
৫৩	২৯৮	সাচন	শয়চান, বাজপক্ষী
	২৯৯	স্থালে	তলে
	পাদটীকা ৪	আগর	(?)
	পাদটীকা ৬	উআরি মেহারি	বাড়ী-ঘর
৫৯	৩০৩	পিধন	পরিধান ; এই শব্দের পরে 'দেখে' শব্দটি পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়।
	৩০৪	পখাবর	পুকুরের
	পাদটীকা ৬	ঝারা	কলসী (?)
৫৫	৩০৫	রাউল	(গৃহস্থ) যোগী
		মাই	মেয়ে
	৩০৮	টঙ্গ	টিঙ্গী
৫৬	৩১২	কাঠোয়াল	কাঠাল
৫৭	৩১৬	কৈব	কহিব
	পাদটীকা ৭	গাভুর	যুবক, বলশালী
৫৮	" ৫	কথাতুন	কোথা হইতে
৫৯	৩২৭	পালাএ	ফেলায়
	৩২৮	বহিতে	চলিতে
	৩২৯	ছিকালি	শৃগালী
	৩৩০	শ্রীকালে	শৃগালে
৬০	৩৩২	চোপাড়ে	চাপড়ে, চপেটাঘাতে
	৩৩৩	অধ বস	অর্দ্ধ বয়সের

৯২	৪৬৮	বোল	ধ্বনি
	৪৭০	স্বায়ারি	স্বারী
৯৪	৪৭৯	ঘাঘরের	ঘুঁঘুরের
৯৫	৪৮২	ভ্রপা	বোঝাই
	.	নোয়াম	নত করিব
৯৬	৪৮৯	কেন্তে	কেনে, কেন
৯৯	৫০৭	শুধা	শুধু, খালি
		পসরী	প্রহরী
১০২	৫২৩	অবহুএ	অবাচ্য (?)
১০৪	৫৩৫	জোক্তি	যুক্তি, পরামর্শ
	৫৩৬	ভন	ভৈন, ভগ্নী
১০৬	৫৪৭	রালস্যা	সম্ভবতঃ 'আলস্য' হইবে
	৫৫০	ছত্তর	ছত্র, ছাতি
	৫৫১	ডুবালা	ডুবাইলা
	পাদ-টীকা ১	মনুরা ছিকল করি	মনকে শৃঙ্খল করিয়া
১০৮	পাদ-টীকা ২	উফরয়ে	উপাড়িয়া পড়ে, উৎপাটিত হয়
১০৯	৫৬৪	লোট	লালসা
		মেড়্দাড়া	মেরুদণ্ড
		গুজ	কুব্জতা
	৫৬৫	পালা	ঘরের খুঁটি
	পাদ-টীকা ৩	কসাকস	কসাকসি
১১০	৫৬৬	ধোলা	ধূলা
	পাদ-টীকা ১	মালুম	গৃহের মূল খুঁটি বা পাইর
	,, ২	তাহাতুন	তাহা হইতে

১১১	৫৭৩	কৈই	কহি
১১৩	৫৭৮	সমে	সময়ে
১১৪	পাদটীকা ২	দেখুম	দেখি
১১৫	৫৮৩	জোর	ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী
১১৬	৫৮৯	পাট্টা	পাটা
		সিধার	সিকার
	৫৯০	লাউধা	শুষ্ক লাউ দ্বারা নির্মিত ভিক্ষাপাত্র
	পাদটীকা ৬	দেম	দেই
১১৭	৫৯১	মেলে	মিলনে ; মেলায়
	পাদটীকা ১	মাগনিয়া	ভিক্ষুক
	পাদটীকা ৪	মার টাগা	'টাগা মারা' কি, তাহা ভাষায় লিখিয়া ব্যক্ত করা কঠিন
		দিবা লাগা	লাগাইয়া দিবা
		টোগা	সম্ভবতঃ ঠগা (ঠগ)
১১৮	৫৯৪	পখাল	পাখাল, স্নান
		পখাল... সতান্তর	স্বতন্ত্রভাবে বা অন্যে করাইয়া না দিলে স্নান পর্যান্ত করিতে পারে না
	৫৯৫	ম্রেতা	মৃত
		ছোএ	সম্ভবত 'ছাড়ে' হইবে
	৫৯৮	বিনাই	সুর ধরিয়া
১১৯	৬০১	চেতাইতে	চেতন করিতে
		তন	তনু, কায়া
১১৯	৬০৪	পাইক	দাঁড়ি

১১৯	৬০৪	মাঝি	কর্ণধার
	পাদটীকা ১	কনে	কোনে, কে
১২০	৬০৪	ডুপালা	ডুবাইলা
	৬০৫	বিঘাঠে	আঘাটায়, যেখানে ঘাট নাই
		ছাপাই	পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যে 'চাপাই'; ভিড়াইয়া
	৬০৬	শুক	শুকতা
	৬০৭	ঠাঠা	ধূ ধূ
		জুক্ত	যুক্ত (?)
	৬০৯	অগনি	অগ্নি বা ইন্ধন
১২১	৬১১	ডাক্বাইতের	ডাকাইতের
	৬১২	মৈশ্চের	মাছের বা মরিচের ?
		গোরেত	গোলাতে ?
	৬১৩	সুথারের	সুতারের, সূত্রধরের
১২২	৬১৫	গেজা	কন্দ, মূল
		সেজা	সজারু
	পাদটীকা ১	লঘুরের	লঘু বা দুষ্ট প্রকৃতি লোকের
	" ৩	পাকনা	পক্ক
	" ৪	কৌতরে	কবুতরকে
১২৩	৬১৮	ধাউর	ডাকাইত
	৬২২	কাডারি	কাণ্ডারী
১২৪	৬২৪	খেমাইর	কমার
	৬২৫	পৌরি	পরি, পরিধান করিয়া
	পাদটীকা ১	ডাকাই	ডাকাতি
১২৬	৬৩৩	নেহালি	লেপ, রজাই

১২৬	৬৩৩	আধারি	(?)
	৬৩৪	খোকরি	চটের মত মোটা শীতবস্ত্র-ভেদ
	৬৩৫	চাপরা	পশ্চিমবঙ্গে চাপড়া; তৃণাস্তকা
১২৭	৬৩৮	উছাট	অবহেলা, লঙ্ঘন
১২৯	৬৫০	পড়ম	পড়ি
১৩০	৬৫২	দিস	দিশা
১৩৩	৬৬৯	কালের	কালার, বধিরের
১৩৪	৬৭১	গড়ল	গরল, বিষ
১৩৬	৬৮১	জুত্তিকা	জ্যোতিঃ (?)
	৬৮৭	লাছাত্ত	আঠাতে
	"	বাজাএ	বৃদ্ধ করে
১৩৭	পাদটীকা ১	ক্রৌবক	যুবক
১৩৮	৬৮৯	আন্ধলে	অন্ধে
১৩৯	৬৯৮	আত্তমা	আত্মা
১৩৯	৭০০	খালো	খাল
		জোর	জল নিকাসের পথ
১৪০	৭০৫	উলে	উদয় হয়
	পাদটীকা ৩	বাবি	বায়ু
১৪১	৭১১	খেমাইরে	ক্ষমারে
		মনাই	মন
	৭১৩	আপে আপ	আপনা আপনি
	৭১৫	সুয়া	শুয়া
১৪২	৭১৭	রিত	ঋতু
	৭১৯	ডিহরী	'ডিহরি' নামক চুলা

১৪২	পাদ-টীকা ×	আপ্তমা	আত্মা
১৪৩	৭২১	খরশান	খরতর
	৭২৬	ধুন্ধুমীর	দুন্দুভির
১৪৪	৭৩১	সকন্তি	সৈকতে (?)
		উজাএ	উজান চলে, অগ্রসর হয়
	৭৩৩	আষ্টট	আট, অষ্ট
	৭৩৪	উন্দুর	ইন্দুর
	৭৩৮	হাসা	হংস (?)
১৪৬	৭৪৬	হেন্থে	অধে, অধোভাগে
		পরমাত্তা	পরমাত্মা
	৭৪৮	কাচা	যুবক, তরুণ
	পাদ-টীকা ৫	কাঞ্চা	কাঁচা, যুবক
১৪৭	৭৪৯	জোরা	নালা
		সাই	সাঞি, স্বামী
১৪৮	৭৫৬	জিহড়ি	'জিহরি' নামক চুলা
		ধুরা	ধূম
	৭৫৮	গাভুরালি	যৌবন
	পাদ-টীকা ৪	গাভুরাল	ঐ
১৫০	৭৬৪	কৃপিণীর	কৃপণের
		আপক্ষি	'অপেক্ষি' (=উপেক্ষি, ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া) হইবে বোধ হয়; সতর্ক হইয়া।
১৫১	৭৭০	ধাউত	ধাতু
১৫২	৭৭৪	সতান্তর	স্বতন্ত্র
	৭৭৫	জিঞ্জলি	জিঞ্জির, শিকল

১৫২	৭৭৮	ভাগি	পলাইয়া, দূর হইয়া
	পাদ-টীকা ৮	উচাট	উচাটন
১৫৩	৭৭৯	ভাএ	ভাল লাগে (?)
		ছিকলি	হেঁয়ালী (?)
	৭৮০	পাচলা	পাচালী
১৫৫	৭৮১	কাকে	কক্ষে, কোলে
	পাদ-টীকা	অনাস্থতে	বিনা সূত্রে, অনায়াসে (?)
		পরমাথ	পরমার্থ (?), পরমাত্মা
১৬১	৭৯২	রুচিব	রুচিবে, রুচিকর হইবে, রক্ষ পাইবে
	৭৯৪	হানা	আক্রমণ
১৬২	৭৯৭	পত্তর	পত্র
	৭৯৮	জাঅ = জাঅম	যাই
১৬৩	৮০৬	পরলা	পালা, খুঁটি,
	৮০৭	সেত	শ্বেত
	পাদ-টীকা ৪	সিতা	ঐ
১৬৪	৮০৯	চোওরে	চামরে
	পাদ-টীকা ১	জাতে	টিপে
	" ২	চোমরে	চামরে, ব্যজনে
১৬৭	৮২৭	তেলঙ্গাএ	ত্রৈলঙ্গবাসী (?)
	৮২৮	জোগিয়ার	যোগীর
১৬৮	৮৩২	সিসুক	শিশুকে
	৮৩৩	সেবইত্তি	সেবায়েত, সেবক
	৮৩৬	উপখিয়া	উপেক্ষা করিয়া
১৬৯	৮৪০	উপখি	ঐ

১৭১	৮৫৩	দুখাএ	দুঃখ পায়, বেদনাযুক্ত হয়
	৮৫৫	ঠাঠে	দলে, গণে
	পাদ-টীকা ১	ডাঙ্গরী	ডাঙ্গর, মোটা
		লঙ্গার	(?)
		টাঙ্গরী	শব্দটি 'টাকুরী' ('টাকু-নির্ম্মিত' অর্থে) হইবে কি ?
		লেঙ্গরা	(?)
	„ ৩	সেব	সেবা
১৭৩	পাদ-টীকা ৪	কেস	কেশ
১৭৪	৮৬৫	কদলিথুন	কদলী হইতে
১৭৭	৮৭৪	দারু	ঔষধ
	পাদ-টীকা ৩	সাছ	সাচা, সত্য
		মিছ	মিছা, মিথ্যা
১৭৮	৮৮০	গড়ুল	গরল
১৮০	৮৮৮	কাড়ারি	কাণ্ডারী
		রঙ্গেকে	তরঙ্গে (?)
		কোলেত = কোলেতু কোল হইতে	
১৮১	৮৯৭	আজুগা	আজি, অদ্য
	৮৯৮	সাচা	সাচা, সত্য
	৯০৩	ঝুলি	অস্ত্র
১৮৪	৯০৮	দেখমো =	দেখিব
১৮৫	৯১১	অর্থান্তর	অনর্থ
১৮৬	৯১৬	জীয়াবা	জীয়াইবা
১৮৬	৯২১	বাখানিল	ব্যাখ্যান বা প্রশংসা করিল
১৮৭	৯২৫	উজাএ	উজান ধরে

১৮৭	৯২৫	দাড়ি পুটী	মৎস্যবিশেষ
		বাজিছে	বাঝিছে, বন্ধ হইয়াছে
		ভেগিনী	ভেকিনী, বেঙ
		বাঝিল	বদ্ধ হইল, লাগিল
১৮৮	৯৩২	সোয়াল	সয়াল, সকল
১৮৯	৯৪৪	আকলী	আকলি, গণনা করিয়া
১৯১	৯৬৩	মন্নুরা	মন
১৯৪	৯৯৫	খাক	মাটি
১৯৫	১০০৮	ম্রেতা	মৃত, মরা
১৯৬	১০১২	বর্চ্ছ	মলত্যাগ কর
		জাও সঙ্গ	সঙ্গম কর
১৯৭ পাদ-টীকা ৭		স্বপনেতু	স্বপ্ন হইতে
১৯৮	১০২১	স্বরিলা	স্মরিলা
	পাদ টীকা ৪	বেওরে বেওরে	অন্য পুথির 'ব্যক্ত অব্যক্ত' পাঠই ঠিক বোধ হয়
১৯৯	১০২৪	বিমসিয়া	চিন্তা করিয়া

এই গ্রন্থে যোগশাস্ত্রের অনেক কথা আছে। সে সকল অংশ অধিকারী পাঠক ভিন্ন সাধারণ পাঠকের নিকট অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। যোগের ভাষায় অনেক সাধারণ শব্দেরও ভিন্নার্থ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। পাঠক-গণ দেখিবেন, রবি, শশী, ত্রিবেণী, গঙ্গা, যমুনা, তিহুরী, বারাণসী প্রভৃতি শব্দরাজি সাধারণ হইলেও ভিন্নার্থের দ্যোতক-রূপেই বহু স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। সেরূপ স্থলের মর্ম্ম বুঝিতে হইলে পাঠক-গণকে যোগশাস্ত্রাভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

পাঠকগণ জানেন, এই গ্রন্থের ভণিতায় চারি জন বিভিন্ন কবির নাম পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু আমারা তিন জনকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল সেখ ফয়জুল্লাকেই ইহার প্রকৃত রচয়িতা স্থির করিয়াছি। কি কারণে আমরা ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা যে মুসলমান ভিন্ন হিন্দু কবির রচনা হইতে পারে না, তাহা নিম্নোক্ত শব্দপরম্পরা দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণিত হইবে—

১। জগতমোহন রূপ ধরিয়া আপনি।

আপনি পৈরএ অন্ন শিবের ঘরিণী॥ (মীনচেতন—৩পৃঃ)

"পরিবেষণ করা" অর্থে 'পৈরএ' ক্রিয়ার প্রয়োগ হিন্দু-সমাজে নাই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত (এ দেশের) মুসলমান-সমাজে আছে। (গোরক্ষবিজয়ে ঐখানে 'পৈরএ' স্থলে 'বিবর্ত্তে' আছে।)

২। মঙ্গল বারে বহে বায়ু জুরিয়া মঙ্গল।

খেমাইরে অঙ্কুস দিয়া মনাই সে পাগল॥

(গোরক্ষ-বিজয়—৯৪৩ পৃঃ)

এই গ্রন্থে 'মনাই' শব্দের অনেক ব্যবহার আছে। ইহা মুসলমান কবির নিজস্ব প্রয়োগ। কোন হিন্দু কবির রচনায় এই শব্দ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অদ্যাপি জানা যায় নাই। 'মনাই যাত্রা' নামে মুসলমানের পুথি এবং "আরে ওকি মনাই রে" ইত্যাদি গান আছে।

৩। বিংশতিতে কহ মনুরার স্থান স্থিতি।

কোথায় থাকি আহার করয়ে নিতি নিতি॥

(গোরক্ষবিজয়—১৯১ পৃঃ)

এই 'মনুরা' শব্দেরও অনেক প্রয়োগ এই গ্রন্থে আছে।

উহা আরবী 'মন্‌বর' শব্দের বাঙ্গালা সংস্করণ। কোন হিন্দু কবির রচনায় উহা অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

৪। অধে উর্দ্ধে তালি দেয় (দেও) গুরু মোচন্দর।
আপ্তমা চিনিআ লঅ শরীর অন্তর॥
(গোরক্ষবিজয়—১৪৬ পৃঃ)

এই 'আপ্তমা' শব্দ 'আত্মা' শব্দের অপভ্রংশ হইলেও মুসলমানেরাই এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৫। বুঝ বুঝ আএ গুরু বাবির বিজয়া।
আপ্তমা পরিচয় করি রাখ নিজ কায়া॥
(গোরক্ষবিজয়—১৪২ পৃঃ)

'বায়ু' অর্থে 'বাবি' শব্দের ব্যবহার মুসলমানেরাই করিয়া থাকেন।

৬। আচম্মানের মেঘে জেন পাতালের ঝরে বাএ। (গোরক্ষবিজয়—১৪২ পৃঃ)

কোন হিন্দু কবি 'আচমান' শব্দ কখন ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

৭। বুধবারে বহে বায়ু বুঝ আপেআপ।
ফিরাই খেলাও গুরু দুই মুখ সাপ॥
(গোরক্ষবিজয়—১৪১ পৃঃ)

এই 'আপেআপ' শব্দের প্রয়োগ মুসলমান কবির রচনাতে থাকাই স্বাভাবিক।

৮। এ বলিয়া মঙ্গলাএ চৌকে দিল ঠার।
সোল সয় কদলি তবে করিল দিদার॥
(গোরক্ষবিজয়—১৭২ পৃঃ)

এই 'দিদার' শব্দের ব্যবহার হিন্দু কবির রচনায় পাওয়া সম্ভব কি না, জানি না।

১১। উজন ভাজিয়া কর আমলেতে মন।
তবে সে রহিব গুরু অমূল্য রতন॥
(গোরক্ষবিজয়—১৩৯ পৃঃ)

স্থাপন করহ মন আমলে (ত) বসি।
আদ্যবার পাল বাপু তিথি একাদশী॥
(গোরক্ষবিজয়—১৪৯ পৃঃ)

পবন আমল কর বাউ কর বন্দি।
গরল ভক্ষণ কর তারে কর বন্দি॥
(গোরক্ষবিজয়—১৭৮ পৃঃ)

কোন্ ক্ষেণে করে মন আমলে গমন।
নিদ্রায় চেয়ায় মন আসি কোন জন॥
(গোরক্ষবিজয়—১৮৮ পৃঃ)

প্রাগুদ্ধৃত পদসমূহে 'আমলে' শব্দের প্রয়োগে মুসলমানেরই হস্তচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সয়াল, ঝিলিমিলি, খাক, নিকলয়, লগে, তোক, বোলান, বণিজ প্রভৃতি শব্দে, যোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় এবং গ্রন্থের অন্যান্য স্থলে মুসলমানী ভাবের যে ছায়াপাত হইয়াছে, তাহার কথা আর বিশেষ করিয়া বলিলাম না। আশা করি, পাঠকালে বিজ্ঞ পাঠকের চক্ষে তাহা আপনিই প্রতিভাত হইবে। ইতি—

আবদুল করিম।

শুদ্ধি পত্র

পৃঃ	পদসংখ্যা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৬	এরা	এবা
৩	২০	মধ্যে	মর্ত্ত্য
	২৪	মোব	মোরে
		সয়ানের	এই শব্দস্থলে পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধনী মধ্যস্থ 'সয়ালের' হইবে
		কেমনে সংযোগ	কেমন সংযোগে
৭	৪১	অঙ্গ	অঙ্গে
১৬	৯৪	তোহ্মার	তোহ্মার
৪০	পাদটীকা ১	ছায়ায়	ছায়ার
৫৪	৩০৩	পিধন	পিধন (দেখে)
	পাদ টীকা ৬	পারে	পরে
৬৩	৩৪১	বাসাদিমু	বাসা দিমু
৭৩	৩৭৯	জার	জায় (জাই)
৮০	৪১৬	লখ	লঙ্গ
৮২	৪২৭	বিদ্যাধর	বিদ্যাধরও
৯৮	৫০০	দেসে	দেস
১০২	৫২৩	আঙ্কিত	আঙ্কি ত
১০৯	পাদটীকা ৫	পানি	পাখী (?)
১১৭	৫৯১	থাও	থাওা (থাওয়া)

১২৯	৬৪৯	মরণ	মরণে
	৬৫০	করম	কর
১৩১	৬৬০	যান্নিব	যানিব (জানিব)
১৩৮	৬৯১	ছাল	হাল
	৬৯৩	বসি	বাস (?)
১৩৯	৬৯৬	আমনেতে	আমকেতে
১৩৯	৬৯৭	অতি রাত্রি	রাত্রি অতি
১৪৭	৭৫৩	কহিআছে	কহিআছ
১৫০	৭৬৮	অমৃত কুণ্ডল	অমৃতের কুণ্ডে (?)
		খেমাইরে	খেমাইর
১৫৪	পাদটীকা ১	তেকালে	তেনকালে
১৭২	৮৫৫	ঠাটে	ঠাঠে
১৮০	৮৮৭	গোর্থনাথের	গোর্থনাথে বলে (?)
	৮৯০	ভাবি	ভাবে
১৮৪	৯০৪	জেন	জেন ২
১৮৬	৯২১	জতি জতি	জতি সতী (?)
১৮৭	৯১৩	পালেন্ত বাঘিনী	বাঘিনী সে পোষে (?)
	৯২৬	ঠুটা	ঠুঠা
১৯১	৯৫৭	করিব-	করিল (?)
১৯৯	১০০৮	চাহ	চাহে (?)